সুরলতা নাটক।

(মহাকবি সেক্ষপীয়রকৃত মার্চ্চ্যান্ট্ অব্ ভেনিসের অনুবাদ।)

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা,

অপর্ চিৎপুররোড্, শোভাবাজার, ২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৩৪।

শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচরণ বসাক

প্রিয়বরেষু।

সহৃদয়,

কবিবর সেক্ষপীয়র বন্ধুত্বের কুসুম চয়ন করিয়া ইংরাজীসূত্রে "মার্চ্চ্যাণ্ট্ অব্ ভেনিস্" রূপ যে অপূর্ব্ব মালিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন, আমি সেই সকল কুসুম লইয়া বঙ্গসূত্রে গ্রথিত করিলাম। রচনাচাতুর্য্য নাই—পরিপাটী হইল না। সুতরাং অন্য কাহাকেও অর্পণ করিতে সাহস পাইলাম না; জানি কি, তিনি অবজ্ঞা করিলেও করিতে পারেন। পরিশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমাকেই প্রণয়োপহার দিলাম। আমার স্থির বিশ্বাস আছে যে, ইহার কোন গুণ না থাকিলেও তুমি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ পরতন্ত্র হইয়া আনন্দের সহিত ইহাকে কণ্ঠে ধারণ করিবে।

তোমার একান্ত

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

কবিবর সেক্ষপীয়রপ্রণীত নাটকগুলির মধ্যে "মার্চ্চ্যান্ট্ অব্ ভেনিস্" একখানি অতি উৎকৃষ্ট রচনা। আমি সেই খানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সুরলতা নামে প্রচারিত করিলাম। মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে যেরূপ আনন্দের উদ্রেক হয়, ইহাতে সেরূপ চিত্তরঞ্জন হওয়া অসম্ভব বলা বাহুল্য মাত্র। তবে যাঁহারা মূলগ্রন্থ পাঠে অক্ষম, ইহা কথঞ্চিৎ তাঁহাদের উপযোগী করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাঙ্গালা পুস্তকে ইউরোপীয় নাম ও উপমা প্রভৃতি বিরূপ বোধ হওয়ায় অগত্যা পরিহার করিয়াছি। ভাষার ব্যত্যয় না জন্মে, মূলের ভাব ও অবয়ব বজায় থাকে, অভিনয়েরও সুবিধা হয়, ইহার জন্য যত্নের ক্রুটী হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে কিরূপ হইল বলিতে পারি না। তবে যাঁহাদের জন্য অনুবাদিত হইল তাঁহাদের অন্ততঃ একজনও পরিতুষ্ট হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ইংরাজী গ্রন্থ পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ করা কত কঠিন, তাহা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন। বিশেষতঃ চলিতভাষা-পূর্ণ নাটকাদির তো কথাই নাই। অবিকল অনুবাদ, অথচ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা—অসম্ভব। পরস্পর রচনাপ্রণালী পৃথক; ভাবমার্গ অনৈক্য; রুচি বিপরীত; রীতিনীতিপ্রকৃতি স্বতন্ত্র;

অলঙ্কারাদি বিভিন্ন; সুতরাং বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিলেও মূলে ও অনুবাদিত গ্রন্থে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য থাকেনা।

অনুবাদ সমাপ্ত হইলে রামবাগাননিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে দেখাই; এবং তিনি প্রীতি প্রকাশ করায় আমি মুদ্রিত করিতে সাহস পাই। নতুবা এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে মুদ্রাঙ্কনকালে কলিকাতাস্থ ফ্রিচার্চ্চ কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন. এবং বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও স্থল বিশেষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা
১ চৈত্র, সম্বৎ ১৯৩৪।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

শূরসিংহ	....	....	কলিঙ্গদেশের রাজপুত্র।
জীমূতবাহন	....	....	সিংহলদ্বীপের রাজপুত্র।
ধর্ম্মশীল	....	....	বিল্বনগরীয় ধনাঢ্য পোতবণিক।
বসন্তকুমার	...	....	ধর্ম্মশীলের বন্ধু।
সুশীল, শরচ্চন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ		....	ধর্ম্মশীল ও বসন্তকুমারের বন্ধুত্রয়।
চন্দ্রশেখর	...	....	বিলাসিনীর করপ্রার্থী।
সোমদত্ত	....	...	অধুনা বিল্বনগরনিবাসী বার্দ্ধুষিক।
রত্নদত্ত	....	....	সোমদত্তের বন্ধু।
সাত্যকে	....	....	সোমদত্তের ভৃত্য।
বৃদ্ধনিধা	....	....	সাত্যকের পিতা।
পেলারাম	....	....	বসন্তকুমারের ভৃত্য।
সাধু, রাম	....	....	সুরলতার ভৃত্যদ্বয়।
সুরলতা	....	....	রত্নাগরনিবাসিনী ধনসম্পন্না কুমারী।
বিরাজ	....	....	সুরলতার সখী।
বিলাসিনী	....	....	সোমদত্তের কন্যা।

অধিরাজ, সভাসদ্‌গণ, কারাধ্যক্ষ, প্রহরীগণ, দর্শকবৃন্দ, ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—বিল্বনগর ও রত্নাগর।

সুরলতা নাটক।

(মহাকবি সেক্ষপীয়র কৃত মার্চ্চ্যান্ট অব্ ভেনিসের অনুবাদ।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিল্বনগর—রাজপথ।

(ধর্ম্মশীল, শরচ্চন্দ্র ও সুশীলের প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। বস্তুতঃ, আমি যে কেন এমন বিমর্ষ হয়েছি, বুঝ্‌তে পাচ্চিনে;—আমায় আক্রান্ত করেছে; তোমরাও এতে বিশেষ কাতর হয়েছ বল্‌চ; কিন্তু কি রূপে যে আমার এ অবস্থা উপস্থিত হলো,—কিসে যে এর উৎপত্তি, আর কিসেই বা নিবৃত্তি,—কেনই বা এমন হলো, তা আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চিনে। বিষাদে আমায় এম্‌নি হতবুদ্ধি করে ফেলেছে যে আমি আমাতে নাই বল্যেই হয়।

শরৎ। আপ্‌নার মন কি আর এখানে আছে? এখন সে সমুদ্রে ভাস্‌চে—যেখানে আপ্‌নার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজগুলি বিশাল পালভরে সম্ভ্রান্তব্যক্তিদের মত সদর্পে অথবা

সমুদ্র-দেবতাদের ন্যায় অকুতোভয়ে চলেছে, আর অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোতগুলির প্রতি এক এক বার ঈষৎ অবনত ভাবে কৃপাকটাক্ষপাত কচ্চে যাহারা বস্ত্রবিরচিত পক্ষ বিস্তার করে বায়ুবেগে তাহাদের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্চে ও তাহাদের দেখিবা মাত্র সসম্ভ্রমে অভিবাদন ও সংবর্দ্ধনা কচ্চে।

সুশীল। তা বই কি! বেস জানুবেন মহাশয়, আমার এমন পণ্যদ্রব্য বাহিরে থাক্‌লে, আমার মন তাতেই পড়ে থাক্‌তো, আর তাহাই আমার চিত্তের প্রধান চিন্তা হয়ে উঠ্‌তো। তা হলে আমি সর্ব্বদা তৃণ উৎপাটন করে বায়ুর গতি নির্দ্দেশ কত্তেম; কোথায় বন্দর, কোথায় বাঁধ, কোথায় নির্ব্বাতস্থান, এই সকল জান্‌বার জন্যে পৃথিবীর মানচিত্র নিয়েই সতত বসে থাক্‌তেম; এবং যে কোন পদার্থে আমার বাণিজ্যদ্রব্যের হানি হবে বলে আশঙ্কা হতো, তাই ভেবে আমি নিঃসন্দেহই বিষণ্ন হতেম।

শরৎ। উষ্ণ দুগ্ধাদি মুখবায়ু দ্বারা শীতল কত্তে গেলে তো আমার কেঁপে জ্বর আস্তো, কেন না, তখনই আমার মনে হতো যে সমুদ্রে একটী ভয়ানক ঝড় হলেই তো প্রতুল!—তাতে কি বিষম বিপদই না উপস্থিত হতে পারে! বালুকাযন্ত্রে সময় দেখ্‌তে গেলেই চর ও পুলিন প্রভৃতির কথা আমার মনে উদয় হতো;—তখনি আমি ভাবতেম যেন আমার জাহাজ সমস্ত বহুমূল্যদ্রব্যসামগ্রী সমেত বালুকায় বসে গেছে এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার উচ্চ শিখরদেশ নিজ সমাধিকে চুম্বন কর্‌বার জন্যে যেন কটিদেশ

অপেক্ষায় অবনত হয়ে পড়েছে। দেবদর্শনে গিয়ে সেই প্রস্তরময় পবিত্র দেবমন্দির দেখিবা মাত্র সমুদ্রস্থ ভয়ানক সাংঘাতিক পর্ব্বত সকল কি আমার মনে পড়্তো না?—যাতে আমার জাহাজ ঈষৎ ঠেক্‌লেই একবারে সর্ব্বনাশ!—তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত গন্ধদ্রব্য জলময় বিকীর্ণ হয়ে যেত এবং সেই নিনাদিত তরঙ্গমালাকে আমার পট্টবস্ত্রে একবারে আবৃত করে ফেল্‌ত—অধিক কি বল্‌বো, এই এখন এত মূল্যবান, পরক্ষণে তার আর কিছুই থাক্‌তো না। এতে কি আমার ভাবনার অবধি থাক্‌তো। এ রূপ দুর্দ্দৈব কল্পনা কর্‌বার আমার শক্তি আছে, আর এরূপ অবস্থা ঘট্‌লে যে আমি বিষণ্ণ হতেম্ কি না, সেটী পরিকল্পনা কর্‌বার কি আমার শক্তি নাই? আমায় ও আর কিছু বলে কষ্টপেতে হবে না; আমি বিলক্ষণ জানি ধর্ম্মশীল কেবল নিজ বাণিজ্যবিষয়ে ভেবে ভেবেই এমন বিমর্ষ হয়েছেন।

ধর্ম্ম। তা মনেও কর্ব্বেন্ না! ভাগ্যক্রমে আমার সে ভাবনা নাই, কেন না, আমার সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্য কিছু একখান জাহাজে বা এক স্থানে পাঠান হয় নাই; আর তা হলেও, বর্ত্তমান সালের লাভালাভের উপর কিছু আমার সমস্ত সম্পত্তি নির্ভর করে না, যে আমি তাই ভেবে ভেবে এমন বিষণ্ণ হবো; সুতরাং বাণিজ্যবিষয়ে আমায় বিমর্ষ করেনি।

শরৎ। তবে আপ্‌নি প্রণয়াশক্ত হয়েছেন।

ধর্ম্ম। ছি, ছি!

শরৎ। প্রণয়াশক্তও নন্? তবে আপনার এ বিমর্ষের কোন কারণই নাই। আপ্নার এ বিষাদ কেবল আনন্দের অভাব মাত্র;—আমরা বলি না কেন, আপ্নি প্রফুল্ল নন্ বলেই এমন বিমর্ষ হয়েছেন। আপনার বিষণ্ণ হতেও যতক্ষণ আর প্রসন্ন হতেও ততক্ষণ; আপ্নি অনায়াসে এখনি হাস্তে পারেন, ন'চ্তে পারেন, আর বল্তে পারেন 'আমি বড় প্রফুল্ল হয়েছি, যে হেতু আমি বিষণ্ণ নই'। পৃথিবীতে যে কত রকম কিম্ভূত কিমাকার লোক আছে, তা বলা যায় না; কতগুলো লোক এমন আছে যে সামান্য কথায় দাঁত ছর্‌কুটে পাগলের মত খিল্ খিল্ করে হেসে গড়াগড়ি যায়; আর কতকগুলোর এম্নি জোদা মুখ যে, কোন কথায় ভীষ্মদেবের হাস্য এলেও প্রাণান্তে তাদের পোড়ার মুখে হাসি বেরয় না।

(বসন্তকুমার, চন্দ্রশেখর ও বিজয়কৃষ্ণের প্রবেশ।)

সুশীল। এই যে আপনাব পরমাত্মীয় বসন্তকুমার বিজয়কৃষ্ণ ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে এদিকে আস্ছেন। নমস্কার মহাশয়! এখন আপনাকে প্রিয়তম বন্ধুর কাছে রেখে বিদায় হলেম।

শরৎ। আপনার একপ প্রিয়তর বন্ধুগণ না এলে, আমি কখনই আপনাকে প্রফুল্ল না করে যেতেম না।

ধর্ম্ম। আমি আপনার গুণের সবিশেষ প্রশংসা ও আদর করে থাকি। আমার বোধ হচ্চে আপনার নিজের

কোন বিশেষ কার্য্য আছে, তাই আপ্‌নি এই অবসরে প্রস্থান কচ্চেন।

শরৎ। (বসন্তকুমার প্রভৃতির প্রতি) নমস্কার মহাশয়, নমস্কার!

বসন্ত। (উভয়ের প্রতি) নমস্কার মহাশয়, নমস্কার! সকলে মিলে আর আমোদ প্রমোদ হবে কবে, বলুন্ না, কবে? আর যে আপনাদের দর্শন পাওয়াই ভার! আমাদের কি একবারে ভুলে গেলেন না কি? ক্রমে যে নিতান্ত অপরিচিতের মতন হয়ে পড়্‌চেন।—তবে কি এখন একান্তই চল্যেন?

শরৎ। আমরা অবসর মত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বো।

[শরচ্চন্দ্র ও সুশীলের প্রস্থান।

চন্দ্র। (জনান্তিকে) বসন্ত বাবু, আপনিতো ধর্ম্মশীলের সাক্ষাৎ পেলেন, তবে এখন আমরা আসি; কিন্তু মধ্যাহ্ন-ভোজনকালীন আমাদের যেখানে পুনরায় একত্র হবার কথা আছে, সেটা যেন আপনার মনে থাকে; দেখ্‌বেন ভুল্‌বেন না।

বসন্ত। সে কি কথা,—তার কি আর অন্যথা হয়!

বিজয়। (ধর্ম্মশীলের প্রতি) মহাশয়! আপনাকে যে বড় ভাল দেখ্‌ছিনি। বিষয়কর্ম্মে আপনি নিতান্ত ব্যাসক্ত; সাংসারিক ব্যাপারে যে যত ব্যাপৃত সে তাতে ততই বঞ্চিত।

যথার্থ বল্‌চি আপ্‌নার আর সে আকার প্রকার নাই,—এখন দেখ্‌লে সহসা চেনা যায় না।

ধর্ম্ম। সংসারকে তো আমি সংসারের মতনই ভেবে থাকি ; এ তো একটী প্রকাণ্ড নাট্যশালা, এখানে প্রত্যেক লোককেই এক এক রকম সাজ সেজে অভিনয় কত্তে হয় ; তা আমার নয় বিষাদেরই সাজ।

বিজয়। আমারও না হয় বিদূষকের সাজ। হেসে খেলে যেন আমার পলিত কেশ, গলিত দন্ত,ও লোলিত মাংস হয়ে পড়ে ; সুরাপানে মাথা গরম্ হয়ে নানা রোগ উপস্থিত হয়, সেও আমার ভাল, তবু যেন ভেবে ভেবে গুম্‌রে গুম্‌রে অন্তঃকরণ শিথিল ও শরীর জীর্ণ শীর্ণ না হয়। শরীরে রক্তের তেজ থাক্‌তে থাক্‌তে লোকে কেন জড়ভরত হোয়ে বসে থাক্‌বে?—কেন জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রিতের ন্যায় কার্য কর্ব্বে?—আর দিবানিশি খুঁৎ খুঁৎ করে গুম্‌রে গুম্‌রে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হয়ে পড়্‌বে? আপ্‌নি এতে মনে দুঃখ করবেন্ না, আমি আপ্‌নাকে আন্তরিক ভাল বাসি, আর সেই ভালবাসা প্রযুক্তই আপ্‌নাকে এত কথা বল্‌চি। কতকগুলো লোক এমন আছে যে তাদের মুখশ্রী বদ্ধজলের মত বিবর্ণ ও সমাচ্ছন্ন। লোকে জ্ঞানী, গম্ভীর, বিচক্ষণ, ও প্রগাঢ়চিন্তাশীল বল্‌বে বলে তারা ইচ্ছা করে মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকে ; তাদের মুখভঙ্গি দেখ্‌লেই বোধ হয় যেন তারা আপনাদিগকে সর্ব্বেসর্ব্বা ও আপনাদের কথাকে বেদবাক্য বিবেচনা করে, আর যখন তারা আপ্‌নারা

কথা কয় তখন যেন আর কেহই কথা কইতে সাহস না পায়, এইটাই তাদের আন্তরিক অভিপ্রায়! কি বল্‌বো মহাশয়, আমি এমন অনেক্‌কেই জানি, তারা কখন কোন কথা কয়নি বলেই লোকের কাছে বিজ্ঞ বলে পরিচিত আছে; কিন্তু আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, তাদের কথা শুন্‌লে পাতক হয়, কেন না, তারা হাঁ কল্যেই তাদের প্রতি এম্‌নি ঘৃণা জন্মে যে তাদের মূর্খ ও নির্ব্বোধ না বলে কেহই ক্ষান্ত হতে পারে না, সুতরাং পরনিন্দাপাপে লিপ্ত হতে হয়। সময়ান্তরে আমি আপনাকে এ বিষয়ে আরও কিছু বল্‌বো। দেখ্‌বেন মূঢ়জনসুলভ সেই অসার প্রশংসার প্রত্যাশায় যে আপ্‌নি এমন বিষণ্ন হয়েছেন, এ যেন আপনাকে দেখে কেউ মনে না করে। এস চন্দ্রশেখর!—তবে এখনকার মত আপনাদের নিকট বিদায় হই; আহারাদির পর আমার এ বক্তৃতার উপসংহার করা যাবে।

চন্দ্র। ভালো, তবে আমরা আপনাদের মধ্যাহ্ন অবধি অবসর দিলাম। আমাকেও একজন ঐ রকম পণ্ডিত হতে হলো দেখ্‌ছি,—বিজয় তো আর আমায় কখন কথা কইতে দেবে না।

বিজয়। ভালো, আরো বছর দুই আমার সঙ্গেতো আগে বেড়াও, তা হলে আর তোমায় নিজের কণ্ঠস্বর জান্তে হবে না।

ধর্ম্ম। নমস্কার মহাশয়, নমস্কার! আমিও এ বিষয়ে পরে কথা কইব।

বিজয়। মহাশয়, এতেই আমি যথেষ্ট আপ্যায়িত হলেম; কুমারীরা স্বভাবতঃ বাচাল বলেই মৌনব্রত কেবল কুলক্ষণা কন্যারই শোভা পায়।

[বিজয়কৃষ্ণ ও চন্দ্রশেখরের প্রস্থান।

ধর্ম্ম। কি হে, কোন নূতন কথা আছে নাকি?

বসন্ত। বিজয় এতও বাজে বক্‌তে পারে, সমস্ত বিল্ব-নগরে অমন্ আর একটী খুজে মেলা ভার। ভুথলে তুষের মধ্যে ডুএকটী ধান্ থাক্‌লে যেমন হয় ওর কথাও ঠিক্ তেম্‌নি—তাতে ডুইএকটী মাত্র সার কথা থাকে; সেই টুটুকু খুজে বের কত্তে হলে তোমায় এখন সারা দিন্‌টে হাত্‌ড়ে মত্তে হবে; আর খুজে পেলেও তোমার পরিশ্রম আনা পোষাবে না।

ধর্ম্ম। ভাল, বল দেখি সে রমণীটী কে যাঁর উদ্দেশে তুমি প্রচ্ছন্নভাবে যাবার মানস করেছ?—আজ তো ভাই তোমার বল্‌বার কথা আছে।

বসন্ত। ভাই ধর্ম্মশীল, তোমার তো কিছুই অগোচর নাই; সম্ভবমত ব্যয় ভূষণ না করে, উচ্চচালে চলে যে আমি সমস্ত বিষয় আশয় নষ্ট করে ফেলেছি, তাতো তুমি সকলই জান। এখন সেই চাল ছোট কত্তে কিছু আমি দুঃখিত নই। তবে কি না, আমিতব্যয়দোষে আমি যে রূপ নানাপ্রকার ঋণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি, এখন যাহাতে

মানে মানে সেই ঋণগুলি হতে মুক্তি পাই, তাহাই আমার প্রধান চিন্তা। ভাই ধর্ম্মশীল, তোমার কাছে আমি সকল বিষয়েই ঋণী আছি—ধনে বল, সৌহার্দ্দে বল, আর যাতেই বল—সুতরাং, যে যে উপায়ে আমি ঐ সকল ঋণ থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা পাচ্চি, সে সমস্ত তোমায় খুলে বল্‌তে আমার কিছুমাত্র বাধা নাই।

ধর্ম্ম। ভাই বসন্ত, তোমায় বিনয় করে বল্‌চি, আমায় তাই খুলে বল। তুমি যেমন সজ্জন সেগুলি যদি তোমার উপযুক্ত সদ্‌যুক্তি হয়, নিশ্চয় জেন আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার ইষ্টসাধনে নির্ম্মুক্ত আছে—ধন, প্রাণ, মান, সম্ভ্রম, প্রভৃতি তোমায় আমার কিছুই অদেয় নাই।

বসন্ত। বাল্যকালে একটী তীর হারালে, তাহা পাবার আশয়ে, আমি পুনরায় আর একটী তীর সমবলে সেইদিকে নিক্ষেপ কত্তেম, আর সেইটী কোথায় পড়ে তাইতে সবিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তেম; পরে অনুসন্ধান করে প্রায় দুইটীই খুজে পেতেম। আমার এই বাল্যপরীক্ষার কথা উত্থাপন করবার কারণ এই যে, আমি যে বিষয়ে প্রস্তাব কত্তে উদ্যত হয়েছি তাহাও সেই বালস্বভাবসিদ্ধ সারল্যে পরিপূর্ণ। আমি তোমার নিকট সম্যক্ প্রকারে ঋণী আছি; আর যা কিছু তোমার নিকট গ্রহণ করেছি, অনবধানবশতঃ স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বোধ যুবকের মত আমি তৎসমুদায়ই অপচয় করে ফেলেছি। কিন্তু যেদিকে তুমি প্রথম শরটী নিক্ষেপ করেছ, যদি দয়া করে সেই দিকে আর একটী শর নিক্ষেপ কর, আমি

নিঃসন্দেহ বল্‌তে পারি, যেহেতু আমি সেই লক্ষ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌বো, যে হয় তোমার দুইটীই খুজে এনে দেব, আর তা যদি নাও পারি, দ্বিতীয়টীতো তোমায় ফিরে এনে দেবই দেব, এবং চিরকালের মত প্রথমটীর জন্যে সকৃতজ্ঞচিত্তে ঋণী থাক্‌বো।

ধর্ম্ম। তুমিত আমায় ভাই বিলক্ষণই জান, তবে কেন স্থূল কথাটী না বলে, বৃথা ঘোরফের করে আমার চিত্তকে আকর্ষণ কর্‌বার আশয়ে মেলা বাজে কথায় সময় নষ্ট কচ্চ? আমি প্রাণপণে তোমার উপকার কত্তে প্রস্তুত আছি, কি না, এ বিষয়ে তুমি সন্দিহান হওয়ায় আমার যত দূর মর্ম্মপীড়া হয়েছে, তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট কল্যেও আমার তত দূর মর্ম্মবেদনা হতো না। বিস্তর বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? এখন তোমার জন্যে আমায় কি কত্তে হবে, আমার দ্বারায় বা তোমার কি হতে পারে, সেইটী কেবল আমায় স্পষ্ট খুলে বল, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।

বসন্ত। রত্নাগরে কোন ধনাঢ্য লোকের একমাত্র কুমারী কন্যা আছেন্। পিতা মাতা লোকান্তর গমন করায় তিনিই তাঁহাদের অতুলধনসম্পত্তির অধিকারিণী হন্। তিনি পরমা সুন্দরী, এমন কি, সুন্দরী কথাটীতে তাঁর রূপলাবণ্যের সম্যক্ ব্যাখ্যা হয় না। তাঁর সদ্‌গুণেরও অবধি নাই। ইতি পূর্ব্বে কয়েকবার নয়নের ভাবভঙ্গি দেখে আমি তাঁর হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব অবগত হয়েছি। তাঁর নাম স্বরলতা; দক্ষরাজ-দুহিতার সর্ব্বাংশেই সমতুল্যা। 'রূপে লক্ষ্মী আর

গুণে সরস্বতী' যদি কাহাকেও বলা যায়, তা হলে এ কথাটী তাঁকেই ভাল সাজে। এই সুবিস্তৃত অবনীমণ্ডলে এমন স্থান নাই যে তাঁর গৌরব-সৌরভে আমোদিত হয় নাই। চতুর্দ্দিক থেকে মহা মহা রাজচক্রবর্ত্তীগণ তাঁর পাণিপীড়নার্থে আস্‌চেন। দ্রৌপদীর রূপগুণে বিমোহিত হয়ে যেমন দেশ দেশান্তর থেকে রাজপুত্রেরা সয়ম্বরস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন; এঁরও রূপ গুণ শুনে সেই রূপ নানাদেশীয় রাজপুত্রগণ ও কত শত ধনঞ্জয়তুল্য বীর পুরুষ কর-প্রার্থনায় উপস্থিত হয়েছেন, এবং রত্নাগর যেন প্রকৃত পাঞ্চাল নগর হয়ে পড়েছে। কি বল্‌বো ভাই ধর্ম্মশীল, যদি আমার তাদের সমকক্ষ হয়ে যাবার সঙ্গতি থাক্‌তো, আমার বেশ মনে নিচ্যে, আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য ও পূর্ণমনোরথ হতে পাত্তেম।

ধর্ম্ম। তুমি তো ভাই জান, আমার যথাসর্ব্বস্ব সমুদ্রে ভাস্‌চে; আমার এখন হাতে টাকাও নাই, আর এমন কিছুই নাই, যাতে সহসা তোমায় আবশ্যকমত টাকা যোগাড় করে দিতে পারি। আচ্ছা—যাও দেখি, চেষ্টা করে দেখ, আমার নামে বিল্লনগরে কত টাকা ধার পাও। তোমাকে রত্নাগরে সুরলতার নিকট পাঠাবার জন্যে আমায় হদ্দ মুদ্দ দেখ্‌তে হবে। যাও দেখি, এখনি যাও, যেখানে পাও দেখ, আমিও দেখ্‌চি; আমার কথাতেই হোক্, আমার নামেই হোক্, আর যাতে পাও দেখ, আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রত্নাগর—স্বরলতার বাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(স্বরলতা ও বিরাজের প্রবেশ।)

স্বর। যথার্থ বল্‌চি বিরাজ, এত অল্পবয়সেই আমার সংসারের প্রতি এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মেছে।

বিরাজ। প্রিয় সখি, তুমি আর ও কথা বলোনা! তোমার আবার ঔদাস্য কিসের? তবে তোমার যে পরিমাণে সুখ যদি তার পরিবর্ত্তে সেই পরিমাণে দুঃখ থাক্‌তো, তা হলে একথা বলা সাজ্‌তো। কিন্তু তাও বলি, বিপুলঐশ্বর্য্যশালী লোকেরও সুখ নাই, আর দীনদরিদ্রেরও সুখ নাই। আমি যা কিছু দেখ্‌তে পাই তাতে এইটীই বিশেষ প্রতিপন্ন হয় যে, নিতান্ত ভোগবিলাসী ব্যক্তি ক্ষুধাতুর দীনহীনের মত কাতর ও বিরক্ত; তাই মধ্যবর্ত্তী লোক হওয়া সামান্য সুখের ও সুকৃতির বিষয় নয়। অপর্য্যাপ্তধনসম্পন্ন লোকেই ত্বরায় বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যাহাদের অবস্থা সচ্ছল তাহারা পরিমাণে অধিক দিন জীবিত থাকে।

স্বর। উত্তম নীতিগর্ভ কথা,—বেস লগ্নমত বলেছ।

বিরাজ। এর মর্ম্ম অনুযায়ী কর্ম্ম কল্যে আরও উত্তম বোধ হবে।

স্বর। মুখে বলা যত সহজ, যদি কাযে করা তত সহজ হতো, তা হলে অতি অকিঞ্চন দীনদরিদ্রের পর্ণ-

কুটীর সকল রাজ অট্টালিকা হোয়ে পড়্তো। যে আচার্য্য আপন উপদেশ অনুসারে কার্য্য করেন তিনিই যথার্থ সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ। আমি অনায়াসে বিশ জন লোককে সদুপদেশ দিতে পারি, কিন্তু আপনার উপদেশমত কার্য্য করে ঐ বিশ জনের মধ্যে পরিগণিত হওয়া সুকঠিন। বুদ্ধিদ্বারায় প্রবৃত্তির শাসনজন্যে নানাপ্রকার নিয়ম নিরূপণ করা যেতে পারে, কিন্তু উদ্ধতমতি কৃত্রিম নিস্তেজঃ নীতিদ্বারায় কখন আবদ্ধ থাকে না। যৌবন রূপ উন্মত্ত শশক সৎপরামর্শের নিশ্চেষ্ট জাল সহজেই উল্লঙ্ঘন করে থাকে। কিন্তু এ রূপ সিদ্ধান্তে আমি আপন পতি মনোনীত কত্তে পারিনে। হায়! মনোনীত করা—আমি ইচ্ছামতে কাহাকেও বরণ কত্তে পারিনে, আর অনিচ্ছা হলেও কাহাকে অস্বীকার কত্তে পারিনে। আমার স্বর্গীয় পিতার বাসনায় আমার বাসনায় কাঁটা পড়েছে। বিরাজ, একি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে আমি কাহাকেও মনোনীত বা অস্বীকার কত্তে পারিনে?

বিরাজ। প্রিয় সখি, তোমার পিতা একজন পরম ধার্ম্মিক লোক ছিলেন; আর সাধুলোকদের মৃত্যুকালে দিব্যজ্ঞান জন্মে; সুতরাং তোমার বিবাহের জন্যে তিনি এই সুবর্ণ রজত ও শীসক নির্ম্মিত তিনটী সম্পুটে যে কৌশল করে গেছেন, সেইটী যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারায় নিরূপণ কত্তে পার্বেন তিনিই তোমায় লাভ কর্বেন, এতে তুমি বেস জেন যিনি তোমায় আন্তরিক ভাল বাসেন তিনি ভিন্ন

অপর কেহই তাঁর সমস্যা পূর্ণ কত্তে পার্‌বে না। আচ্ছা—বল দেখি, এই যে সব রাজপুত্রেরা তোমার কর-প্রার্থনায় এসেছেন, এঁদের কাকে তুমি কেমন ভাল বাস।

সুর। তাদের একে একে নাম করে যাও; তুমি যেমন একে একে নাম কত্তে থাক্‌বে, আমিও অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুণের কথা বলে যাব; তাইতে আমার ভালবাসা বুঝে নিও।

বিরাজ। আচ্ছা—বল দেখি উদয়পুরের রাজপুত্র কেমন?

সুর। আরে সেটাতো একটা অকালকুষ্মাণ্ড; তার মুখে আর কোন কথাইনাই,—দিবানিশি ঘোড়া ঘোড়া করে মরে। নিজে ঘোড়ার পায়ে নাল বাঁধ্‌তে পারে বলে লোকের কাছে গুণপনার পরিচয় দেওয়া হয়। আর ভাই বল্‌বো কি, সে যেন ঠিক একটা কামারের ছেলে!

বিরাজ। আচ্ছা—ইন্দ্র-প্রস্থের রাজপুত্র?

সুর। সে ভাই,একটা কিম্ভূতকিমাকার মানুষ, তার মুখে সদাই চড়া চড়া কথা; শাসানরোগটী বিলক্ষণ আছে। তার ভাবভঙ্গি দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন সে বলে 'আমায় না চাও, তোমার যাকে ইচ্ছা মনোনীত কর'। হাস্যকৌতুকের কথা শুনলে তার পোড়ার মুখে হাসি আসে না। যৌবন কালেই যখন তার এমন বিশ্রী বিষণ্নভাব, তখন সে বৃদ্ধ-কালে নিয়ত বসে কাঁদ্‌বে বই আর কি? আমার একটা বিকটাকার ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিবাহ হয়, সেও ভাল, তবু

যেন এদের দুজনের মধ্যে কারু হাতে না পড়্‌তে হয়। জগদীশ্বর আমায় এ দুজনের হাত থেকে রক্ষা করুন্‌!

বিরাজ। আচ্ছা—উজ্জয়িনীর রাজপুত্র যশোবন্তসিংহ-কে কেমন বিবেচনা কর?

সুর। জগদীশ্বর হাতপা দিয়েছেন, তাই সে মানুষ বলে চলে যাচ্চে! পরনিন্দায় পাপ হয়, তা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু ভাই বল্‌তে কি, উদয়পুরের রাজপুত্র অপেক্ষায় এর ঘোড়া রোগটী অধিক আছে, আর ইন্দ্র-প্রস্থের রাজপুত্র অপেক্ষায় শাসান স্বভাবটীও বিলক্ষণ আছে। এর আবার ঘড়ী ঘড়ী মূর্ত্তি ফেরে; নিজে তো মানুষই নয়, তবু তাতে সকল রকম লোকেরই আভাস আছে। সে চড়ুই ডাক্‌লে নেচে ওঠে, আপনার ছাওয়া দেখ্‌লে অমনি তরবাল খুলে বসে। তাকে বিবাহ করাও যা, আর বিশ রকমের বিশ জনকে বিবাহ করাও তা; সে যদি আমায় আন্তরিক ঘৃণা করে, তাতে আমি তার দোষগ্রহণ কর্‌বো না; কিন্তু সে আমার জন্যে পাগল হয়ে গেলেও আমি তাকে কখন প্রাণান্তেও ভালবাস্‌তে পার্‌বো না।

বিরাজ। আচ্ছা—বিকেনিয়রের যুবরাজ কেমন, তাঁকে কি বল?

সুর। তুমিত জান আমি তাকে কোন কথাই বলিনে; সেও আমার কথা বোঝে না, আমিও তার কথা বুঝিনি। সে বাহ্যিক দেখ্‌তে সুপুরুষ বটে; কিন্তু তা বলে আর কে কোথায় স্বরূপ মাটির মুরদের সঙ্গে বাক্যা-

লাপ করে থাকে? তার আবার পরিচ্ছদ অতি চমৎকার!—গায়ে দশরকমের দশ্‌টা—পায়ে কট্‌কীযুতো, মাথায় কাশমেরী পাগ্‌ড়ী, গলায় বারাণসী উড়নী, কাণে দুটো মোটা মোটা মাক্‌ড়ী; তার আবার ব্যবহার নানান্‌ জাতীয়—ম্লেচ্ছাচার কোথায় লাগে?

বিরাজ। আচ্ছা এঁর প্রতিবাসী গুজ্‌রাটের যুবরাজ কেমন?

সুর। প্রতিবাসীর প্রতি যে রূপ সদ্‌ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তা তো তাঁর বিলক্ষণ আছে; সে দিন তিনি একজন বিকেনিয়রবাসীর কাছে কর্ণমূলে একটী দৃঢ় মুষ্টি খেলেন, আর শপথ করে বল্যেন যে সময় হলে এর প্রতিশোধ দেবেন।

বিরাজ। ত্রিপুরার রাজার ভ্রাতষ্পুত্রকে কেমন বিবেচনা কর?

সুর। প্রাতঃকালে যখন তার সম্পূর্ণ চৈতন্য থাকে তখনই তো তাকে অতি জঘন্য বলে বোধ হয়, আর বৈকালে যখন সুরাপানে মত্ত হয় তখন তো সে জঘন্যের একশেষ। সে ভাল অবস্থায় মনুষ্যের চেয়ে, আর মন্দ অবস্থায় পশুর চেয়ে, অধম। আমি এমন বিপদে কখন পড়িনে; যাতে না আমায় এর হাতে পড়্‌তে হয়, এম্‌নি একটী কৌশল কত্তে হবে।

বিরাজ। যদি তিনি সম্পুট মনোনীত কত্তে চান্‌, আর দৈবাৎ যদি তাইতে কৃতকার্য্য হন্‌, তা হলেতো তোমায়

অগত্যা তাঁর পাণিগ্রহণ কত্তে হবে, না কল্যে তো পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে।

সুর। সেই ভয়েইতো তোমায় এক পাত্র ভাল দেখে মদ বিপরীত সম্পুটের উপর রাখ্‌তে বল্‌চি; বাইরে মদ থাক্‌লে, ভেতরে যম থাকুক্‌না কেন, আমি বেস বল্‌তে পারি সে সেইটাই মনোনীত কর্‌বে—এ লোভ কখনই সম্বরণ কত্তে পার্‌বে না। যেমন করে পারি বিরাজ, আমায় এর হাত থেকে এড়াতে হবে; এমন সুরাশোষককে আমি কখনই বিবাহ কত্তে পার্‌বো না।

বিরাজ। প্রিয়সখি, তোমায় আর এদের কারো হাতে পড়্‌বার ভয় কত্তে হবে না। আমার কাছে তারা মনের কথা খুলে বলেছে। তুমি যদি আপ্‌নার বিবাহের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন না কর, তা হলে তারা সকলে ফিরে যাবে, আর তোমার নিমিত্ত এখানে অপেক্ষা কর্‌বে না।

সুর। আমি যদি বড়ায়ের মত বুড়ী হই আর আমার বিবাহ না হয়, সেও ভাল, তবু পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে কাহারও পাণিগ্রহণ কত্তে পার্‌বো না। যাহোক্ এ কজনের যে এত দুর পর্য্যন্ত বিবেচনা হয়েছে, আমি তাতেই পরম অহ্লাদিত হলেম। এখন এঁরা ভালয় ভালয় দেশে ফিরে গেলে বাঁচি!

বিরাজ। প্রিয় সখি, তোমার পিতার আমলে একজন ক্ষত্রিয় যুবক সুরেন্দ্র সিংহের সহিত কয়েকবার এখানে এসেছিলেন, তাঁর কথা কি তোমার স্মরণ হয় না? তিনি একজন বিলক্ষণ সুধীর, নম্র, জ্ঞানী ও বীর পুরুষ।

স্থর। হাঁ হাঁ! তাঁর নাম বুঝি বসন্তকুমার।

বিরাজ। প্রিয়সখি, আমি যত লোক দেখেছি আমার সামান্য বুদ্ধিতে তিনিই তোমার যোগ্য পাত্র।

স্থর। তাঁকে আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, তিনি তোমার প্রশংসার যথার্থই উপযুক্ত।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

কিরে খবর কি?

ভৃত্য। ঐ রাজপুত্র কজন বিদায় চাচ্চেন। আর সিংহল-দ্বীপের যুবরাজ আজ্ রাত্রে এখানে এসে পৌছবেন, এই সমাচার নিয়ে এক জন দূত এসেছে।

স্থর। এঁদের চার জনকে যেমন মন খুলে বিদায় দিচ্চি, তাঁকে তেম্নি যদি মনখুলে অভ্যর্থনা কত্তে পারি, তাহলেই তাঁর আগমনে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান কর্‌বো। যারে, তুই এগিয়ে যা। এস বিরাজ। এক জন না যেতে যেতেই আর এক জন এসে দ্বারে উপস্থিত।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিল্বনগর—বিপণি।

(বসন্তকুমার ও সোমদত্তের প্রবেশ।)

সোম। তিন্ হাজার টাকা,—ভালো।

বসন্ত। আর মহাশয়, তিন্ মাসের জন্য।

সোম। তিন্ মাসের জন্য,—ভালো।

বসন্ত। আর আপনাকেতো বলেছি, ধর্ম্মশীল এর দায়ী।

সোম। ধর্ম্মশীল এর দায়ী,—ভালো।

বসন্ত। আপ্নি কি টাকাটা দিতে পার্‌বেন? কি বলেন?

সোম। তিন্ হাজার টাকা,—তিন্ মাসের জন্য,—ধর্ম্মশীল দায়ী।

বসন্ত। আপ্নার মন্তব্য কি? এর একটা উত্তর দিন্ না?

সোম। ধর্ম্মশীল এক জন বেস ভাল লোক বটে।

বসন্ত। আপ্নি কি তার বিপরীত কিছু শুনেছেন?

সোম। না না না, তানয়, তানয়; তবে কি না, তাঁকে ভাল লোক বল্‌বার আমার তাৎপর্য্য কি জান, তাঁর দশ টাকা আছে, তিনি হলেই হবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গতিও এখন নাম মাত্র, এই আছে এই নাই। তাঁর একখান্ জাহাজ লক্ষীদ্বীপে আর একখান্ সুমাত্রায় গেছে। বাজারেও শুন্‌লেম যে তাঁর অনেকগুলি জাহাজ এইরূপ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—একখান্ ব্রহ্মদেশে, একখান্ মলয়দ্বীপে। কেবল মেলা জাহাজ শুন্‌লে হবে কি? জাহাজ কাট বইত নয়, আর নাবিকরাও তো মানুষ। স্থলেও ইঁদুর আছে, জলেও ইঁদুর আছে, জলেও দস্যু আছে, স্থলেও দস্যু আছে; এ ছাড়া সমুদ্রে তো সমূহ বিপদেরই সম্ভাবনা—তুফান্ আছে, ঝড়আছে, পাহাড়ে লেগেও মারা যাবার ভয় আছে। কিন্তু যা হোক্ মানুষটা ভাল;—তিন্ হাজার টাকা;—আমি বোধ করি তাঁর খতে টাকা দিলেও দেওয়া যায়।

বসন্ত। আপ্‌নি বেস দিতে পারেন।

সোম। দেওয়া যেতে পারে, কি না, তার আগে বিশেষ তদন্ত জানি; আর আপাততঃ দিতে পার্‌বো, কি না, সেটাও বিবেচনা করি। ধর্ম্মশীলের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয় না?

বসন্ত। তবে যদি আপ্‌নি অনুগ্রহ করে আজ্‌ আমাদের ওখানে আহারাদি করেন তো বড় ভালই হয়।

সোম। হ্যাঁ! তাই আমি তোমাদের সঙ্গে অভক্ষ্য খেয়ে আসি। যাদের ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, হিতাহিত বিবেচনা নাই, অর্থে মমতা নাই, অপব্যায়ী, তাদের পাপগৃহে পাপান্ন গ্রহণ করা আমার কর্ম্ম নয়। আমি এক জাত, তোমরা এক জাত; আমি এক দেশের লোক, তোমরা আর এক দেশের লোক; আমাদের পদ্ধতী এক, তোমাদের পদ্ধতী আর এক; আমি তোমাদের সঙ্গে বেচাকেনা কর্‌বো, কথা-বার্ত্তা কব, যাওয়া আসা প্রভৃতি সকলি কর্‌বো; কিন্তু প্রাণান্তেও একত্র বসে আহারাদি কত্তে পার্‌বো না।—(অন্য-দিকে) কিহে, বাজারের খবর কি?—এ লোকটী কে এদিকে আস্‌চে?

(ধর্ম্মশীলের প্রবেশ।)

বসন্ত। এঁরই নাম ধর্ম্মশীল।

সোম। (স্বগত) বেটা কেমন বকাধার্ম্মিকের মতন আস্‌চে দেখ্‌চ! বেটাকে দেখ্‌লে আপাদমস্তক জ্বলে যায়। বেটা একেত ভণ্ড তপস্বী, দেখ্‌লেই আন্তরিক ঘৃণা জন্মে; তায় আবার এম্‌নি খল যে এখানকার আমাদের সুদের বাজার মাটি

কর্‌বার জন্যে বিনা সুদে লোককে টাকা ধার দিয়ে আপনার জঘন্য উদারতা দেখান্। একবার বাছাধনকে হাতে পাই, তো পূর্ব্বের বিবাদ পাকিয়ে তুলে ওঁর দফা রফা করে দি। উনি আবার আমাদের ঘৃণা করেন; আর বাজারে সকল মহাজনের সমাগম, উনি সেখানে সকলের সমক্ষে আমায় কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন, কত কটুকাটব্য বলেন,—আমার ধর্ম্মগণ্ডা রোজগারকে সুদ বলে যাচ্ছেতাই ব্যাখ্যানা করেন। এবার যদি এঁকে বাগে পেয়ে ছেড়ে দি, তাহলে আমার জীবনে ধিক্!

বসন্ত। বলি সোমদত্ত, আমার কথাটা শুন্‌চ কি?

সোম। আমি এখন আমার কি আছে না আছে, তাই হিসেব কচ্চি। আমার যত দূর স্মরণ হচ্চে তাতে যে এখনি তিন্ হাজার টাকা যোগাড় করে দিতে পারি এমন তো বোধ হয় না। কিন্তু তার আর ভাবনা কি? এখানে রত্নদত্ত নামে আমার একজন স্বজাতীয় ধনবান্ ব্যক্তি আছেন, আবশ্যক হলে তাঁর কাছে পেতে পার্‌বো। আচ্ছা থামুন্ দেখি; আপনার কমাসের জন্যে আবশ্যক?—(ধর্ম্মশীলের প্রতি) আস্তাজ্ঞ হোক্ মহাশয়; জগদীশ্বর মহাশয়ের মঙ্গল করুন্! এইমাত্র আমরা মহাশয়ের কথাই কচ্ছিলুম্।

ধর্ম্ম। যদিচ আমি বৃদ্ধিতে কখন কাহাকে ঋণ দিইও না নিইও না, তথাচ আমার বন্ধুর সহসা প্রয়োজন হওয়াতেই আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। (বসন্তকুমারের প্রতি) তোমার কত টাকা আবশ্যক তা কি এঁকে বলা হয়েছে।

সোম। হাঁ হাঁ, তিন্ হাজার টাকা।

ধর্ম্ম। আর কেবল তিন্ মাসের জন্য।

সোম। হাঁ হাঁ, আমি ভুলে গিছিলুম,—তিন্ মাসের জন্য, উনি এম্‌নি বলেছিলেন বটে। আর মহাশয়ের নামে ঋণপত্র; দেখা যাক্।—কিন্তু শুনন্ দেখি বলি; আমার বোধ হচ্চে আপ্‌নি না বল্যেন যে আমি বৃদ্ধিতে টাকা ধার দিইও না, নিইও না।

ধর্ম্ম। না, আমি কখন এরূপ কার্য্য করিনে।

সোম। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁর অনুজ সহদেব, যাঁর গুণের কথা জগতে বিদিত আছে, তিনি—

ধর্ম্ম। তাঁর কথা এখন কেন? তিনি কি বৃদ্ধি নিতেন?

সোম। না না, বৃদ্ধি নেওয়ার কথা নয়, যাকে আপ্‌নি প্রকৃত বৃদ্ধি বলেন, তা নয়। তবে বলি শুনন্;—সেই সহদেব যাহাতে গোসংখ্যার বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ পটু ছিলেন এবং সুখে আপনাদের গোসংখ্যা বৃদ্ধি কত্তেন, সুতরাং এরূপ কার্য্যে ধর্ম্ম আছে; চুরি যদি না হয়, তবে এতে কোন মতেই অধর্ম্ম নাই।

ধর্ম্ম। এতে তোমার বৃদ্ধির কি প্রমাণ হলো? তোমার টাকা কি গোরুবাছুর নাকি?

সোম। আমি অতশত বুঝিনে; আমার টাকার এর চেয়ে শতগুণে অধিক বৃদ্ধি। কিন্তু আমি যা বলি শুনন্,—

ধর্ম্ম। (জনান্তিকে) বসন্ত, দেখ্‌লে ভো, এ পাষণ্ড নরাধম আপন দুরাচারের প্রতিপোষক বচন ধর্ম্মশাস্ত্র হতে দর্শাতে চায়। দুষ্টলোকে শাস্ত্রবচন দ্বারা আপন দুষ্কর্ম্মকে

সদাচার বলে প্রমাণ কত্তে গেলে ঠিক যেন দুরাত্মার হাস্যমুখের মত দেখায়—মনোহর সুপক্ব অম্র কিন্তু অন্তর গলিত? হায়! চাতুরী ভণ্ডামীর বাহ্যদৃশ্য কি মনোহর!

সোম। তিন হাজার টাকা,—একটী কাঁড়ি টাকা। তিন্ মাস, বারমাসের তিন্ মাস; আচ্ছা সুদটা কত দেখি।

ধর্ম্ম। তুমি দেবে, কি না, স্পষ্ট বল না?

সোম। মহাশয়, আপ্‌নি আমায় কতবার বাজারে বণিক-মণ্ডলীর মধ্যে কত প্রকার অবমাননা করেছেন, আমার টাকার আর সুদের কথা নিয়ে কত কুচ্ছ করেছেন। সহিষ্ণুতা আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম, তাই বিনা ক্ষোভে আমি সে সকল সহ্য করে আস্‌চি? আপ্‌নি যে আমাকে নাস্তিক বলেন,—খুনে বলেন,—কুক্কুর বলে ডাকেন,—গায়ে থুথু দেন্, এ সকল লাঞ্ছনার কারণ কি? আমি আমার নিজস্ব খাটাই বলেই না! ভালো, আপ্‌নি এখন আমার সাহায্য প্রার্থনা কচ্চেন। আচ্ছা আসুন্ দেখি; এখন আপনি আমার কাছে এসে বল্‌চেন 'সোমদত্ত আমাদের টাকা চাই' আপনি আমার গায়ে থুথু দিয়েছেন, আর লোকে কুকুর বেরালকে যেমন ঘৃণা করে আপনিও আমায় তেম্‌নি করেছেন। কোন্ মুখে আমার কাছে টাকা ধার চান্? এখন আপ্‌নার চাই কি?—না টাকা! এখন আপনাকে আমার কি বলা উচিত?—আর না বল্যেও থাক্‌তে পারিনে, বলি কুকুরের কি টাকা থাকে? কুকুরে কি তিন্ হাজার টাকা ধার দিতে পারে?—না আমায় এখন কৃতদাসের-মতন দাঁতে কুটো করে কাঁপতে কাঁপতে ঘাড়

হেঁট করে রুদ্ধশ্বাসে দীনস্বরে বল্‌তে হবে 'ধর্ম্মাবতার আপনি গত বুধবার আমার গায়ে থুথু দিয়েছেন, অমুক দিন আমায় লাথি মেরেছেন, আর অমুক সময়ে আমায় কুক্কুর বলে ডেকেছেন; এই সকল সৌজন্যের জন্য আমি মহাশয়কে এত টাকা ঋণ দিচ্চি, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন্‌?'

ধর্ম্ম। আমি এখনও তেম্‌নি কত্তে প্রস্তুত আছি, তুমি আমায় এই টাকা ধার দিতে চাও, তো তোমায় কিছু বন্ধু ভেবে দিতে হবে না; কেন না, বন্ধুর কাছে আবার কে কোথায় টাকার জঘন্য বৃদ্ধি গ্রহণ করে থাকে? আমায় বরং শত্রু ভেবে দাও, আমি তোমার টাকা নিয়মিত সময়ে দিতে না পারি, তো অম্লান বদনে আমায় বিধিমত নিগ্রহ করো।

সোম। আচ্ছা—দেখুন্‌ দেখি, আপ্‌নি কেমন রেগে উঠ্‌লেন! আমি আপ্‌নার সঙ্গে মিত্রতা কর্‌বো। আপ্‌নি আমার যতদূর অসূয়া ও অপমান করেছেন এবং লজ্জা দিয়েছেন, সে সমস্ত ভুলে যাব,—আর সে সব কথা মনে কর্‌বো না, আপনাকে আবশ্যক মত ঋণ দেব, আর তার জন্য এক কপর্দ্দকও সুদ লব না; কিন্তু আপ্‌নি আমার কথাই শুন্‌বেন না? আমি এই পর্য্যন্ত সদ্ব্যবহার কত্তে পারি।

বসন্ত। হাঁ, এ সদ্ব্যবহার বটে।

সোম। আমি এই পর্য্যন্ত কত্তে পারি;—আপ্‌নি আমার সঙ্গে এক জন মোক্তারের বাড়ী চলুন্‌; সেখানে আপনার নিজ নামে একখান্‌ খত লিখে দিন্‌; আর তাতে কৌতুকস্থলে এইটী লেখা থাক্‌বে যে আপনি অমুক দিন

অমুক সময় অমুক স্থানে যদি সেই খত প্রমাণ সমস্ত টাকা পরিশোধ কত্তে না পারেন, তা হলে আমি আপনার শরীরের একসের মাংস, যে স্থান থেকে ইচ্ছা, কেটে নিতে পার্‌বো।

ধর্ম্ম। আচ্ছা বেস, তাতেই আমি সম্মত আছি; এ হলেও লোকের কাছে বল্‌বো যে সোমদত্তের বিলক্ষণ দয়া আছে।

বসন্ত। না ভাই, আমার জন্যে তোমায় এরূপ ঋণপত্রে স্বাক্ষর কত্তে হবে না; আমি কষ্ট পাই সেও ভাল।

ধর্ম্ম। কেন, তুমি এতে এত ভয় পাচ্ছ কেন? দুমাসের মধ্যেই আমার এর নগুণ টাকার মাল এসে পড়্‌বে।

সোম। হা দুর্গে! এঁরা কি চমৎকার লোক! এঁরা আপনারা যেরূপ অন্যকেও সেইরূপ মনে করেন! আচ্ছা মহাশয়, বলুন্ দেখি, ইনি যদি নিয়মিত সময়ে টাকাটা পরিশোধ কত্তে না পারেন,তা হলে এঁর শরীরের মাংস নিয়ে আমি কি কর্‌বো? তাতে আমার লভ্যটা কি হবে? একসের নরমাংস!—এ কিছু মৎস্যমাংস, মৃগমাংস, মেষমাংস বা ছাগমাংসের মত উপাদেয় বা কৃমতীয় নয়। যথার্থ বল্‌চি, এঁর সঙ্গে কেবল সম্প্রীতি রাখবার জন্যেই এ সদ্ব্যবহার করা; এতে আপ্‌নাদের নিতে অভিরুচি হয়, নিন্; না হয়, প্রস্থান করুন্, আমার আর হাত নাই; দয়া করে কিছু মনে কর্‌বেন্ না।

ধর্ম্ম। বেস আমি তাই লিখে দেব।

সোম। তবে আপ্‌নি এখনি মোক্তারের বাড়ি গিয়ে এই কৌতুকজনক ঋণপত্র প্রস্তুত কত্তে অনুমতি দিন্, আমি ফিরে এসে সমস্ত টাকা ফেলে দিচ্চি। এক-

বার বাড়ীতে হয়ে আসি; একবেটা হাবাতের হাতে সব রেখে এয়েছি, জানি কি, কি হতে কি হয়। আজকাল মানুষকে বিশ্বাস নাই। আপনারা চলুন আমি এলেম বলে।

[সোমদত্তের প্রস্থান।

ধর্ম্ম। তবে শীঘ্র এস। এ বেটার যে ভারী দয়া হে!

বসন্ত। আমায় দুষ্টজনের মিষ্টকথা বড় ভাল লাগে না।

ধর্ম্ম। এস এস, এতে কোন আশঙ্কা নাই; আমার জাহাজ এ খত উত্তীর্ণ হবার এক মাস পূর্ব্বেই এসে পৌঁছবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রত্নাগর—সুরলতার বাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(নেপথ্যে বাদ্য-শব্দ।)

(এক দিক্ হইতে জীমূতবাহনের ও অপর দিক্ হইতে সুরলতা, বিরাজ ও অপরাপর সহচরীগণের প্রবেশ।)

জীমূত। দেখি মম কৃষ্ণবর্ণ করিওনা ঘৃণা।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দেব উজ্জ্বল কিরণে
বিরাজেন যথা নিত্য, তথা মম বাস,—
তাঁর প্রতিবাসী আমি—আত্মীয় স্বজন।
দিয়াছেন দিনমণি নিজ প্রজাগণে

হেন পরিচ্ছদ, যাহে চিহ্নিত সকলে।
অনন্ত তুষার-রাশি সদা সমাবৃত
উত্তর প্রদেশ ; যথা খরকর রবি
না পারে সে হিমপুঞ্জ ভীম-দরশন
দ্রবিতে দিনান্তে নিজ বহ্নিবৎ করে।
আন দেখি তথাকার যুবক রতন
রূপে অনুপম, যেই পরম সুন্দর ;
ক্ষত করি দোঁহে মোরা দেহ নিজ নিজ,
দেখ দেখি গাঢ়তর শোণিত কাহার
তব অনুরাগে প্রিয়ে, তার কি আমার ?
এহেন মূরতি হেরি কত বীরবর
ত্রাসিত অন্তর, নিরন্তর কম্পমান্।
স্বদেশ-কামিনী-কুল—লাবণ্যমণ্ডলী—
করেন গৌরব কত রূপের আমার,
তব সন্নিধানে প্রিয়ে, সত্য কহি আমি।
থাকিলে শকতি কিবা অন্য রূপ ধরি
পরিহরি হেন রূপ আপন ইচ্ছায় !
কভু কি চাহিত চিত ? তবে সুদ্ধ যদি
হরিবারে তব মন, ওলো হৃদেশ্বরী !

সুর। বরি মনোমত বরে বিচারি আপনি,—
স্বচক্ষে বাছিয়া লই যাঁরে ধরে মনে,
নহে মম অভিলাষ। অবলা যুবতী
অতি মন্দমতি, নাহি হিতাহিত জ্ঞান ;

তাহে প্রতিশ্রুত পুনঃ পিতার চরণে।
সম্পুট-কৌশল মম ললাটের লেখা।
যদি না জনক মোরে রাখিতেন বাঁধি
দারুণ অনুজ্ঞা-পাশে,—সঁপিতে তাঁহারে
পূরিবেন যেই জন সম্পুট-সমস্যা
নিজবুদ্ধি-বলে,—তবে ছিল অন্য কথা।
আগত অভাগী লাগি যত যুবরাজ
নাহি দেখি তব সম আর কোন জনে।

জীমূত। শত ধন্যবাদ হেন সৌজন্য কারণ
বরাননে! দয়া করি লয়ে চল মোরে
সম্পুট সমীপে, দেখি কি আছে কপালে!
পরশি এ শিত অসি করি অঙ্গিকার
হত যাহে মদমত্ত যূনানী রাজন,—
যাঁর বাহু-বলে পরাজিত কতবার
শূরশ্রেষ্ঠ সুলেমান্ রণ-বিশারদ,—
পারি বিমুখিতে কাল ভৈরব মূরতি,
বিকট বদন যার করি বিলোকন
ত্রস্ত ত্রিভুবন,—কূটদৃষ্টি ভয়ঙ্কর!—
কোথা হেন বীরবর মেদিনী মাঝারে,
অজেয় জগতে, যার অভয় হৃদয়
না কাঁপে সভয়ে সদা নেহারি আমায়?—
পারি আনিবারে কাড়ি ভল্লুক-শিশুরে,
মাতৃজঙ্ঘা হতে তার, স্তনপান-কালে!—

কি কব অধিক আর! করি কি গণনা
বজ্রনাদ মৃগরাজে, যবে জঠরজ্বালায়
ফেরে আহারের তরে, লোভিতে ললনে
তোমা হেন ধনে? হায়! কি কায এখন
সে সব কথায়! তার নাহি ফল এবে!
ভীম দুর্যোধন যদি পাশা লয়ে হাতে
বসিতেন খেলিবারে করি এই পণ
পাশায় জিনিবে যেই জয়ী সেই রণে,
তবে কি হইত কভু সমূলে নির্ম্মূল
বিপুল এ কুরু-কুল, যবে পঞ্চজন
পাশায় পাণ্ডব হারি গিয়াছিল বন?
কিন্তু দেখ মনে ভেবে ভীম-ভুজ-বলে
ভঙ্গ-উরু কুরুরাজ যান যমপুরে।
বিফল হইতে আমি পারি সেই মত
যাহে কোন হীন জন হইবে সফল।
কে জানে কি আছে ভালে! ভাগ্য অন্ধপ্রায়;
হয়তো কাঁদিতে মোরে হবে আজীবন।

সুর। আপ্‌নি বেস করে বুঝে দেখুন। আপনাকে অগ্রেই শপথ করে বল্‌তে হবে যে যথা সম্পুট নির্দ্দেশ কত্তে না পাল্লে আর কখনও কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ কত্তে পার্‌বেন না।

জীমূত। আচ্ছা তাই হবে। আমায় সেই সম্পুট কটী একবার দেখিয়ে দিন্।

সুর। এখন দেবমন্দিরে শপথ কর্‌বেন চলুন; আহা-রাদির পর এতে প্রবৃত্ত হবেন।

জীমূত। অবশ্য ঘটিবে যাহা আছে এ ললাটে!
যদি দৈবযোগে হই পূর্ণ-মনোরথ
আমার সমান সুখী নাহি ভূমিতলে,
নতুবা অভাগা আমি এভব-ভবনে।

(নেপথ্যে বাদ্য-শব্দ।)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিল্বনগর—রাজপথ।

(সাত্যুকের প্রবেশ।)

সাত্যুকে। ধম্ম মোকে অবিশ্যি এ অলপ্যেয়ে চঁডাল মুনিমের কাছথ্যা পলাতি মতি দিবেক। মোর কাঁধক্যা সয়তান্ চাপছ্যা, সে সুধুই মোকে কয়,—এ সাত্যুকে, এ নিধার-পুৎ সাত্যুকে, এ ভত্রির চাওয়াল সাত্যুকে, তু হিতকে আর থাকুস্‌নে, পলা—পলা। ধম্ম কয় লা; সাবধান্—দেখুস্, ভাল মুনিষ হয়ে একাম করুস্‌নে; দেখুস্ খপরদার, পলানে মতি ছাড়, ও মতি করুস্ নে; পলানির মুয়ে ঝাড়ি দে। ফিরু সয়তান্‌ডা মোরে বুক্ করি পলাতি কয়। সি কয়—পলা, পলা, শিগ্‌গিরু পলা; হিতকে আর

থাকুস্‌নে। ফিন্ধ সুবুদ্ধি মোর হিদ-মাঝারে কয়—সি বিস বড়িড ভাল কোথাই কয়, সি কয়—সাত্যুক,তু ভাল মুনিষের পোলা, ভাল ঘরের ছাওয়াল্, সুবুদ্ধি কমিনের বাছা, পলাস্‌নে; সয়তানড়া বলে পলা; সুবুদ্ধি কয়—পলাস্‌নে। মুই কই—সুবুদ্ধি, পড়ামশড়া দ্যাচ্ছ ভাল; ফেন্ধ সয়তানড়ারে বলি তুমও বল্‌ছ্য ভাল। মুই খ্যানেক কই ইডা বলছ্যা ভাল, খ্যানেক কই উডা বলছ্যা ভাল। সুবুদ্ধির কথাডা শুন্‌তি হলি ত মোকে এ পড়া মুনিমের কাছক্যা থাক্‌তি হয়, উতো নিজউ সয়তান্; আরু তাকর কাছথ্যা পলাতি গেলে মোরে সয়তানেন্ধ কথা শুন্‌তি হয়, মোর সুবুদ্ধিতো বড়িড নিঠুর, সি মোকে চঁডালেন্ধ কাছক্যা থাকতি কয়; সয়তানই মোকে পড়ামশ দ্যাচ্ছে ভাল। মুই হিতকে আরু রব নি, সয়তানেন্ধ কথাক্যাই মুই দৌড় দিনি।

(ডালি মস্তকে বৃদ্ধ নিধার প্রবেশ।)

নিধা। এ মুশয়, সোমদত্তির বাকুল্ কুন্ পথক্যা গ?

সাত্যুকে। (স্বগত) এমা কাড়ি, এত মোর জনমদাতা পিতে গ! মোকে ঠাউর্‌তে লারে; এত চক্ষে ফুলী লয়, এ যে পাথুরী হইছ্যা; দেকি দিনি মোরে ঠাউরে কি লা?

নিধা। এ মুশয়, সোমদত্তির বাকুল কুন্ পথ্‌ক্যা গ?

সাত্যুকে। ইর পর যে বাঁক্ আছেক হে, তাকু ডাইনে মোড় দিবিক; ফেন্ধ যে বাঁক পাবিক তাকু বাঁয়ে মোড় দিউস্; ফেন্ধ যে গুটা বাঁক্ পাবিক তাকু ডাঁড়ও কত্তি হবেক্ নি বাঁও কত্তি হবেক নি, সিধা সি নামোলে সোমদত্তির বাকুল পাবিক।

নিধা। দই মা কাড়ি! সে পথ মুই ঠাউর্‌তি লারবো। আচ্ছা—মুশয়, বল্‌তি পারন্‌ তাৰু কাছক্যা যে গুটা সাত্যুক বলে ছক্‌রা ছ্যাল সে হিভকে আছেক কি লা।

সাত্যুকে। তুকি সাত্যুক বাবুর কথা বলুস্‌? (স্বগত) এই যে মুই; এবার হুজ্যুৎ কর্‌বু; এবার চখির লো বাৰুবেক্‌; তু কি সাত্যুক বাবুর কথা বলুস্‌?

নিধা। লা মুশয়, সি বাবুটাবু লয়, গুটা কাঙালের ছাও-য়াল, তাৰু বাপ্‌পা বড়ডি কাঙাল, কিন্তু মুনিষডা ভাল; আৰু মা কাড়ীর কিপায় আছেক ভাল!

সাত্যুকে। তাৰু বাপ্‌পার কথাকে মোদের কাম কিহে? সি যাহোক্‌ ক্যাম্নে, মোরা সাত্যুক বাবুর কথাই কই।

নিধা। সি মুশয়ের মিতে বটন্‌? বাবুটাবু লয়।

সাত্যুকে। আরে বুড়্‌হো তাই তোরে কই, বল্‌ তু কি সাত্যুক বাবুর কথা বলুস্‌?

নিধা। আগ্‌গা হ মুশয়! মুই সাত্যুকেৰু কথা কই।

সাত্যুকে। আৰু বাপ্‌পা সাত্যুক বাবুর কথা বলুস্‌ লা; সি পড়া কপড়ে কি আছেক? গণক্কাড়ে গণে বল্‌ছ্যা সে মইচে।

নিধা। হা কিষ্ট! সে যে মোর অন্ধির লড়ী।

সাত্যুকে। মুই অন্ধির লড়ী, চালির খুটী, কি কদালির বাট লই? এ বাপ্‌পা মোকে ঠাউর্‌তে লাৰুস্‌?

নিধা। আৰু কি বাপ্‌পা মোর সি দিন আছেক! মুই ঠাউরিতে লারি। হে বাপ্‌পা, তোরি ব্যাগত্তা করি, ঠিক বলুস্‌, মোর ছাওয়াল আছেক লা মইচে?

সাত্যুকে। বাপ্পা মোরে তু ঠাউর্‌তি লারুস্ হে ?

নিধা। মোর পড়া চকি ফুলী হইছ্যা, মুই ঠাউর্‌তি লারি।

সাত্যুকে। হো! তোমারু চক্ থাক্‌লিও মোকে আরু ঠাউ-র্‌তি হয় লা হে! ভাল বুড়হ, মুই তকে তোরু পোলার খবর কই মোকে আশিস্ কর (দণ্ডবৎ হওন); খুন কখনি মেলা দিন ছিপান্ চলেকনি, বড়ক্‌নি আক্ জলার বিটারে ছিপান্ চলে; সত্যি শ্যাষ বারুবেকই বারুবেক।

নিধা। তু মোর ছাওয়াল বলি পত্যয় হয়নি বাপ্পা!

সাত্যুকে। আরু ছিপান্ লয়, মুই তোমারু ছাওয়াল।

নিধা। (সাত্যুকের দাড়িতে হস্তদিয়া) বাপ্পা তোরু কি মচদাড়ি হইছ্যা, মা কাড়ীর কিপায় মোদেরু বুধী বলে যে সি হেলে বলদটা আছেক, তারু লেজেউ এত চুল লাই।

সাত্যুকে। বুধীর ল্যাজ তবেক কি পিছন্‌কে গজাব্যাক; মুই যখনি দ্যাশথে আসি তখনি ত তারু লেজে মোর মচ-দাড়িকে চ্যায়ে চুল ছ্যাল।

নিধা। হা মা কাড়ি! বাছার ত মোর আরু সি গোতর লাই! তোকার মুনিমেরু সাথকে বন্‌ছ্যাক তো? মুই তারু-তরি ই ডালি লাস্‌চ্ছি।

সাত্যুকে। বন্‌ছ্যা ভাল! মুই ইখন্‌কে থাক্‌লে সিনি? সি ঠেটা বিটাকে ডালি দিবেক? তারু মুয়ে চুলর পাঁশ দিবেক! বুকি বাঁশ দিবেক! মোর প্যাটে ভাত লাই, শরীলটে দড়ি হইছ্যা; হ্যা দেক্ মোর কণ্ঠা বারাইছ্যা, হাড় জিড় জিড় কর্‌ছ্যা; বাপ্পা, তু আইচুস দেকি প্রাণডা যুড়ল। আরু ই

ডালি ইখনকে আক্‌জন বসন্ত বাবু আছন, তাক সি দিগে চল; তিনো নপরকে বড়্‌ডি সুখে রাখেক। যদি তাক কাছক্যা লকরি লা পাই ত মুই যিখনকে ছুচোক যাবেক সিখনকে যাব। মোদের বড়্‌ডি ভাগ্যি ভাল্; হ্যা দেক্, তিনি ইখনকেই আস্‌চন; ইঁয়ারে পরণাম কর বাপ্‌পা; মুইউ চঁড়াল যদি সি চঁড়ালির ঘরকে আরু থাকি।

(বসন্তকুমার, পেলারাম ও অন্যান্য অনুচরের প্রবেশ।)

বসন্ত। তুমি এই রকম করগে; দেখ তৎপর করো—খাবার দাবার সব যেন বেলা পাঁচটার মধ্যেই প্রস্তুত হয়, দেরি না হয়। এই চিটিগুলি সব বিলি করগে; চাকরদের পোষাকগুলি দর্‌জীর বাড়ী প্রস্তুত কত্তে দাওগে, আর বিজয়কে শিঘ্র আমার বাসায় আস্‌তে বলগে।

[একজন ভৃত্যের প্রস্থান।

সাত্যুকে। এঁয়ারেই বাপ্‌পা!

নিধা। পরণাম মুশয়; মা কাড়ী মুশয়কে সুখে রাখন্।

বসন্ত। আমার কাছে কি তোমাদের কিছু প্রয়োজন আছে?

নিধা। মুশয়, ই মোর বিটা, বড্ডি কাঙালের ছাত্তয়াল।

সাত্যুকে। মুই কাঙাল ক্যানে, মুই বড় মুনিষ সোমদত্তির নফর; বাপ্‌পা মোকে যা কত্তি বল্‌বেক মুই তাউ কর্‌বো,—

নিধা। এরু চাকরি কত্তি বড়্‌ডি সাধ হইছ্যা মুশয়,—

সাত্যুকে। মোট কথাডা কি জানন্—মুই সোমদত্তির নফর, মোর বাপ্পা যা কত্তি বল্‌বেক মোর তাতউ সাধ।

নিধা। মুশয়, এরু মুনিমে ইতে যেন্ সাপনেউলে;—

সাত্যুকে। কথাডা কি, সি মোকে ভারী দুঙ্কু দেয়, তাই—

নিধা। মোর কাছক্যা টুকচর সামগিগ আছে, মুই মুশয়ের গোড়ক্যা ধরে দি। ই কাঙালক্যা দয়া কত্তি হবেক—

সাত্যুকে। সিধা কথাডা কি মুশয়, ই মোরলাগি, সি—

বস। তোমরা একজনে বলনা; তুমি কি চাও?

সাত্যুকে। মুশয়ের কাছক্যা থাক্‌তি চাই।

বসন্ত। আমি তোমাকে বেস জানি; সোমদত্ত আজ আমাকে তোমার কথা বল্‌ছিল, সে তোমার বিস্তর প্রশংসা কল্যে; তেমন ধনবান্ লোকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করে যদি তুমি আমার মতন দরিদ্রের কাছে থাক্‌তে চাও, তো এস।

সাত্যুকে। মুশই স্থধু টাকা হলিই হয় লা। সোমদত্তির মেলা টাকা দেক্‌লি কি হবেক? মুশয়ের উপর মা কাড়ীর কিপা আছেক।

বসন্ত। বেস বলেছ। যাও বৃদ্ধ, তোমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সোমদত্তের নিকট বিদায় হোয়ে এস; তার পর আমার বাসা তল্লাশ করে যেও। (ভৃত্যদের প্রতি) একে সকলের চেয়ে একটা ভাল দেখে পোষাক দাওগে।

সাত্যুকে। বাপ্পা চলি আয়; মোর আরু লকরি হবেক কি? মোর মুয়েত কখনি রা সরে লি!—ভালো (আপনার কর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) মোর চ্যায়ে যদি পিরথিমীতে আরু লোকের হাতির এমন পষ্টি স্থখের আঁক থাকেক ত মুই কি আর বলি! ই মোর হাতির আঁকটা কি সামান্যি সিধে? ইটই পরমাই! ই ত কয়ডা ব্যার লিখন্ দেকি, আক্‌কুড়ী বোয়ে কি হবেক? মোর তিন চারবের জলি ডুব্বের ফাঁড়া

আছেক, আর আকৃটা মোর ভারী ফাঁড়া আছেক, সিটা বড্ডি হাঙ্গাম—মোর ব্যা রাত্তিরে হাতকে দড়ি দিবেক; আব্দ কড়া সামাণ্যি দুক্কুখে বাঁচবের আঁকউ আছেক! বিধেতা যদ্দি মেয়ে ঠাকুর হয় তবে সি ভাইন্; লয়তো ইত সুখ দিবেক ক্যানে? বাপ্পা মুই চকির পালকে মোর মুনিমের কাছথে বিদিই হয়ে আস্‌তেচ্চি।

[সাত্যকে ও নিধার প্রস্থান।

বসন্ত। দেখ ফেলারাম, এই সকল জিনিস্‌পত্র কিনে নৌকায় রেখে শীঘ্র ফিরে এস; আজ রাত্রে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে হবে। যাও শীঘ্র এস।

ফেলা। যে আজ্ঞা মশায়!

(বিজয়কৃষ্ণের প্রবেশ।)

বিজয়। তোমাদের বাবু কোথায়?

ফেলা। ঐ যে মশাই, তিনি পায়চারি কচ্চেন।

[ফেলারামের প্রস্থান।

বিজয়। নমস্কার মহাশয়!

বসন্ত। কেও বিজয়বাবু যে! নমস্কার! নমস্কার!

বিজয়। আপ্‌নার কাছে আমার একটী যাচ্‌ঞা আছে।

বসন্ত। সেটী বলবার অগ্রেই আমি স্বীকার পেলাম।

বিজয়। মহাশয়ের সঙ্গে আমি রত্নাগর যাবার মানস করেছি; এতে আমায় বিমুখ কত্তে পার্‌বেন না।

বসন্ত। যাবে যেও। কিন্তু ভাই, তুমি বড় মুখর ও স্পষ্টবক্তা—কারো চক্ষুলজ্জা রেখে কথা কও না, এ আমাদের

চক্ষে দূষ্য বোধ হয় না বটে, কিন্তু অপর লোকে তোমায় অতি দুর্ব্বিনীত মনে কত্তে পারে। তোমায় বিনয় করে বল্‌চি সেখানে একটু সাম্‌লে কথাবার্ত্তা কয়ো, দেখ তোমার কথায় যেন লোকে আমাদের পর্য্যন্তও অশিষ্ট মনে না করে, তাহলে আমাদের আশা ভরসা সকলি বিফল হবে।

বিজয়। সেখানে যদি আমি শান্ত ভাব অবলম্বন না করি, বিনয় অনুনয় করে কথাবার্ত্তা না কই, সঙ্গে সঙ্গে মালা-ঝুলি না রাখি, কথায় কথায় সত্য না করি, আর শাস্ত্রকথায় গদ্গদচিত্তে দীর্ঘশ্বাস না ফেলি, এবং সদামুখে "প্রভো তোমার ইচ্ছা" না বলি, আর লোকে বুড়দের তুষ্ট রাখবার জন্যে যতদুর গম্ভীর ভাব ধারণ করে যদি ততদুর নাপারি, তো আমার কথায় আর কখনও প্রত্যয় করবেন্ না।

বসন্ত। আচ্ছা—তাই দেখা যাবে।

বিজয়। তা বলে আজ রাত্রে আর সে কথা নয়।

বসন্ত। সে কি কথা! আজ আরো বিশেষ করে আমোদ আহ্লাদ কত্তে হবে; বন্ধুবান্ধব দশ জন আস্‌বেন, আজকের কথা ছেড়ে দাও। এখন ভাই আসি, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বিজয়। আমিও এখন চন্দ্রশেখরদের ওখানে চল্যেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিল্বনগর—সোমদত্তের বাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(বিলাসিনী ও সাত্যুকের প্রবেশ।)

বিলা। তাই তো তুমি ছেড়ে চল্যে? আমাদের বাড়ী তো নয় যেন নরক—তবু তোমার কথাবার্ত্তায় অনেকটা সময় কেটে যেত। ঐ তোমার জন্যে একটী টাকা রেখেছি, নিয়ে যাও। আর দেখ, রাত্রে তোমাদের ওখানে চন্দ্রশেখরকে দেখতে পাবে, তাঁকে এই চিটিখানি দিও, দেখ গোপনে দিও,—কেউ যেন দেখতে না পায়! তবে এখন এস; আবার বাবা এসে তোমার সঙ্গে কথা কইতে দেখ্‌লে রাগ কর্‌বেন।

সাত্যুকে। পরণাম হই! মোর মুয়ে আর রা সরে লি। মোর ভিতরক্যা যে কি হচ্যেক তা এই চকির জলিই জান্তি পার্‌চন। মুই আসি; চকি লো আরু ধরেক লি।

[সাত্যুকের প্রস্থান।

বিলা। (স্বগত) হায়! একি ঘোর পাপ—মহাপাপী আমি!

জন্মদাতা পিতা যিনি, মরিগো সরমে
দুহিতা তাঁহার বলি দিতে পরিচয়!
জনম ঔরসে যাঁর—এদেহ যাঁহার—
আচরণে নহি কিন্তু সন্ততি তাঁহার।
কর যদি চন্দ্র তুমি প্রতিজ্ঞা পালন,
মিটাই বিরোধ আমি, পাই অব্যাহতি,
পূত করি কলেবর হয়ে তব জায়া।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিল্বনগর—রাজপথ।

(বিজয়কৃষ্ণ, চন্দ্রশেখর, শরচ্চন্দ্র ও সুশীলের প্রবেশ।)

চন্দ্র। দেখ, রাত্রে খাবার সময় সরে পড়ে আমার বাসা হয়ে বেরবো, আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফেরা যাবে।

বিজয়। কই এখনও তো ভাল রূপ যোগাড়ই হলোনা ?

শরৎ। এখনও উল্‌কাবাহীকে বলা হয় নি।

সুশীল। যদি সময়াভাবে যোগাড়ই না হলো, তো এতে হাত না দেওয়াই যে ছিল ভাল।

চন্দ্র। বেলা সবে চাটে বইত নয়, এখনও তো যোগা-ড়ের ছুঘন্টা সময় আছে ?

(পত্রহস্তে সাত্যুকের প্রবেশ।)

কি সাত্যুক, খবর কি ?

সাত্যুকে। এ লিখন্ দেকলেই জান্তি পারবন্।

বিজয়। কি হে, প্রণয়সূচক পত্র বটে !

সাত্যুকে। মুশয়, এখন হুকুম হয় তো, মুই আসি।

চন্দ্র। এখন তুমি কোথায় যাবে ?

সাত্যুকে। সোমদত্তিকে লইতন বাড়ী নেমন্তন কত্তি।

চন্দ্র। এই নাও (অর্থ প্রদান); বিলাসিনীকে বলো যে সে কথার আর অন্যথা হবে না—দেখ, চুপি চুপি বলো !

[সাত্যুকের প্রস্থান।

মহাশয়রা কি এখন প্রস্তুত হবেন? সব যোগাড় হয়েছে।

শরৎ। আমি এখনি চল্যেম।

সুশীল। আমিও এখন চল্যেম।

চন্দ্র। তবে ঘন্টাখানেকের পর বিজয়ের বাসায় যাবেন, আমরা সেই খানেই আছি।

শরৎ। তাই ভাল।

[শরচ্চন্দ্র ও সুশীলের প্রস্থান।

বিজয়। এ চিটিখানা কি বিলাসিনীর বটে?

চন্দ্র। তোমায় এখন তবে সব খুলে বলি। কেমন করে তিনি বাড়ী থেকে বেরবেন, অলঙ্কারাদি কি কি সঙ্গে নেবেন, আর কি রূপ বালকের বেশই বা ধারণ কর্‌বেন, সে সমস্ত এতে লিখে পাঠিয়েছেন। সোমদত্তের যদি কখন সর্ব্বনাশ হয় তো তার কন্যার জন্যেই হবে। চল চিটিখানা পড়্‌তে পড়্‌তেই যাওয়া যাক্। প্রিয়া বিলাসিনী আজ আমার উল্‌কাবাহী হবেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বিল্বনগর—সোমদত্তের বাটীর সম্মুখস্থল।

(সোমদত্ত ও সাত্যুকের প্রবেশ।)

সোম। আচ্ছা—তুই আপ্‌নিই দেখ্‌তে পাবি যে বুড় সোমদত্তে আর বসন্তকুমারে কত প্রভেদ। বিলাসিনি!—আমার কাছে যেমন গাণ্ডে মুণ্ডে খেতিস্, তেমন আর কোথাও

পেতে হয় না!—কই গো, বিলাসিনি!—আর এলোমেলো হয়ে নাক ডাকিয়ে ভোঁস্ ভোঁস্ করে যে ঘুমবে, তারও যো নাই।—কই গো, বিলাসিনি! শুনে যাও।

সাত্যকে। দিদিঠাক্রণ, দিদিঠাক্রণ!

সোম। তোকে আবার কে ডাক্‌তে বল্যে?

সাত্যকে। মুশই কইতন, মুই না বল্যি কত্তি লারি।

(বিলাসিনীর প্রবেশ।)

বিলা। আপ্‌নি কি আমায় ডাক্‌চেন?—কেন গা?

সোম। দেখ, আজ রাত্রে আমার আহারের নিমন্ত্রণ আছে। এই চাবির তোড়াটা নাও। কিন্তু না গেলেও চলে; তাদের সঙ্গে কিছু আমার সদ্ভাব নাই যে না গেলেই নয়; তারা আমার খোষামোদ কচ্চে বইত নয়। তবে কি না, এ লক্ষ্মীছাড়া বেটাদের ঘাড় ভেঙে যত খাওয়া যায়। ঘর-দ্বার রইল মা, দেখো। আমার নিতান্ত যেতে মন নাই; গত রাত্রে টাকার স্বপ্ন দেখে চিত্তটা বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে।

সাত্যকে। মুশই গো! ব্যাগত্তা করি, চলেন; মুশয়েৰ তরি বাবু তীক্ষা করি বসি আছন।

সোম। আমিও তাই ভাবচি।

সাত্যকে। তারা সবই বেঁধে আক্‌টা শল্লা কর্‌চ্যা,—মুই বলবোলি, আজ আতে যদিকিনি আক্‌দল কীত্তুনে দেখ্‌তি পান, ত সেই সি বচড় শোনবারের বারবেলাক্যা মোর নাগ্‌দে যে লো পড়ছ্যাল, তা মিথ্যা হবেক্‌লি। আৰু যে সি মুই আক

দিন সঞ্জ্যা ব্যালায় নষ্টচন্দ দেখছিলু, সি আজ গেল আষাঢ় মাসক্যা ঠিক চাড় বছড় হলো, ভাউ আজ ফলবিকি ফলবিক্।

সোম। কি! আজরাত্রে কীর্ত্তন বেরবে? বিলাসিনি, বলি শুন! সকল দ্বারে চাবি দাও; খোল আর সেই ত্রিভঙ্গ শৃঙ্গের জঘন্য শব্দ কাণে গেলে, দেখ খবরদার, যেন তখন জান্‌লা বেয়ে উঠনা; আর তিলকফোঁটাকাটা সে হাবাতে ভণ্ড বেটাদের কীর্ত্তি দেখ্‌তে যেন জানুলা দিয়ে রাস্তায় মুখটুখ বাড়িও না। বাড়ীর সকলজান্‌লা কবাট বন্ধ রেখো; সে পাপ কোলাহল যেন আমার এ পবিত্র গৃহে প্রবেশ না করে। মা কালীর দিব্য বল্‌চি, আমার খেতে যেতে কোন রূপেই ইচ্ছা নাই। কিন্তু একবার যেতেই হচ্ছে।—ওরে, তুই এগিয়ে যা, বল্‌গে যে আমি এলেম বলে।

সাত্যকে। তবে মুই এগালাম। দিদিঠাক্‌রণ! উ কথা ফ্যালে আক্‌বার ঝর্‌কা দে শুলন;—হিতকে এস্‌ব্যান তিলি, বিলাসিলীর লয়ান মলি।

[সাত্যকের প্রস্থান।

সোম। হ্যাঁগা, ও আবাগের বেটা ভূত বল্‌ছিল কি?

বিলা। কৈ না, খালি বল্যে, দিদিঠাক্‌রণ নমস্কার।

সোম। এবেটা সঙের বিলক্ষণ মায়া মমতা আছে; কিন্তু তা থাক্‌লে কি হবে?—বেটা ভারি রাক্ষস, আবার কাষের সময় পা ওঠেই না; কেবল সারা দিনটে পড়ে মড়ার মতন ঘুমবে। লোকে কথায় বলে, “কাযে কুঁড়ে, ভোজনে ডেড়ে” এ আবার তার বাড়া। বাপের ঠাকুরটীর মতন কেবল বসে বসে

খাবেন, এমন লোকে আমার পোষায় না; তাই তো বেটাকে ছেড়ে দিলাম; আর দিলাম কাকে যার অমঙ্গলেই আমার আনন্দ। দেখ বিলাসিনি, তুমি সব দ্বার বন্ধ করে বাড়ীর ভিতরে যাও; আমি ফিরে এলুম বলে; আর যা যা বলি, কর। সাবধানের মার নাই, এইযে প্রাচীন কথা আছে এতে সুবোধলোকের কখনই বিতৃষ্ণা জন্মে না।

[সোমদত্তের প্রস্থান।

বিলা। বিদায় জনমশোধ! যদি ভাগ্যে থাকে,
আমি হারাইব পিতা, তুমি, দুহিতাকে।

[বিলাসিনীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিল্বনগর—সোমদত্তের বাটীর সম্মুখস্থল।

(ছদ্মবেশে বিজয় ও শরচ্চন্দ্রের প্রবেশ।)

বিজয়। এই তো সেই এঁদো বাড়ী হে! এরি সাম্‌নে তো চন্দ্রশেখর আমাদের দাঁড়াতে বলেছেন।

শরৎ। কই তিনি যে এখন এলেন না?

বিজয়। কি আশ্চর্য্য! তিনি এত বিলম্ব কচ্চেন কেন? লোকে বলে প্রণয়ীরা ঝড়ের আগে দৌড়য়।

শরৎ। প্রণয়-পারাবতেরা প্রথম মিলনে যত ব্যগ্র হয়; পরে তার আর কিছুই থাকে না।

বিজয়। এতো চিরকালই হয়ে আস্‌চে। আহারে বস্‌বার সময় যত আগ্রহ, আহারান্তে কার কোথায় তেমন আগ্রহ

থাকে ? এমন অশ্ব কার কোথায় আছে যে একবার কতক দূর সতেজে দৌড়ে এসে পুনরায় তত বেগে সেই পথ ফিরে আস্‌তে পারে ? পৃথিবীতে যত কিছু পদার্থ আছে, তাদের যত আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করা হয়, ততদূর আগ্রহের সহিত কিছু কখন উপভোগ করা হয় না। কোন সামগ্রী পাবার জন্য লোকে যতটা উৎকণ্ঠিত হয়, পেলে তার কিছুই থাকে না। জাহাজখানি যাবার সময় কেমন চিত্র বিচিত্র!—চারিদিকে ধ্বজাপতাকার শোভাই কত! তখন তাকে আনন্দহিল্লোলে অনীল আলিঙ্গন করে। কিন্তু পুনরায় দেশে ফিরে আসবার সময় লক্ষ্মীছাড়া অমিতব্যয়ীর মতন ফিরে আসে ;—তখন আর তার সে শ্রী থাকেনা, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, বাত্যাহত হয়ে নিতান্ত দীনদরিদ্রের মত ছিন্নবস্ত্র।

(চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।)

শরৎ। এই যে চন্দ্র আস্‌চেন ;—এরপর একথা হবে।

চন্দ্র। আমার আস্‌তে অনেক বিলম্ব হয়েছে, কিছু মনে কর্‌বেন না ; আমি ইচ্ছা করে বিলম্ব করিনে, কার্য্যবিপাকে হয়ে পড়্‌লো। আপনারাও যখন এরূপ চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হবেন আমিও নয় তখন আপনাদের জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা কর্‌বো। আসুন, এগিয়ে আসুন; এই আমার শ্বশুর বাড়ী।—কেগো ভিতরে কে ?

(বালকের বেশে বিলাসিনীর ছাদোপরি প্রবেশ)

বিলা। কেও ? (স্বগত) তোমার কণ্ঠস্বরেই তোমাকে জান্তে পেরেছি; তবু আরো নিশ্চয় করবার জন্তেই জিজ্ঞাসা।

চন্দ্র। তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী চন্দ্রশেখর।

বিলা। (স্বগত) ঠিক চন্দ্রশেখরই বটে, আর যথার্থই আমার প্রণয়ী; আমি জগতে আর কাকে এমন ভালবাসি? (প্রকাশ্যে) এখন আমি তোমার, কি না, তা তুমিই জান।

চন্দ্র। জগদীশ্বর জানেন আর তোমার মনই জানে যে তুমি আমারই।

স্থর। এই বাক্সটা ধর; এ তোমার কষ্ট করে ধরবার উপযুক্ত। এখন রাত্র বলে আমি বড় আনন্দিত আছি, যেহেতু তুমি আমায় ভালরূপ দেখ্‌তে পার্চ্চ না; নহিলে এ পরিচ্ছদে বড় লজ্জিত হতেম। কিন্তু প্রণয় অন্ধ, আর প্রণয়ীরা পরস্পরের সামান্য সামান্য দোষ দেখ্‌তে পায় না; নতুবা স্বয়ং মদনও আমাকে এ বেশে দেখলে লজ্জিত হতেন।

চন্দ্র। এখন নেবে এস; তুমি আমার উল্‌কাবাহী হবে।

বিলা। ধরিব কি আপনার কলঙ্কের বাতি
আপনার হাতে? এত উজ্জল সদাই
আপনা আপনি, খরতর তেজে।
উল্‌কাবাহী যায় কিন্তু দেখাইয়া পথ,
আমার উচিত চলা আঁধার গোপনে।

চন্দ্র। প্রিয়ে! তুমিত বেশ সুন্দর বালকের বেশে পরিচ্ছন্ন আছ। এখন শিঘ্র চলে এস; কারণ রাত্র পলাতিকের মত গোপনে পালাচ্চে। আমাদের আবার এরপর বসন্তকুমারের বাড়ী খেতে যেতে হবে।

বিলা। দাঁড়াও, আমি দ্বারগুলি বন্ধ করে, আর কতক-গুলি টাকা নিয়ে, একবারে তোমার সঙ্গে যাচ্চি।

[বিলাসিনীর ছাদ হইতে প্রস্থান।

বিজয়। আমি দিব্য করে বল্‌তে পারি, এমন কন্যারত্ন কখন সে চণ্ডাল বেটার উপযুক্ত নয়।

চন্দ্র। জগদীশ্বর জানেন, আমি এঁকে কত প্রাণের সহিত ভালবাসি; যদি আমি এঁর দোষগুণ বিচারে সমর্থ হই, তা হলে ইনি পরম জ্ঞানবতী; আমার চক্ষুদ্বয় যদি আমায় প্রবঞ্চনা না করে থাকে, তাহলে ইনি অতি রূপবতী; ইনি নিতান্ত সচ্চরিত্রা তা এর ব্যবহারেই জানা গেছে। এরূপ সুন্দরী, বিদ্যাবতী, পতিপ্রাণা রমণীরত্নকে আমি চিরন্তন স্থিরচিত্তে স্থাপন করে রাখবো।

(বিলাসিনীর নিমদেশে প্রবেশ।)

কৈ, তুমি এসেছ?—চলুন মহাশয়েরা, শিগ্র এগিয়ে চলুন; আমাদের সঙ্গীরা সব আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌-চেন।

[চন্দ্রশেখর, শরচ্চন্দ্র ও বিলাসিনীর প্রস্থান।

(ধর্ম্মশীলের প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। কেও হে?

বিজয়। কেও, নমস্কার মহাশয়! নমস্কার!

ধর্ম্ম। ছি, বিজয় ছি! আর সবাই কোথায়? রাত নটা বেজে গেছে! সকলে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। আজ আর আমোদে কায নাই; অনুকূল বায়ু হয়েছে, বসন্ত-

কুমার এখনি নৌকায় উঠবেন। আমি তোমাদের অন্বেষণে বিশজন লোক পাঠিয়েছি।

উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রত্নাগর—সুরলতার বাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(নেপথ্যে বাদ্যশব্দ।)

জীমূতবাহন, সুরলতা ও সহচরীগণের প্রবেশ।

সুর। দেখ, ঐ যবনিকা তুলে যুবরাজকে সম্পুট তিনটী দেখিয়ে দাও, উনি আপন বিবেচনানুসারে যেটী হয় মনোনীত করুন্।

জীমূত। প্রথমটী কাঞ্চননির্ম্মিত, এতে একটী শ্লোক উৎকীর্ণ রয়েছে ;—

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
বহুজন বাঞ্ছনীয় পাইবেন ধন।

দ্বিতীয়টী রজতনির্ম্মিত, এতে বল্‌চ্যে ;—

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
যথাযোগ্য আপনার পাইবেন ধন।

তৃতীয়টী অতি জঘন্য সীসকনির্ম্মিত, এ দেখ্‌তে ও যেমন বিশ্রী, এতে কথাকটাও তেম্‌নি কর্কশ ;—

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
জীবনসর্ব্বস্ব তাঁরে দিতে হবে পণ।

আচ্ছা আমি যে ঠিকটী বেরকত্তে পাল্যেম, কি না,” তা জানবো কিসে ?

স্থর। এর মধ্যে একটীতে আমার প্রতিমূর্ত্তি আছে, যদি আপনি বুদ্ধিকৌশলে সেইটী নির্ণয় কত্তে পারেন, তা হলে এই দণ্ডেই আমি আপনার সম্পত্তি হব।

জীমূত। জগদীশ্বর যদি সুবুদ্ধি দেন, তবেই! আর ভাবলে কি হবে ? দেখা যাক্; এবার প্রহেলিকাগুলি এদিক্ থেকে পড়ে দেখি। প্রথমে সীসকের সম্পুটে কি বলে দেখা যাক।

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
জীবনসর্ব্বস্ব তাঁরে দিতে হবে পণ।

দিতে হবে পণ—কেন দিতে হবে? জঘন্য সীসকের জন্যে ? এটা বড় ভাল কথা নয়! এতে অতি বিরূপ কথা বল্‌চ্যে। মানুষে যে কপাল ঠুকে যথাসর্ব্বস্ব পণ করে, সে কোন বিশেষ লভ্যের আশয়েই করে থাকে; বিনা লভ্যে কে কোথায় এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। মহৎলোকে কখনই অপকৃষ্ট পদার্থের প্রয়াস করেন না; এই সামান্য সীসকের জন্য আমি কখন যথা সর্ব্বস্ব দেবও না, আর পণও কত্তে পার্‌বনা। রজতের সম্পুটটী তো দেখ্‌তে অতিশয় নির্ম্মল, দেখি এতেই বা কি বলে ?—

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
যথাযোগ্য আপনার পাইবেন ধন।

যথাযোগ্য আপনার? মন! এক্ষণে একটু স্থির হও, আর নিরপেক্ষ হয়ে দেখ দেখি তোমার নিজের যোগ্যতা

কত? নিজের বিবেচনায় তো তোমার যোগ্যতা যথেষ্ট; কিন্তু যথেষ্ট বলায় তুমি সুরলতার যোগ্য, কি না, তার মীমাংসা হলো কই! না—এরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিলেও আমার গৌরবের লাঘব হয়—এ আমার পক্ষে নিতান্ত অযোগ্যতার কথা। আমি যতদূর যোগ্য!—কেন তা হলেইতো হলো। আমিতো সর্ব্বতোভাবে এঁর উপযুক্ত—ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রভৃতি, যাতে বল, আমি তাতেই এঁর যোগ্য পাত্র; আর এ অপেক্ষা অনুরাগেও আমি এঁর যথার্থ যোগ্য। আচ্ছা—আর না দেখে শুনে যদি আমি এইটীই মনোনীত করে বসি তো কি হয়? না—আর একবার সুবর্ণ সম্পুটটীতে কি লিখ্‌চে দেখাই যাক্।

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
বহুজনবাঞ্ছনীয় পাইবেন ধন।

কার না বাসনা বল এমহীমণ্ডলে
লভে হেন রূপরাশি রমণীরতন?
দশ দিশ আঁধারিয়া ধায় জনস্রোত
বন্দিবারে বরবপু এবরবর্ণিনী।
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সম—দেখি কাঁপে হিয়া—
অসীম বালুকাময় ভীম মরুভূমি,
দুর্গম দাক্ষিণারণ্য ঘোর ভয়ঙ্কর,
দিব্য রাজবর্ত্ম জ্ঞান করে রাজকুল
হেরিবারে হেন চারু মধুর মূরতি।

অপার অম্বুধি অতি ভীষণদর্শন,
খেলে যথা দিবানিশি মহা কোলাহলে
সচল অচল সম উত্তাল তরঙ্গ
লক্ষ লক্ষ বীরদর্পে পরশি গগন,
না পারে রোধিতে পথ যত যুবরাজে।
ভাবে তারা সবে যথা মৃদুকল্লোলিনী
কৃশোদরী মন্দাকিনী, এহেন বারিধি !
এই যে সম্পুটত্রয়, একটী মাঝারে
আছে সেই দেবমূর্ত্তি ;—আছে কি সীসকে ?—
পাপ কথা !—পাপ চিন্তা ! কভু কি সীসক
যোগ্য ধরিবারে হৃদে ওপদপঙ্কজ-
রজঃ ?—সম্ভবে কি হেন অপূর্ব্ব রতন
লুক্কায়িত রজত আগারে ?—থাকে কি কখন
হেন ধন স্বর্ণাপেক্ষা ইতর পদার্থে ?
আছে প্রচলিত প্রথা পশ্চিম প্রদেশে,
সুবর্ণ মুদ্রায় আঁকা অপসরা মুরতি ;
হেথায় সুগুপ্ত নয় সুবর্ণ মন্দিরে
সুবর্ণ পালঙ্কোপরি রূপের মাধুরী।
দেহত কুঞ্চিকা মোরে, মম মনোনীত
সুবর্ণ সম্পুট, হবে যা আছে কপালে !

স্বর। এই নিন্ (কুঞ্চিকা প্রদান); এতে যদি আমার প্রতিমূর্ত্তি থাকে তাহলে অদ্যাবধি আমি আপনারই সম্পত্তি।

জীমূত। (সম্পট উদ্‌ঘাটন করিয়া) কি পাপ !—এটা

কি ?—এ যে একটা কঙ্কালমূর্ত্তি দেখ্‌ছি। এতে আবার কি লেখা রয়েছে ; যাহোক্ পড়েই দেখি।

দীপ্তিমান দ্রব্য মাত্র নহেত কাঞ্চন,
সতত শুনেছ তুমি এই সুবচন।
সুবর্ণ সমাধি মধ্যে কীটের আগার।
রূপের আধার নহে গুণের ভাণ্ডার।
ত্যজিল সংসারসুখ কত শত জনে,
মজিল সকলে মম রূপ দরশনে।
বিক্রমে বিশাল যথা বয়সে নবীন,
হতে যদি সেই মত বিচারে প্রবীন,
হেন নিদারুণ লিপি পেতে না কখন ;
পণ্ড হলো শ্রম তব; করহ গমন।

সত্যই হইল পণ্ড, বিফল আয়াস,
বৃথা কেন থাকে তবে জীবনে প্রয়াস !
এখন বিদরে বুক লইতে বিদায়,
হতাশ হইলে লোক হেন দুঃখ পায় !

[জীমূতবাহনের প্রস্থান।

সুর। এ ভাল কথা ! সহমানে পরিত্রাণ পেলেম ! (ভৃত্যের প্রতি) যাও, যবনিকা নিক্ষেপ কর। ওঁর মত সুপুরুষেরা যেন এইরূপই কৃতকার্য্য হন্ !

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

বিল্বনগর—রাজপথ।

(শরচ্চন্দ্র ও সুশীলের প্রবেশ।)

শরৎ। সে কি কথা ? বসন্তকুমার যাবার সময় আমি দাঁড়িয়ে; তাঁর সঙ্গে কেবল বিজয় ছিল। আমি নিশ্চয় জানি সে নৌকায় চন্দ্রশেখর কখনই যায় নি।

সুশীল। রাত্রে সোমদত্ত বেটা এম্‌নি গোলযোগ করে-ছিল যে অধিরাজের নিদ্রা ভেঙে যায়; তিনি আবার সেটার সঙ্গে সেইরাত্রে বসন্তকুমারের নৌকায় অনুসন্ধানে যান্।

শরৎ। তাঁর যেতে বিস্তর বিলম্ব হয়েছিল; তিনি যখন এসে ঘাটে পোঁছন তখন তারা নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সেখানে শুন্‌তে পেলেন যে চন্দ্রশেখর ও বিলাসিনী স্বতন্ত্র নৌকায় গেছে; আর ধর্ম্মশীলও মহারাজকে নিশ্চয় করে বলেন যে বসন্তকুমারের সঙ্গে তারা কখনই এক নৌকায় যায় নি।

সুশীল। সে পাপিষ্ঠ বেটা সে দিন যে করে রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়িয়ে ছিল, আমি ভাই, জন্মাবচ্ছিন্নে তেমন বিশ্রী রকমের কান্নাও কখন শুনি নে;—আমার কন্যা! আমার ধন! আমার—কন্যাধন! এক বেটা বিজাতীয়—নিয়ে পালিয়েছে! আমার কন্যা! কন্যাধন! বিজাতীয়—ধন! দোহাই ধর্ম্ম! দোহাই বিচার! দোহাই অধিরাজ! দোহাই ধর্ম্মাবতার!

শরৎ। আমার কন্যা, আমার ধন বলে চিৎকার কত্তে কত্তে দেশের ছেলে তার পেছু পেছু দৌড়েছিল।

সুশীল। ধর্ম্মশীলের যেন কড়ার মত টাকা দিতে মনে থাকে, সে বেটা এর শোধ নেবেই নেবে।

শরৎ। বেস ভাল কথা মনে করে দিয়েছ। কাল এক জন মহারাষ্ট্রীয়ের মুখে শুনলেম যে কটকের নিকট আমাদের দেশের এক খান জাহাজ বিস্তর দ্রব্যজাত সমেত মারা-গেছে। যখন সে আমায় এ কথা বল্যে তখনি আমার ধর্ম্ম-

শীলকে স্মরণ হলো; আর মনে মনে কত্তে লাগলেম, হে ভগবন্! এ যেন তাঁর না হয়।

সুশীল। একথা তোমার ভাই, তাঁকে বলা উচিত ছিল; কিন্তু হটাৎ আর বলা হবে না; সহসা শুন্‌লে তিনি অত্যন্ত কাতর হবেন।

শরৎ। এমন দয়ালু লোকতো আর হবে না! বসন্তকুমার যাবার সময় বল্যেন কি যে আমি শীঘ্র ফিরে আস্‌তে যত্ন পাব। কিন্তু ধর্ম্মশীল তাতে উত্তর দিলেন—না ভাই, তা করো না; আমার জন্যে তাড়াতাড়ি করে যেন আপন কার্য্যের ক্ষতি করো না; যত দিন না তোমার কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন হয় তত দিন ধৈর্য্য হয়ে থেক। আমি যে সোমদত্তকে ঋণপত্র দিয়েছি, সে কথাকে এখন মনেও স্থান দিও না। সদা প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে থেকো; প্রণয়িনীর সন্তুষ্টির বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হয়ো; আর পরিণয় কার্য্যে যে রূপ ব্যয়ভূষণ আবশ্যক তাহাও আপন সঙ্গতি মত সম্পান্ন করো। এই কথা বল্‌তে বল্‌তে তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হোয়ে এল; তিনি মুখ ফিরিয়ে আপন হস্তদ্বয় প্রসারণ করে এমন গাঢ়তর প্রেমভরে বসন্তকুমারকে আলিঙ্গন কল্যেন, যে তাহা দেখে মনে নিরতিশয় প্রীতির উদয় হলো। পরে উভয়ে অন্তরিত হলেন।

সুশীল। মনে হয়, বসন্তকুমারের জন্যেই যেন তিনি জীবন ধারন করেছেন। এস ভাই, এখন তাঁকে অনুসন্ধান করি; হাস্য কৌতুকে তাঁর মনের দুঃখ লাঘব করিগে চল।

শরৎ। তবে তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

রত্নাগর—স্থরলতার বাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(বিরাজ ও একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

বিরাজ। যাও, শীঘ্র যবনিকা তুলে দাও ; কলিঙ্গদেশের রাজপুত্র অঙ্গিকার করেছেন, তিনি এখানে এলেন বলে।

(নেপথ্যে বাদ্যশব্দ।)

(শূরসিংহ, স্থরলতা ও সহচরীগণের প্রবেশ।)

স্থর। যুবরাজ, এই যে তিন্‌টী সম্পুট দেখ্‌চেন, এর মধ্যে একটীতে আমার প্রতিমূর্ত্তি আছে ; আপ্‌নি যদি সেইটী নির্ণয় কত্তে পারেন, তাহলে এই দণ্ডেই আমাদের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হবে, নতুবা আর একটীও বাক্যব্যয় ব্যতীত আপ্‌নাকে অবিলম্বে এস্থান হতে প্রস্থান কত্তে হবে।

শূর। আমাকে দুইটী বিষয়ে অঙ্গীকার করান হয়েছে ;—প্রথমতঃ যে সম্পুটটী আমি মনোনীত কর্‌বো সেটী ভবিষ্যতে কাহারও নিকট প্রকাশ কত্তে পার্‌বো না ; আর দুর্ভাগ্যবশতঃ যথা সম্পুট নির্ণয়ে অসক্ত হলে জন্মের মতন পরিণয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে অবিলম্বে এস্থান হতে প্রস্থান কর্‌বো।

স্থর। যাঁরা এদাসীর জন্যে এখানে এসেছেন তাঁদের সকলকেই এই দুইটী বিষয়ে অঙ্গীকার কত্তে হয়েছে।

শূর। দেখি কি হয়! স্বর্ণ, রৌপ্য আর জঘন্য সীসক।

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
জীবন সর্ব্বস্ব তাঁরে দিতে হবে পণ।

তোমার এরূপে তো জীবনসর্ব্বস্ব দিতে পারি নে; তা হলে আগে তোমার স্বরূপ হওয়া উচিত। স্বর্ণেরটী কি বলে?—

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
বহুজনবাঞ্ছনীয় পাইবেন ধন।

বহুজন বাঞ্ছনীয়।—বহুজন শব্দে তো এখানে মূঢ়জনসমূহ বুঝাতে পারে,যারা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যেই সহসা বিমোহিত হয়; সামান্য চক্ষে যাহা সুন্দর বোধ হয় তাহারই গৌরব করে থাকে, গুণাগুণ বিচারে প্রয়াস পায় না। বাবুই পাখীতে যেমন ঝড় বৃষ্টির সময় নীড়ের ভিতর হতে বহির্গত হয়ে দুর্ঘটনার পথে এসে বসে, এরাও সেইরূপ বাহ্যিকের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যাহা বহুজনবাঞ্ছনীয় তাহা আমি কখনই মনোনীত কত্তে পারি নে। আমি কি আপামরসাধারণের পথ অনুসরণ করে ইতরলোকদের মধ্যে পরিগণিত হব?—তা কখনই পার্‌বো না। আর একবার রজতসন্নিধানেই যাই, ভাল করে দেখি না কেন সেই বা কি বলে?—

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
যথাযোগ্য আপনার পাইবেন ধন।

এত বেস কথা! সদ্‌গুণ না থাক্‌লে কে কোথায় অদৃষ্টকে ভুগিয়ে খ্যাতি ও প্রতিপ্রত্তি লাভে প্রয়াস পায়? পৃথিবীতে অযথা গৌরব উপার্জ্জনে কেহ যেন সাহস না পান! হায়!

লোকে যদি হীন উপায়ে মান, সম্ভ্রম, পদ, মর্য্যাদা, প্রভৃতি লাভ না কত্তো, আর নির্ম্মলযশোরাশি যদি যশস্বীর গুণরাশির দ্বারায় সঞ্চিত হতো, তাহলে কত শত দীনহীন কিঙ্করে আজ প্রভুদিগের নমস্য হয়ে উঠ্‌তো!—কত শত সম্ভ্রান্ত লোকে আজ্ঞাকারী হয়ে পড়্‌তো!—ভদ্রসন্তানদের মধ্যে কত শত ইতর লোক পাওয়া যেতো! এবং জগতের জঞ্জাল হতেও কত শত মহাপুরুষকে সংগ্রহ করে পুনর্ম্মার্জ্জিত করা যেতে পার্‌তো! আমায় এইটীই ভাল লাগ্‌চ্যে।

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
যথাযোগ্য আপনার পাইবেন ধন।

আমার যোগ্যতা আছে বলে অবশ্যই স্বীকার কত্তে হবে।—এর চাবি কই? এখনি খুলে দেখি অদৃষ্টে কি আছে?

সুর। এতে যা আছে, তা খুলে দেখ্‌বার যোগ্য নয়।

শূর। এটা কি? এ যে একটা কদাকার জড়ের মূর্ত্তি দেখ্‌চি; আবার এতে কি লেখা রহেছে, প'ড়েই দেখি। সুরলতার পক্ষে এটা যতদূর বিরূপ আমার আশার পক্ষেও ততদূর।

মনোনীত করিবেন মোরে যেই জন,
যথাযোগ্য আপনার পাইবেন ধন।

আমি কি একটা কদর্য্য জড়ের মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুরই যোগ্য নই? এই কি আমার পুরস্কার? আমার গুণগ্রামের কি এই যোগ্য মূল্য?

সুর। দোষীই বিচারপতি এবড় বিপরীত কথা!

শূর। এটা কি লেখা রয়েছে?

রজত পরীক্ষা যথা জলন্ত অঙ্গার,
সেই বিচক্ষণ যার অব্যর্থ বিচার।
কায়া ত্যেজে ছায়া ধরে কত শত জন;
অসার তাদের সুখ ছায়ার মতন।
ধরাধামে আছে হেন মূঢ় বহু জন
বাহ্য দৃশ্য মনোহর, ইহাও তেমন।
করহ গ্রহণ তারে যারে হয় মতি,
থাকিব সতত আমি তোমার সংহতি।
বিফল বাসনা তব করহ প্রস্থান;
বৃথা হেথা কেন আর কর অবস্থান?

বিলম্ব করিব হেথা আর যতক্ষণ,
মূঢ় জড় মধ্যে তত হইব গণন।
মূঢ়মতি একে আমি বাঞ্ছি তব কর,
যাবার সময় এবে পেলেম দোসর।
বিদায় হলেম প্রিয়ে! যথা অঙ্গিকার,
নীরবে বহিব আমি নিজ দুঃখ-ভার।

সুর। এইরূপেই পতঙ্গগণ প্রদীপে পুড়ে মরে। হায়! নির্ব্বোধ লোকে সতর্ক হলে কি চমৎকার ফল দর্শে! এরা মনোনীত কত্তে গিয়ে যতই সতর্ক হয়, ততই অনর্থ ঘটে।

বিরাজ। প্রাচীন প্রবাদ কি কখন মিথ্যা হয়? জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ এ বিধাতার নির্ব্বন্ধ—যা আছে তা হতেই হবে।

সুর। বিরাজ যবনিকা নিক্ষেপ কর।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। দিদিঠাকুরণ কোথা গা?

সুর। এই যে; কেন, মহাশয়ের প্রয়োজন কি?

ভৃত্য। বিল্ব-নগর থেকে একজন দুত এসেছে—তার প্রভুর

আগমন বার্ত্তা নিয়ে দ্বারে উপস্থিত আছে। সে বেস উত্তম উত্তম সামগ্রী সওগাদ এনেছে। তার যেমন কথাবার্ত্তা তেম্‌নি সব, এমন ভদ্র দূত কখন দেখিনে! সুরস বসন্তের আগমন বার্ত্তা নিয়ে মাঘমাসে এমন মনোহর দিন কখন আসেনি।

সুর। ঢের হয়েছে! সেতো তোমার কেউ আত্মীয় নয়। তার সুখ্যাত যে আর মুখে ধরেনা। এস বিরাজ, দেখাই যাক্।

বিরাজ। হে ভগবন্! সে যেন বসন্তকুমারের লোক হয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিল্বনগর—রাজপথ।

(সুশীল ও শরচ্চন্দ্রের প্রবেশ।)

সুশীল। কি হে বাজারের খবর কি?

শরৎ। শুন্‌তে পাচ্চি শীলাবতীর নিকট ধর্ম্মশীলের একখান বড় জাহাজ নাকি বিস্তর দ্রব্যজাত সমেত মারা গেছে,—সেটা বড় ভয়ানক চড়া—ভারী সাংঘাতিক স্থান—সেখানে নাকি প্রায়ই জাহাজ মারা যায়।

সুশীল। সত্যমিথ্যা জগদীশ্বরই জানেন্! এ জনরব অনেকটা সত্য। আহা! এমন দয়ালু লোক তো আর হবে না। কিন্তু তাঁর একখান জাহাজ মারা গেছে বইত নয়।

শরৎ। ভগবান্ করুন্, যেন তাই হোক্।

সুশী। আর থাক্ ঐ হাবাতে বেটা আবার আস্‌চে।

(সোমদত্তের প্রবেশ।)

কি গো দত্তজা, ভাল তো ?—বাজারের খবর কি ?

সোম। তাতো তোমরা বেস জান, বিশেষতঃ আমার কন্যার বিষয়।

শরৎ। একথা যথার্থ বটে। যে তার পালাবার পাখা পর্য্যন্ত প্রস্তুত করেছে, তাকে অবধি আমি বিলক্ষণ জানি।

সুশীল। আর দত্তজাও বেস জান্‌তেন যে সে পাখীটীর ডানা উঠেছিল ; আর তাদের ধর্ম্মই এই যে উড়্‌তে শিখ্‌লে বাপ মাকে ছেড়ে যায়।

সোম। তিনি যমালয়ে যান !

শরৎ। তা তোমার মতন বিচারক হলেই হয় !

সোম। আমার শরীরের রক্তমাংসই আমার শক্র ?

সুশীল। আরে বুড় বানর, এত বয়সেই যদি তারা তোর শক্র হলো তো সে রক্ত মাংস বয়ে বেড়াবার প্রয়োজন ?

সোম। আপ্‌নার মেয়ে, শরীরের রক্ত মাংস, তার এই কায ?

শরৎ। অঙ্গারে আর গজদন্তে যত প্রভেদ তোমার মাংসে আর তার মাংসে তত প্রভেদ ; তোমার শোণিতে আর তার শোণিতে এত প্রভেদ যে মসিতে আর আলক্তেও তত প্রভেদ নাই। কিন্তু সে যা হোক্, বল দেখি ধর্ম্মশীলের কোনও জাহাজ সমুদ্রে মারা গেছে, কি না ?

সোম। এই দেখ আমার আবার বিপদের উপর বিপদ ! সেতো সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, সে লক্ষ্মীছাড়ার আর বাজারে মুখ

তোল্‌বার যো নাই; এখন দ্বারের ভিখারী, বাজারে আর সে বেশভূষা করে বেড়ান ঘুরে গেছে; এখন তাঁকে সেই খতটা মনে কত্তে বলো! বড় যে আমায় সুদখোর বল্‌তেন! এখন খতটা একবার দেখ্‌তে বলো! বড় ভদ্রলোক! বিনা সুদে টাকা ধার দেন! এবার খতটা মনে কত্তে বলো!

সুশীল। বলি, তিনি তোমার টাকা না দিতে পাল্যে সত্যই কিছু তুমি আর তাঁর শরীরের মাংস কেটে নেবে না?—তাতেই বা তোমার লভ্য কি?

সোম। টোপ কি কখন বৃথা যায়। এতে কিছু না হয়, শত্রুও তো নিপাত হবে। সে আমায় যৎপরোনাস্তি অপমান করেছে, আর প্রকারন্তরে প্রায় আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতি করেছে; আমার বিপদে হেসেছে, লভ্যে ধীক্কার করেছে, ব্যবসায়ে হস্তারক হয়েছে; আমার বন্ধুকে হতাশ ও শত্রুকে উত্তেজনা করেছে; সমস্তই বিনা কারণে,—আমার অপরাধ কি না—আমি বিদেশী। বলি বিদেশীর কি হাত পা নেই—চোক্ কাণ নেই—না রাগহিংসা নাই? বলি, আমাদেরও রক্ত মাংসের শরীর—আমরাও খেয়েদেয়ে থাকি, অস্ত্রাঘাতে আমাদেরও শরীরে বেদনা হয়, আমরাও শীত গ্রীষ্ম অনুভব করি। আমাদের গায় খোঁচা মাল্যে কি রক্ত পড়ে না?—হাসালে কি আমরা হাসিনে?—বিষ খাওয়ালে কি আমরা মরিনে?—তেম্‌নি আমাদের অনিষ্ট কল্যে কি তার প্রতিশোধ লব না? যখন সকল বিষয়েই আমরা তোমাদের মতন, তখন এতে না হব কেন? তোমাদের মন্দ কল্যে কি তোমরা আমাদের পূজা

কর ?—প্রতিশোধ লও না ? তবে আমাদেরও সহিষ্ণুতা থাকে কই ?—যেমন নিষ্ঠুরতা তোমরা আমাদের শিখাবে, আমরা বরং ততোধিক শিখ্‌বো।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। মশাই, বাবু আপনাদের কি বল্‌বেন বলে একবার বাড়ীতে ডাক্‌চেন।

শরৎ। আমরা তো তাঁর জন্যে সৃষ্টি খুজে বেড়াচ্চি।

(রত্নদত্তের প্রবেশ।)

সুশীল। রাহু কেতু তো একত্র হলেন, এখন শনি প্রবেশ ধল্যেই হয়।

[শরচ্চন্দ্র, সুশীল ও ভৃত্যের প্রস্থান।

সোম। কি হে, আগ্রার খবর কি ? অভাগীর কি কোন সন্ধান পেলে ?

রত্ন। যেখানে তার কথা শুনিছি অম্‌নি সেইখানে দৌড়িছি, কিন্তু কিছুতেই তাকে পেলেম না।

সোম। আর মিছে দৌড়দৌড়ি ! আহা ! কি হীরে খানাই গেল ! কলিঙ্গদেশে দুহাজার টাকায় কিনি। আমার এমন বিপদ কোন পুরুষেও দেখেনি ! এতেই তো থোক্ দুহাজার, এছাড়া আরো কত ভাল ভাল পাথর গেছে। সে সর্ব্বনাশী যে মলে ছিল ভাল ! আমার ধন গেল—মান গেল—সকলি গেল ! অনুসন্ধানের তো ফল এই ! আর এতেও না জানি কত ব্যয় হলো ! উঃ ! ক্ষতির উপর ক্ষতি ! চোরে তো এক সর্ব্বস্ব নিয়েই গেল, আবার চোর ধরবার জন্যেও এত

ব্যয়; ভাই মলো ধর্ম্মই পড়ুক্—তাও না?—প্রতিফলটাও দিতে পাল্যেম না? পৃথিবীর যত বিপদ কি আমারই ঘাড়ে—আর কারো নাই? পোড়া চোকেই যত জল, আর কোথাও নাই।

রত্ন। তা আর নাই! আগ্রায় ধর্ম্মশীলের কথা শুন্‌লেম।

সোম। কি বল্যে! কি বল্যে! তারও বিপদ নাকি?

রত্ন। তার একখান বড় জাহাজ সুমাত্রা থেকে আস্তে আস্তে মারা গেছে।

সোম। যথার্থ নাকি? যথার্থ নাকি? মা কালি, তুমিই সত্য!

রত্ন। আমি কএক জন অবশিষ্ট নাবিকের মুখেই শুন্‌লেম।

সোম। ভাই রত্ন! তোমায় আর কি বলে ধন্যবাদ দেব! বাঃ! সুসংবাদ বটে! কোথায় শুন্‌লে?—আগ্রায়?

রত্ন। শুন্‌লেম তোমার মেয়েও নাকি সেখানে একরাত্রে আশী টাকা ব্যয় করেছে।

সোম। ভাইরে, আমার বুকে তুই শেল মাল্যি। হায়! তবে আর সে টাকা কড়ি কিছুই ফিরে পাব না। একদমে আশী টাকা!—এক এক পণ টাকা!

রত্ন। ধর্ম্মশীলের এবার আর কিছুতেই রক্ষা নাই। সকল বণিকেই বল্‌চ্যে তাঁকে সব কাযকর্ম্ম তুলে দিতে হবে।

সোম। তাইতো চাই! তাইতো চাই! বেটাকে এবার দগ্ধে মার্‌বো, হয়েছে কি?

রত্ন। সেখানে একজন আমাকে একটী আঙুটী দেখালে সেটী দিয়ে নাকি তোমার মেয়ে একটী বানর কিনেছে।

সোম। সে সর্ব্বনাশীর কথা আর মুখে এন না! মুখে এন না! তুমি ভাই,আমায় বড় দগ্ধাচ্ছ। আহা! সেটী আমার সেই নীলী আঙুটী! বনের সমস্ত বানর পেলেও যে আমি তা দিতুম না!

রত্ন। ধর্ম্মশীল এবার নিতান্তই মারা গেল।

সোম। সে কথায় আর কায কি? তুমি একজন রাজ-পুরুষকে ঠিক করে রাখগে; এক পক্ষ পূর্ব্বেই নয় তাকে বলা হলো। টাকা না দিতে পাল্যে বেটার বুকের মাংস কেটে নেবই নেব। এভণ্ড বেটাকে ঠিক কত্তে পাল্যে আমার সকল কাযেরই সুবিধা হয়। যাও ভাই, যাও, এই দণ্ডে ঠিক্ করে এস; আমি ঠাকুরবাড়ীতে আছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রত্নাগর—সুরলতার বাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(বসন্তকুমার, বিজয়, সুরলতা, বিরাজ ও অপরাপর সহচরীগণের প্রবেশ।)

সুর। ক্ষম দিন দুই নাথ! এ মম মিনতি,
পূরিও সমস্যা পরে; জানি কি যদ্যপি
অভাগীর ভাগ্যদোষে বিড়ম্বেন বিধি,
আর না পাইব তব চরণ দর্শন।
কি জানি কহিছে কিবা অন্তরে আমার—
হারাব তোমারে বলি নাহি লয় মনে—

সেতো নহে ভালবাসা।—তবে কি বিরাগ?—
ভিন্ন ভাবে কোথা হৃদে জাগে হেন কথা?
যদি না জানিতে মোরে পার যথা মতে,
তাই সাধ হৃদে দাসী সেবে মাস দুই;
কিন্তু পোড়া নারী মোরা! নারি পরিচিতে—
জানে না যুবতীজন বচনবিন্যাস—
কি ফল ফলিবে বল তব অবস্থানে?
ইঙ্গিতে বলিতে পারি যথার্থ সম্পুট;
হায়! না মজিব কভু মিথ্যা মহাপাপে।
কিন্তু যদি দৈবদোষে না পার পূরিতে
তখন উদিবে হৃদে ছিল মম ভাল
মিথ্যাপাপ, ঘোর হেন মনস্তাপ চেয়ে।
কুটিল নয়ন তব কটাক্ষ সন্ধানে
ভেদিল হৃদয় মম সম দুই ভাগে;
অর্দ্ধ তব—অর্দ্ধ মম—মম অর্দ্ধ তব—
তোমার সমস্ত আমি—আমার সকলি।
হায় কি করাল কাল! আপন সম্পত্তি
না পায় আপনি লোকে! তাই তব ধনে
বঞ্চিত আপনি নাথ! নহে দাসী দোষী;
বিধাতা সাধিল বাদ সময়ের গুণে।
হইল বিস্তর কথা—কথার প্রসঙ্গে,
বাসনা বিলম্বি পোড়া সমস্যা পূরণে।

বসন্ত। দাসেরে আদেশ দেহ, করি নির্ব্বাচন,
সহে না যাতনা আর জীবনে আমার।
সুর। না রহিলে পাপ হৃদে, না হয় যাতনা,
প্রণয়ের সঙ্গে তব আছে কি চাতুরী?
বসন্ত। নাহি অন্য পাপ, সুদ্ধ অশিব সংশয়,—
হারাই তোমারে পাছে এই ভয় মনে।
অনলে সলিলে যদি হয় সখ্যভাব,
তবু না সম্ভবে মম প্রণয়ে চাতুরী।
সুর। আশঙ্কা দাসীর হৃদে, যাতনা জ্বালায়,
কহিলে যে সব কথা পাছে মিথ্যা হয়।
বসন্ত। কহিব সকল পরে যা আছে অন্তরে।
চল এবে লয়ে প্রিয়ে! সম্পুট-সদনে,
দেখি ভাল বুঝে ভালে কি লেখা লিখেছে।
সুর। ওই যে সম্পুট-ত্রয় সম্মুখে তোমার,
আছে মম প্রতিমূর্ত্তি একটী মাঝারে,
বুঝা যাবে ভালবাসা পারিলে বলিতে।
বিরাজ,—তোমরা সবে দাঁড়াও অন্তরে,—
বলগে গায়কে এবে গাহিবারে গান
তানমানলয়ে; যদি বিধি সাধে বাদ,
এস্বরলহরী হবে বিরহ-বিলাপ;
যথা কাল সন্ধ্যাকালে কান্দি মধুস্বরে
চক্রবাক্ চক্রবাকী হয় অন্তরিত;
লোচন হইবে মম সম সরোবর।

যদি জগদীশ ইথে করেন মঙ্গল,
সঙ্গীত-তরঙ্গ-রঙ্গে হবে শুভ-ধ্বনি;
মৃদঙ্গ মুরজ বীণ যথা বাজে সুখে
যবে যুবরাজ অভিষিক্ত সিংহাসনে,—
পুঞ্জে পুঞ্জে প্রজা-পুঞ্জ নমে ভক্তিভাবে।
কিম্বা যথা নৃত্যগীত, আনন্দ উৎসবে,
যায় বর বরারোহে বান্ধি বরবেশ
লভিতে হৃদয়-বাঞ্ছা মহা সমারোহে।
চলিছেন বীরদাপে প্রশান্ত-প্রকৃতি,
যথা বৃকোদর বীর গভীর নিশীথে
বধিতে বিকট বক দুষ্ট নিশাচরে,
রাখিবারে দ্বিজবালা কাল পালা হতে।
যাও ভীমপরাক্রম, যাও বীরকর্ম্মে,
তোমার মঙ্গলে এবে মঙ্গল আমার।
নাহি ভয় হৃদে হায়! বুঝিছেন যিনি;
থর থর কাঁপি আমি হেরি এ সময়ে।

(বসন্তকুমারের সম্পুট চর্চ্চা। নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

ভালবাসা নয়নে কি মনেরি মিলনে?
আদরে কি মধুকরে মরকত রতনে?
লোচন-লালসা, কে বলে ভালবাসা,
পূরে সে পিপাসা, নিরন্তর দরশনে।
মনেরি মিলন, রহে জীবন মরণ,
বাড়ে দিন দিন, যতন-জল-সিঞ্চনে।
দহে সে সতত, যেই রূপ-রাশিরত,
পতঙ্গেরি মত, নয়নেরি প্রলোভনে।

বসন্ত। রূপেগুণে যত কেন হয় না প্রভেদ,
গুণের গরিমা হায়! কে করে কোথায়?
বাহ্য আড়ম্বরে নিত্য মোহিত জগৎ।
দেখ রাজদ্বারে, কোন্ অপরাধ হেন
মহা ভয়ঙ্কর, না লভে মার্জ্জনা,
মধুর বচনে তুষ্ট হলে নরবর?
কোথা হেন গুরু পাপ, নহে সমীচীন,
যদি দ্বিজরাজ দেন শাস্ত্রের বচন?
পষ্ট পাপাচারে দেখ ধর্ম্মের দোহাই!
ভণ্ডামী চাতুরী মাত্রে মুখে ধর্ম্ম-কথা!
কত শত দুরাচারে ধরে ছলিবারে
জটাজুট দীর্ঘশ্মশ্রু সম শূলপাণি
বিভূতি-ভূষিত-কায়, কিন্তু হৃদে কালি,
সৌমমূর্ত্তি সদাশিব তাপস প্রবর!
ব্রহ্মাণ্ডে সকলি দেখ কৃত্রিম সাজনী!
সুচারু চাচর কেশ তরঙ্গ রুচির—
ফণিনী গঞ্জিনী বেণী পৃষ্ঠে বিলম্বিত—
ভুলায় ভামিনীগণ যাহে ত্রিভুবন,
পরমুণ্ড মুণ্ডি লভে কৃত্রিম গরিমা;
যত যে পরিতে পারে ততই গৌরব।
তাই বলি বাহ্যদৃশ্য সম মরিচীকা—
উজ্জ্বল বসনে ঢাকা মায়াবী রাক্ষসী—
সত্যরূপী মায়াজাল কাল কলিকালে—

প্রতারিত হয় যাহে দূরদর্শী জন।
তাইরে মানবঘাতি, সুবর্ণ কাঞ্চন,
নাহি হেরি তোরে, তোর কান্তি মনোহর।
মানুষের শ্রমজলে উজ্জ্বল সতত
বিষদ-বসন তুই, রজত চিক্কণ,
আমি নাহি চাই তোরে। এসহে সীসক,
তোমা করি মনোনীত; বিষণ্ন বদনে,
হেন হীন বেশে তব আকর্ষিছে মোরে;
যা হবার হবে এবে তোমার লাগিয়ে।

সুর। হায়! এতক্ষণে দেহে সঞ্চরিল প্রাণ!
সংশয় চপলনেত্র, হতাশ হুতাশ,
কূট-দৃষ্টি ত্রাস আদি অশিব ভাবনা,—
সবে এবে অন্তর্ধ্যান স্বপন সমান।
সম্বর আনন্দ নাথ! রাখ মম বাণী,
অতি সুখে পাছে দাসী মরে এজীবনে।

বসন্ত। (সীসকের সম্পুট উদ্ঘাটন করিয়া স্বগত)
একি অপরূপ হেরি সম্পুট ভিতরে!
প্রিয়ার মধুর মূর্ত্তি!—অতুল জগতে!—
দেবের দুর্লভ ধন এভব ভবনে!—
যেন দেবী অবতীর্ণা ভগবতী ভবে!
চঞ্চল লোচনদ্বয়,—হেন লয় মনে;
কিম্বা মম চলনেত্রে হইয়া বিম্বিত
চঞ্চল বলিয়া বুঝি হয় অনুমান।

কিবা বিম্ব-ওষ্ঠাধর! সুরভি নিশ্বাসে
ঈষদ্ পৃথক যেন; হায়! কোথা হেন
সুমধুর বাঁধে রোধে মধুর মিলনে!
কি কুহক জানে চিত্রকর চতুরাল!
পেতেছে এ মায়াজাল কেশজাল ছলে,
ধরিবারে নরে, নারে ধরিবারে কভু
এহেন সত্বরে মক্ষিকারে ঊর্ণনাভে।
কেমনে আঁকিল আঁখি অতুল ভুবনে
চিত্রকর?—চিত্তহারা নেত্রহারা যবে
চিত্রিয়া একটী, তবে বল কোন্ মতে
আঁকিল আলেখ্যে দুটী হয়ে দিশাহারা?
হায়! কি বর্ণিব আমি! এবরবরণে।
হেন প্রশংসায় হের হতেছে লাঘব
আলেখ্য-গৌরব, যথা চিত্রপটে তাঁর।
এ কি লেখা, দেখি মম ললাটের লিপি!

বাহ্যিক সৌন্দর্য্যছটা করিয়া হেলন,
বুঝিয়া প্রেমের মর্ম্ম করিলে মনন;
ভাগ্যবশে যদি শেষে পেলে হেন ধন,
সন্তোষ মানসে থেক, হের না নূতন।
নিজে চরিতার্থ এতে যদি মনে মান,
যদি আপনাকে তব হয় সুখী জ্ঞান,
তবে তব প্রিয়া প্রতি ফিরায়ে বদন,
অধিকার কর দিয়া চুম্ব আলিঙ্গন।

হাতে লয়ে ঋণপত্র এসেছি সঙ্গতি,
আদান প্রদানে প্রিয়ে! কর অনুমতি।
দুজনে যখন যুঝে পুরস্কার তরে,

সবে ভাল বলে যারে, সে ভাবে অন্তরে।
শুনি সে প্রশংসা-ধ্বনি, উচ্চ সাধুবাদ,
বিরস বদনে মনে গণয় প্রমাদ ;
নেহারে সংশয়নেত্রে সদা চারিধারে,
ভাবে এ প্রশংসা বুঝি না করে তাহারে।
শত গুণে হেন শঙ্কা জাগে মম মনে
ভাবি সত্য নহে বুঝি যা দেখি নয়নে।
যতক্ষণ প্রাণপ্রিয়ে! না কর স্বীকার,
ততক্ষণ নাহি যাবে সন্দেহ আমার।

স্থর। হের না স্বচক্ষে নাথ! কি দশা আমার।
নাহিক বাসনা মম আপনার তরে
বাড়িতে আপনি ; কিন্তু সাধ হৃদে সদা
সেবে দাসী তব পদ হইয়া শতধা।
বাড়ি শত গুণে রূপে ; লক্ষ গুণে, ধনে ;
কেহ কভু নাহি যেন পায় মম অন্ত,—
রূপে, গুণে, ধনে, মানে, সম্পত্তি, সহায়ে,
সেবিবারে নাথ! তব চরণরাজীব।
কি আছে আমার কিন্তু, অবলা বালিকা,
নাহি বিদ্যাবুদ্ধিবল ; ভরসা কেবল
ওপদ-পঙ্কজ ; দাসী সঁপে আত্মমন।
তুমি মম হর্ত্তা কর্ত্তা, গুরু জ্ঞানদাতা ;
শিখিব শিখাবে যাহা কৃপা করি মোরে ;
এখন সময় মম আছে শিখিবার,

নহে জন্ম হীনকুলে না পারি শিখিতে।
সকলি তোমার এবে যা আছে আমার!
আমি তব চিরদাসী যদি দয়া করি
না ঠেল ও রাঙা পায় আপনার গুণে।
অধিনী এতেক দিন ছিল অধিশ্বরী
এ পুরীর; দাসদাসী সকলি আমারি;
এবে সেই পুরী, দাসদাসী, নিজে দাসী,
সকলি তোমারি। নাথ! ধর এ অঙ্গুরী,—
বুঝিব যখন তুমি হারাবে ইহারে,
কিম্বা উপেক্ষিয়া কভু করিবে অন্তর,
তখন তোমার হৃদে নাহি অনুরাগ।

বসন্ত। না সরে বচন প্রিয়ে! তব কথা শুনি;
দেখাবার হোতো যদি দেখাতেম চিরি
হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত বহিছে প্রবল।
যথা যবে নরপাল মধুর বচনে
তোষেন প্রজারে, ঢালি বক্তৃতা-লহরী,
বিস্ময় অস্ফুট ধ্বনি করে তারা সবে—
চারিভিতে হুলাহুলি, আনন্দ উচ্ছাস—
কিন্তু নাহি অর্থ তার, অব্যক্ত তথাপি
ব্যক্ত, সেই মত মম উথলে আনন্দ-
উৎস হৃদয় মাঝারে, না যায় কথন।
যখন অঙ্গুরী প্রিয়ে! ছাড়িবে এ হাত,
তখন জানিও মম নাহি দেহে প্রাণ।

বিরাজ। (নিকটে আসিয়া) দম্পতীর জয় হোক্‌!

বিজয়। আপ্‌নারা অভিলাষ মত আনন্দ করুন্‌! আমি বেস জানি আপনারা কিছু আমায় ফেলে আনন্দের অভিলাষ কর্‌বেন না। এই সুযোগে আমারও কেন বিবাহ হোক্‌ না!

বসন্ত। পাত্রী স্থির হয়ে থাকে, সে তো আনন্দেরই কথা।

বিজয়। এক যাত্রায় পৃথক ফল! আপ্‌নার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল, আপ্‌নারও যে দশা আমারও সেই দশা। আপনি কর্ত্রীর অনুরাগী, আমি সহচরীর। বিলম্বের কথা,—তা উভয় পক্ষেই সমান। আপনারও যে সমস্যা, আমারও সেই সমস্যা। মহাশয়! বল্‌বো কি, উপাসনা কত্তে কত্তে প্রাণান্ত, তবে দয়া হলো—কথা দিলেন, যদি কথা কথার কথা না হয়—যে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হলে আমারও হবে।

সুর। বিরাজ, এ কথা কি সত্য?

বিরাজ। (লজ্জাবনত মুখে) হাঁ প্রিয় সখি; যদি তোমার না কোন আপত্তি থাকে।

বসন্ত। বিজয় তুমিও কি আন্তরিক বল্‌চো?

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ!

বসন্ত। এর চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি হতে পারে! এতে আমি আপ্‌নাকে চরিতার্থ জ্ঞান কর্‌বো।

বিজয়। এঁরা কে এখানে আস্‌চেন?—চন্দ্রশেখর আর বিলাসিনী না? আমার পরম বন্ধু সুশীলও যে দেখ্‌চি!

(চন্দ্রশেখর, বিলাসিনী ও সুশীলের প্রবেশ।)

বসন্ত। প্রিয়ে! অনুমতি হয় তো স্বদেশীয় বন্ধুদের অভ্যর্থনা করি।

সুর। সে কি কথা!—তার আবার জিজ্ঞাসা কি?

বসন্ত। আস্তাজ্ঞ হোক্!—সব ভাল তো?

চন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ! এখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার অভিপ্রায় ছিল না, রাস্তায় সুশীলের সঙ্গে দেখা হয়, উনি সঙ্গে আনবার জন্য বিস্তর অনুরোধ কল্যেন, আমিও আর না বল্‌তে পাল্যেম না।

সুশীল। ধর্ম্মশীল এঁকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন বলে আমি সঙ্গে করে এনেছি। (বসন্তকুমারকে পত্র দান।)

বসন্ত। বন্ধু কেমন আছেন আগে শুনি, পরে পত্র দেখ্‌ছি।

সুশীল। শারীরিক তো আছেন ভাল, তবে মনের কথা কেমন করে জান্‌বো। আর ভালই বা বলি কিসে? এ পত্রেই সব সবিশেষ জান্‌তে পার্‌বেন।

বিজয়। এস ভাই সুশীল; নমস্কার! দেশের সব মঙ্গল তো? বলি, বণিকরাজ ধর্ম্মশীল আছেন কেমন? আমাদের কার্য্যোদ্ধার হয়েছে শুন্‌লে তিনি বড়ই সুখী হবেন। এবার ভাই, অর্জ্জুনের মত লক্ষ্য ভেদ করে বসে আছি।

সুশীল। তিনি এযাত্রার রক্ষা পেলে আনন্দের বিষয় বটে।

সুর। (স্বগত) এতে অবশ্যই কোন অশুভ সমাচার আছে, নহিলে জীবিতেশ্বরের বদনকমল এমন মলিন হবে

কেন ? হয় তো কোন প্রাণের বন্ধু মারা গেছেন, নতুবা পৃথি-বীতে এমন কি অশুভ ঘটনা আছে যাতে ধৈর্য্যশীল পুরুষের মন এত কাতর হতে পারে ? একি ! ক্রমে যে আরো কাতর হতে লাগ্‌লেন। (প্রকাশ্যে) নাথ ! আপনি এত বিষণ্ন হলেন কেন ? আমি আপনার অর্দ্ধাঙ্গ, সুতরাং এ পত্রের শুভাশুভেরও অর্দ্ধেক ভাগী।

বসন্ত। প্রিয়ে ! আর বল্‌বো কি, এমন অশুভ সমা-চার কখন লিপিবদ্ধ হয় নি। তোমায় পূর্ব্বেই তো বলেছি যে আমার সদ্বংশে জন্ম বটে, কিন্তু আমার কিছু মাত্র সঙ্গতি নাই। আমি স্বার্থসাধনের জন্য প্রাণের বন্ধুকে শত্রুর হস্তে ন্যস্ত করেছি; এ পত্র তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। এর প্রত্যেক শব্দই যেন রক্ত উদ্গীরণ কর্চ্চে। আচ্ছা—সুশীল, সত্যই কি সমস্ত জাহাজ মারা গেছে ?—এক খানাও ফেরেনি ? —এত গুলো জাহাজের কি একখানাও সেই সাংঘাতিক পর্ব্বত হতে পরিত্রাণ পায় নি ?

সুশীল। আজ্ঞা না মহাশয় ! আর তদ্ব্যতীত এখন তিনি টাকা দিতে পার্‌লেও সোমদত্ত নেবে না। এমন দুর্ব্বৃত্ত লোক কখন দেখিনে ; মনুষ্য শরীরে যে এত দ্বেষ আছে তা স্বপ-নেও জান্‌তেম না। সে বেটা দিবারাত্র অধিরাজকে "বিচার বিচার" করে বিরক্ত কচ্চে—আর লোকের কাছে বলে বেড়াচ্চে যে এ দেশে বিচার নাই। যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোকে তাকে সতত অনুনয় বিনয় কচ্চেন ; কিন্তু সে কিছুতেই নিরস্ত হচ্চে না ; এমন কি, অধিরাজ নিজে তাকে কত প্রকারে বুঝিয়েছেন তা

সে কিছুতেই বর্গ মান্‌চে না। সে যে সেই "বিধিমত বিচার চাই" ধরে বসেছে তা আর ছাড়তে চায় না।

বিলা। আমি জানি তিনি কয়েক জন আত্মীয়ের নিকট সপথ করে বলেছেন যে খতের বিশগুণটাকা পেলেও নেবেন্ না; ধর্ম্মশীলকে নষ্ট করাই তাঁর অভিপ্রায়। আমি বেস বল্‌তে পারি অধিরাজ তাঁকে বল পূর্ব্বক নিরস্ত না কল্যে, ধর্ম্মশীলের আর কিছুতেই নিস্তার নাই।

সুর। এই বিপন্ন ব্যক্তিই কি আপনার পরম বন্ধু?

বসন্ত। কেবল আমার পরম বন্ধু বলে নয়, এমন দয়ালু লোক আর হবে না; সদনুষ্ঠানে সতত তৎপর; লোকের সঙ্গে সৌজন্যই কত! আর্য্যগৌরব যদি কিছু থাকে তো তাঁতেই আছে।

সুর। তিনি সোমদত্তের কত টাকা ধারেন?

বসন্ত। সবে তিন্ হাজার,—তাও আমার জন্য।

সুর। এই বই তো নয়! যান্ তাকে ছহাজার দিয়ে মিটিয়ে ফেলুন্‌গে, তাতে না হয়, বার হাজার দিন্, তাতেও না হয় আঠার হাজার দিন্‌গে। আপনার এমন সুহৃদের জন্যে আমি এতে তৃণজ্ঞানও ক্‌রবোনা। এখানকার কর্ত্তব্য শেষ করে ত্বরায় বিল্বনগর যান্, কেন না, অসুখে যে আপনি এখানে থাকেন, তা আমার বাসনা নয়। এটী মেটাতে যদি বিশগুণ টাকা লাগে তাতেও আমি প্রস্তুত আছি; কিন্তু তাঁকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বেন, এখন পত্রখানা একবার আমায় শুনিয়ে বন্ধুগণের সঙ্গে মিষ্টালাপ করুন্‌গে।

(বসন্তকুমারের পত্রপাঠ।)

প্রিয় বসন্ত !

আমার পোতসমূহ জলমগ্ন হইয়াছে; উত্তমর্ণেরা এক্ষণে নিতান্ত উৎপীড়ন করিতেছে; আমার বর্ত্তমান অবস্থা অতি মন্দ; সোমদত্তের টাকা পরিশোধ করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং জীবনাশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছি। যদি চরমকালে যারেক দর্শন দাও, তাহা হইলেই তুমি আমার সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু আপনার সুবিধা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিও। তোমার নবপ্রণয়িনী যদি তোমায় এখানে আসিতে অনুমতি না দেন তাহা হইলে এ পত্র পাঠে আসিবার যত্ন পাইও না।

সুর। প্রাণনাথ! শীঘ্র কার্য্য সমাধা করে যাত্রা করুন্।

বসন্ত। প্রিয়ে! আমার যাওয়ায় যখন তোমার সম্মতি আছে, আমি ত্বরাই কার্য্য শেষ কচ্চি। কিন্তু প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমার আহার নিদ্রা বন্ধ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিলুনগর—রাজপথ।

(সোমদত্ত, শরচ্চন্দ্র, ধর্ম্মশীল ও কারাধ্যক্ষের প্রবেশ।)

সোম। (কারাধ্যক্ষের প্রতি) তুমি একে দেখো! আমায় আর দয়ার কথা বলো না; এই নির্ব্বোধই লোককে বিনা সুদে টাকা ধার দিতো;—তুমি একে সাবধান।

ধর্ম্ম। দত্ত মশাই! আমার কথাটাই শুনন্।

সোম। আমি নেজ্য প্রাপ্য চাই; এ খত ছাড়া আমায় কোন কথাই বলো না; আমি খতমত কার্য্য কর্‌বো বলে

শপথ করেছি। মনে করে দেখ দেখি, তুমি আমায় অকারণ কুকুর বল্‌তে, তা এবার কুকুরের বিষ দেখ্‌তে পাবে। রাজা ধর্ম্মমত বিচার কর্‌বেন বলেছেন। (কারাধ্যক্ষের প্রতি) কি আশ্চর্য্য! তুমি তো ভারী নির্ব্বোধ দেখ্‌চি, তুমি এর কথায় ভুলে এত দূর একে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ। এ! এত নরমলোক কিছু ভাল নয়।

ধর্ম্ম। আমি বিনতি করে বল্‌চি, আমার কথাটাই শুনন্।

সোম। আমি খতমত কার্য্য কর্‌বো; তোমার আর একটা কথাও শুন্‌তে চাই না; আমায় তেমন নির্ব্বোধ পাওনি যে তোমাদের মিষ্টি কথায় ভিজে যাব; আমায় আর কোন মহাপ্রভুকে ভোচোঙে ভুলাতে হয় না! তেমন মন রাখিনে যে তোমার কান্নায় গলে যাব; আমার সঙ্গে আর এস না; আমি তোমার আর কোন কথাই শুন্‌তে চাইনে।

[সোমদত্তের প্রস্থান।

সুশীল। উঃ! এমন নৃশংস লোক তো কখন দেখিনি!

ধর্ম্ম। দাও, ওকে যেতে দাও; আর ওর পেছু পেছু হেঁই হেঁই করে যাব না। ও আমায় বিনষ্ট কত্তে সংকল্প করেছে; আর তার সবিশেষ কারণও জানা গেছে; ওর সুদের পীড়ন হতে নাকি আমি অনেক লোককে বাঁচিয়েছি, তাই ওর আমার উপর এত মর্ম্মান্তিক আক্রোশ।

সুশীল। আমি বেস বল্‌তে পারি অধিরাজ কখন এতে অনুমতি দেবেন না।

ধর্ম্ম। অধিরাজ কখনই অবৈধ কার্য্য কত্তে পারেন না; তা

হলে আমাদের দেশের বিচারের প্রতি বিদেশীয়েরা দোষারোপ কর্‌বে যে, আর আমাদের দেশের বাণিজ্যেরও বিশেষ হানি হবে। তবে তুমি ভাই এখন এস। চিন্তায় আমায় এম্‌নি করে ফেলেছে যে বোধ হয় কাল আর ওকে মাংস কেটে নিতে হবে না। (কারাধ্যক্ষের প্রতি) তবে এখন চল যাই। ঈশ্বর-কৃপায় বসন্ত শীঘ্র এসে পৌঁছন তো মনের সকল ক্ষোভই মিটে যায়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রত্নাগর—সুরলতার বাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

(সুরলতা, বিরাজ, চন্দ্রশেখর, বিলাসিনী ও সাধুর প্রবেশ।)

চন্দ্র। (সুরলতার প্রতি) সম্মুখে বলা নয়, পবিত্র বন্ধুত্বের মর্ম্ম যে আপনি বিলক্ষণ জানেন তা আপনার এই প্রিয়-বিরহ স্বীকার পাওয়াতেই বুঝা গেছে। কিন্তু কাকে আপনি এতদূর সম্মান কচ্চেন, কতবড় ভদ্রলোককে আপনি সাহায্য কচ্চেন, আর তিনি আপনার পতির কতদূর আত্মীয়, তা যদি জান্‌তেন, আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, এতে আপনি অবশ্যই শ্লাঘা জ্ঞান কত্তেন; সচরাচর সদাচারে সে রূপ আত্মপ্রসাদ কোনমতেই সম্ভাবিত নয়।

সুর। সদনুষ্ঠানে আমার কখনই ভার বোধ হয় নি, আর এখনতো হবেই না। যাঁরা সতত একত্র বসবাস করেন,—পরস্পরের সহিত প্রণয়পাশে বাঁধা,তাঁদের মনের ঐক্য আছে,

আচার ব্যবহারে সাদৃশ্য আছে ও প্রবৃত্তি নিবৃত্তিও প্রায় সমান। ধর্ম্মশীল ও আমার পতি পরমবন্ধু, সুতরাং উভয়ে একচিত্ত, অভিন্নহৃদয় এবং অভিন্নাত্মা বলে আমার ভাবা উচিত; যখন তাই হলো, তখন তাঁর রক্ষার জন্যে যা ব্যয় কত্তে স্বীকার পেয়েছি, তা ফলে কত অকিঞ্চিৎকর! আর একথার আবশ্যক নাই, এতে এক প্রকার আত্মপ্রশংসা হয়ে পড়ে। আপনাকে একটী কথা বলি শুনুন্; যত দিন না আমার স্বামী প্রত্যাগত হন্ তত দিন এখানকার কর্ত্তৃত্বভার আপনার হাতে অর্পণ কল্যেম। আমি ইত্যবসরে বিরাজকে সঙ্গে লয়ে নির্জ্জনে দেবার্চ্চনা কর্‌বার সংকল্প করেছি। এই গ্রামের দুই ক্রোশ অন্তরে এক শিবমন্দির আছে আমি সেইখানে থেকে ব্রত উদ্যাপন কর্‌বো। বোধ হয়, তোমার এতে কোন আপত্তি নাই, আর থাক্‌লেও অগত্যা এটী কত্তে হচ্চে।

চন্দ্র। সে কি কথা! আপ্‌নার আদেশ শীরোধার্য্য।

সুর। আমার লোকজন সকলেই আপ্‌নাদের সেবায় নিযুক্ত রইল; এখন তবে দিন কতকের জন্যে বিদায় হলেম্।

চন্দ্র। শুভচিন্তাও শুভক্ষণ যেন আপ্‌নার সঙ্গ না ছাড়ে।

বিলা। আপ্‌নি যেন মনের আনন্দে থাকেন।

[চন্দ্রশেখর ও বিলাসিনীর প্রস্থান।

সুর। দেখ সাধু, এই পত্র খানি নিয়ে শীঘ্র বিদ্যাপুরে যাও, আর আমাদের আত্মীয় রঘুনাথ শিরোমণির হাতে দিও। আর তিনি যা দেবেন নিয়ে তৎপর আমাদের খেয়া ঘাটে

এস। শীঘ্র বেরিয়ে পড়, আর দেরি করো না; আমরা তোমার অগ্রেই সেখানে চল্যেম।

সাধু। যে আজ্ঞা, আমি যাব আর আসবো।

[সাধুর প্রস্থান।

সুর। এস বিরাজ, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে; চল না আমরাও বিচারস্থলে যাই, দেখি তাঁরা কি করেন।

বিরাজ। তাঁরা যদি দেখ্‌তে পান?

সুর। দেখ্‌তে পাবেন কিন্তু এম্‌নি পরিচ্ছদে যাব যে চিন্‌তে পার্‌বেন না। এম্‌নি পুরুষের বেশে বেরবো যে কার সাধ্য জান্তে পারে? গম্ভীর ভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলে চল্‌বো, বয়স্তা স্বরে কথা কব। অমুক রমণী আমায় বড় ভাল বাসে, অমুক রমণী আমার জন্যে মারা গেছে, ইত্যাকার রচনা করে অনর্গল মিথ্যা বল্‌বো। এখন চলে এস; গাড়িতে সব কথা হবে; বাগানধারে গাড়ী প্রস্তুত; অদ্যই দশ ক্রোশ পথ যাওয়া চাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রত্নাগর—উদ্যান।

(সাত্যুকে ও বিলাসিনীর প্রবেশ।)

সাত্যুকে। সত্যি কবক্ তাকফি? বাপ্পাক পাপে বিটীর গতি হয় লি। মুই কার্‌কোর জালিলা; মোর কথাকে মনে ঢুক্কু করোলি;—বলি, আপ্‌নাক পরকাল্ গ্যাছেক। কিন্তুন্ আক্‌নো আক্‌টা হদিশ আছেক—লা—তাউ হল লি।

বিলা। সেটী কি তোমায় বল্‌তে হবে।

সাত্যকে। মনে করেন 'মুই সোমদত্তির বিটী লই।'

বিলা। শুদ্ধ মনে কল্যে হবে কি?

সাত্যকে। ভাউ বটে! তাতেউ থাকেক্‌ লি।

বিলা। কেন স্বামীর ভাগ্যে স্বর্গ পাব—আমি তো আর পিতৃগোত্রে নাই।

(চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।)

চন্দ্র। দেখ, তুমি এমন আড়ালে কথা কয়ো না বল্‌চি।

বিলা। এত ঢঙ্‌ কে শেখালে?

চন্দ্র। আমরা আহারে যাচ্চি; সব প্রস্তুত কত্তে বলগে।

[সাত্যকের প্রস্থান।

প্রিয়ে! বল দেখি, এখন আছ কেমন?—স্বরলতাকে তোমার কি বিবেচনা হয়?

বিলা। তাঁর গুণের কথা মুখে বলা যায় না। এখন বসন্তকুমার ধর্ম্মপথে থাকলেই পরম সুখের বিষয়। এমন স্ত্রীরত্ন থাকলে পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ হয়; কিন্তু বুঝে না চল্যে তাঁর ইহকালও নাই—পরকালও নাই। স্বরলতার মত রূপবতী ও গুণবতী রমণী ভূমণ্ডলে অতি বিরল।

চন্দ্র। কিন্তু প্রিয়ে বল্‌তে কি, বসন্তকুমার যেমন পত্নী পেয়েছেন, তুমিও তেম্‌নি পতি পেয়েছ।

বিলা। এতেও কেন আমার মত জিজ্ঞাসা কল্যে না?

চন্দ্র। আচ্ছা তা এর পর হবে, এখন চল আহারে যাই; তখন যত সাধ বলো আমি সব পরিপাক করে ফেল্‌বো।

বিলা। ভাল তখনি তোমার গুণগান করা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিল্বনগর—ধর্ম্মাধিকরণ।

(অধিরাজ, ধর্ম্মশীল, বসন্তকুমার, বিজয়, সুশীল, পারিসদ্‌বর্গ ও দর্শকবৃন্দের প্রবেশ।)

অধি। কৈ, ধর্ম্মশীল কি এস্থলে উপস্থিত আছেন ?

ধর্ম্ম। আজ্ঞা হাঁ! ভবদীয় রাজশ্রীর সম্মুখীন্ আছি।

অধি। আমি তোমার নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত হয়েছি। বাদী একজন নিতান্ত নির্দ্দয় লোক; তার শরীরে দয়ার লেশ মাত্রও নাই।

ধর্ম্ম। আমি শুনেছি অধিরাজ দাসের জন্য বিস্তর যত্ন পেয়েছেন; কিন্তু সে কিছুতেই এ নৃশংস কার্য্যে বিরত হচ্চে না। যখন সে ব্যক্তি আমার প্রাণনাশে কৃতসংকল্প হয়েছে এবং নিস্তারেরও কোন উপায় নাই, তখন ধৈর্য্যই আমার এক মাত্র অবলম্বন। তার যতদূর ইচ্ছা নিগ্রহ করুক্ আমি অকাতরে সমস্ত সহ্য কর্‌বো।

(সোমদত্তের প্রবেশ।)

অধি। একে আমাদের সম্মুখে দাঁড়াতে স্থান দাও। দেখ সোমদত্ত, ভাবতীয় লোকে অনুমান কর্চ্চেন যে তুমি এখন

যতদূর বিদ্বেষভাব দেখাচ্চ বিচারান্তে ততোধিক দয়া প্রকাশ কর্‌বে। এ ব্যক্তি যে রূপ বিপন্ন, নিগ্রহ করা দূরের কথা, এই হতভাগ্য বণিকের দুঃখে দুঃখিত হয়ে, বোধ হয়, তুমি মূলধনের অর্দ্ধেক পর্য্যন্তও ক্ষমা কর্‌বে। ইহার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখ্‌লে নিতান্ত পাষাণহৃদয় বর্ব্বরের অন্তঃকরণেও দয়ার সঞ্চার হয়। আমরা তোমার নিকট সদুত্তর প্রত্যাশা করি।

সোম। অধিরাজকে তো আমার মন্তব্য নিবেদন করেছি। আমি খতমত কার্য্য কত্তে প্রতিশ্রুত আছি, অন্যথা কল্যে অধিরাজেরই অপযশ হবে। আপ্‌নি জিজ্ঞাসা কত্তে পারেন যে টাকা না নিয়ে নরমাংস নিতে চাচ্চি কেন? তার উত্তর এই যে আমার অভিরুচি। গৃহে মূষিকের উপদ্রব হলে তাদের নষ্ট কর্‌বার জন্যে যদি আমি দশ হাজার টাকা ব্যয় করি, তাতে অন্যের আপত্তি কি? এমন লোক আছে যে তারা সামান্য বিড়াল ডাক্‌লে লাপিয়ে ওঠে, তৈলপায়িকা দেখ্‌লে মূর্চ্ছা যায়—তার কি বলুন্ না? এও সেইরূপ—কোন কারণ দেখাতে পারিও না, চাইও না। তবে এই মাত্র বল্‌তে পারি যে ওর প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা আছে, তাই এই ক্ষতিজনক কায কচ্চি।

বসন্ত। রে নির্দ্দয়! এই বুঝি তোর সদুত্তর?

সোম। আমি কিছু তোমাকে উত্তর দিতে আসিনে।

বসন্ত। যাকে ঘৃণা করা যায়, তাকেই কি নষ্ট কত্তে হয়?

সোম। ঘৃণা যাকে করা যায় কার্ না ইচ্ছা সে নষ্ট হয়?

বসন্ত। দোষ মাত্রই কি আদৌ ঘৃণাকর?

সোম। একটা সাপে বারবার দংশায়, এই কি তোমার সাধ?

ধর্ম্ম। তুমিও ভাই যেমন! কার সঙ্গেই বা তর্ক কচ্চ! এর চেয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে সেই উত্তালতরঙ্গমালাকে স্থির হতে বলগে, মাংসলোভী ও রক্তপায়ী শার্দ্দূলকে জীঘাংসায় নিষেধ করগে, অথবা পার্ব্বতীয় বিশাল শালবৃক্ষ সমূহকে বায়ুভরে শব্দ কত্তে নিবারণ করগে; বরং এতাদৃশ অসম্ভব কার্য্যেও কৃতকার্য্য হতে পার্‌বে তথাপি ওর কঠিন অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র কত্তে পার্‌বে না। ওকে আর কিছু বলো না; বিচারে যা হয় হবে।

বসন্ত। তিন্ হাজারের স্থলে ছহাজার নাও, আর কেন?

সোম। ছহাজার দেখাচ্চ কি?—ছত্রিশ হাজারেও হবে না। আমি এই সূক্ষ্ম বিচার চাই।

অধি। ইহকালে দয়া না কল্যে পরকালে কি হবে?

সোম। শরীরে পাপ না থাক্‌লে পরকালে ভয় কিসের? অধিরাজের তো সব কৃতদাস রয়েছে; তাদের আপ্‌নি গরুগাধার মত দিবারাত্র খাটান্ কেন?—আপ্‌নার কৃতদাস বলেই নয়। আমি কি ওদের নিষ্কৃতি দিতে বল্‌তে পারি? যদি কেহ বলে ওদের স্বাধীনতা দিন্, কোমল শয্যায় শয়ন করান, উপাদেয় দ্রব্য খেতে দিন্; অধিরাজ তার উত্তর দেবেন কি না 'ওরা আমার কৃতদাস' আমারও ঠিক সেই রূপ। আমিও যে ওর শরীর থেকে মাংস কেটে

নিতে চাচ্চি, তার কি আমি মূল্য দিইনে ?—তাতেও তো আমার এত গুলি গেছে। আমার সম্পত্তি আমি নেব তাতে অন্যের আপত্তি কি ? আপনি নিবারণ করেন, আপনার কলঙ্ক হবে—মনে জান্‌বো এ দেশের বিচার নাই। আমি বিচারপ্রার্থী ; আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য না করেন বলুন !

অধি। প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাবিৎ পণ্ডিত রঘুনাথশাস্ত্রীর নিকট লোক পাঠান হয়েছে ; তিনি না এলে ইহার মীমাংসা হবে না। তিনি অদ্য এসে না পৌঁছলে, অগত্যা আমি বিচার কার্য্য স্থগিত রাখ্‌বো।

সুশীল। অধিরাজ, বিদ্যাপুরের রঘুনাথশাস্ত্রীর পত্র লয়ে একজন দ্বারে উপস্থিত আছে।

অধি। যাও, তাকে একজন এখানে ডেকে আন।

বসন্ত। (জনান্তিকে) তুমি ভাই, স্বচ্ছন্দে থাক ; ভয় কি ? আমার শরীরে রক্ত, মাংস, অস্থি থাক্‌তে তোমার কোন আশঙ্কা নাই।

ধর্ম্ম। আমার আর ভয় কি ভাই ! মৃত্যু তো আমার সুখের বিষয়। ধন, মান, সকলি গেল এখন জীবনে ফল ? কীট প্রবেশ কল্যে ফল অকালে শাখাভ্রষ্ট হয় ; আমারও ঠিক তাই। তুমি এখন দীর্ঘজীবী হয়ে ভোগ বিলাস কর, এই আমার বাসনা। মনে জান্‌লেম দিনান্তে এ অভাগাকে স্মরণ করে পৃথিবীতে অন্ততঃ একজনও রইল, তাই আমার পরম সুখ।

(ভৃত্যের বেশে বিরাজের প্রবেশ।)

অধি। তুমি কি বিদ্যাপুর থেকে আস্‌চো।

বিরাজ। আজ্ঞা হাঁ! (পত্র প্রদান)

বসন্ত। তুই বেটা যে এখনি ছুরী চোকাতে বস্‌লি ?

সোম। ঐ আমার খাতকের বুকের মাংস কাট্‌বো বলে।

বিজয়। তা তোর বুকে শাণিয়ে নে না—ওতো প্রস্তর-নির্ম্মিত। উঃ! এত অনুনয় বিনয়ে তোর দয়া হলো না।

সোম। না!—তোমাদের অনুনয় বিনয়ের কর্ম্ম নয়।

বিজয়। ধিক্ ধিক্ নরাধম! তুই যে এখনও জীবিত আছিস তা স্বুদ্ধ আমাদের নিয়ম দোষে। তোর মুখ দেখ্‌লে ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মে, দেবদ্বিজে ভক্তি বিচলিত হয়। তুই পূর্ব্বজন্মে রাক্ষস ছিলি তাই তোর প্রকৃতি এত কঠিন। ভগবান্ কেন যে তোকে জীবিত রেখেছেন তা জানিনে।

সোম। মিছে চেঁচিয়ে মর কেন? তোমার কথায় তো এ খত পচ্‌বে না। একটু স্থির হও! এ যে যাবার লক্ষণ! আমি বিচার চাই, তোমার এত কথার আবশ্যক কি?

অধি। এতে যে যুবকের কথা রয়েছে, তিনি কোথায়?

বিরাজ॥ তিনি অনুমতি অপেক্ষায় দ্বারে আছেন।

অধি। বিলক্ষণ! এখনি তাঁকে নিয়ে এস। (সচীবের প্রতি) এপত্র খানা পড়ে একবার সকলকে শুনিয়ে দাও।

(সচীবের পত্র পাঠ।)

ধর্ম্মাবতার সত্যধর্ম্মপ্রতিপালকেষু।

ভবদীয় কৃপাপত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। শারীরিক পীড়াবশতঃ রাজদর্শনে বঞ্চিত হইলাম। যে দিবস

রাজদূত পত্র লইয়া এখানে উপস্থিত হয় সেই দিন ৺ কাশীধাম হইতে মাধবাচার্য্য নামক জনৈক যুবক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি ব্যবস্থাবিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। আমি তাঁহার নিকট সোমদত্ত ও ধর্ম্মশীলের বিষয়টী আনুপূর্ব্বিক গল্প করি, এবং মীমাংসার জন্য উভয়ে নানা গ্রন্থও দেখি। আমার অভিমত সমস্তই তাঁহাকে অবগত করিয়াছি। তিনি অলোকসামান্য বুদ্ধিমান এবং অসাধারণ পণ্ডিত; এমন কি বাক্যদ্বারায় তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক পরিচয় দেওয়া যায় না। আমি তাঁহাকে বিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করায় তিনি আমার পরিবর্ত্তে বিচারস্থলে গমন করিয়া ইহার মীমাংসা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অধিরাজকে এখন আমার নিবেদন এই, যে তাঁকে স্বল্পবয়স্ক বলিয়া যেন অবজ্ঞা না করেন। এত অল্প বয়েসে এমন বিচক্ষণ লোক কুত্রাপি দেখি নাই। বিচারেই তাঁহার গুণপণার পরিচয় পাইবেন। এখন ভবদীয় মনঃপূত হইলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

অধি। এখন রঘুনাথশাস্ত্রীর পত্র তোমরা সকলেই অবগত হলে। এই বুঝি সেই ব্যবস্থাপক আস্‌চেন।

(ছদ্মবেশে সুরলতার প্রবেশ।)

আস্তাজ্ঞ হোক! নমস্কার! আপ্‌নি কি বিদ্যাপুর থেকে আস্‌চেন?

সুর। জয়স্তু! আজ্ঞা হাঁ অধিরাজ!

অধি। আমি পরম আহ্লাদিত হলেম! আপ্‌নি এই আসন গ্রহণ করুন্‌। আপ্‌নি কি এ বিবাদ বিষয়ে আদ্যোপান্ত অবগত আছেন?

সুর। আজ্ঞা হাঁ! এর মধ্যে ধর্ম্মশীলই বা কে আর সোমদত্তই বা কে?

অধি। (ধর্ম্মশীল ও সোমদত্তের প্রতি) তোমরা উভয়ে এঁর সম্মুখে দাঁড়াও।

সুর। তোমার নাম সোমদত্ত?

সোম। আজ্ঞা হাঁ! আমারই নাম সোমদত্ত।

সুর। তোমার এ অদ্ভুত আবেদন। কিন্তু বিধিমত তোমায় দোষা যায় না। (ধর্ম্মশীলের প্রতি) এখন তোমার প্রাণ এঁর হাতে—তা জান?

ধর্ম্ম। আজ্ঞা হাঁ!

সুর। এ নাম তোমার? (ঋণপত্র দর্শান)

ধর্ম্ম। আজ্ঞা হাঁ!

সুর। তবে অবশ্য সোমদত্তকে দয়া কত্তে হবে।

সোম। কেন বলুন দেখি? আমি দয়ার জন্য কিছু বাধ্য নই। এতে কি তার কোন উল্লেখ আছে?

সুর। নিরপেক্ষ দয়াগুণ অতুল জগতে!
উচ্চ হতে মৃদুমন্দ বিন্দুবরিষণে
রসায় এ ধরাধাম যথা কাদম্বিনী;
চিত্তের স্বাধীনবৃত্তি দয়া সেই মত
দীন দুঃখী জনে রাখে পশি ধনবানে।
দ্বিবিধ মঙ্গল ইথে হয় সম্পাদন;
দাতা ভোক্তা পায় তায় সম শুভফল।
মহাবল পরাক্রান্ত বীরবর-হৃদে
পশিলে দয়ার স্রোত শোভে শতগুণে।
কনক কিরীট কিবা ভুপতির ভালে

দয়াগুণে যদি সিক্ত নহে নৃপমণি!
ছত্রদণ্ডসিংহাসন—ঐহিক বিক্রম—
হীনপ্রভা ক্ষীণজ্যোতিঃ, বিরাজেন যবে
হৃদয়রাজীবে দয়া ত্রিদিব-ভূষণ।
ধর্ম্মদণ্ড হয় যদি আর্দ্র দয়ারসে,
প্রভবেন নরপতি সুরপতি সম।
কর অবধান এবে বিচারি আপনি,
সূক্ষ্মসূত্রে কেবা বল পাবে পরিত্রাণ?
ভাবনা কি দশা তব হবে পরকালে,
ইহকালে যদি জীবে দয়া না করিলে?
কহিলাম এত কথা, নিবারিতে তব
বিচার-পিপাসা হেন অতি নিদারুণ।
বিচারে অবশ্য তুমি পার নিগ্রহিতে
ঋণপত্র মত ওই বণিক-নন্দনে।

সোম। আমি অত শত জানিনে! এতে যেমনটী লেখা আছে, আমি তেম্‌নিটী চাই।

সুর। আচ্ছা—ধর্ম্মশীল কি টাকা দিতে পার্‌বেন না?

বসন্ত। কেন পার্‌বেন না? আমি তাঁর হয়ে টাকা দিতে স্বীকার পাচ্চি;—দ্বিগুণ দেব, তাতে না হয়, দশগুণ দেব;—না দিতে পারি, আপনার যা ইচ্ছা দণ্ড দেবেন। কিন্তু এতেও যদি টাকা না নেয় তো ওর স্পষ্টই বিদ্বেষ প্রমাণ হচ্চে। মহাশয়! বিনয় করে বল্‌চি ওকে যেমন করে পারেন নিরস্ত করুন্‌, অন্যায় হলেও এতে সমূহ ধর্ম্ম আছে।

সুর। তা কখনও হতে পারে না। প্রচলিত নিয়মের অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নাই। তা হলে ভবিষ্যতে অনেক অন্যায় কার্য্য হবে।

সোম। সাধু! সাধু! স্বয়ং যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির!

সুর। ঋণপত্র খানা একবার দেখ্‌তে পাই না?

সোম। এই যে ধর্ম্মাবতার, দেখুন্ না—এই যে!

সুর। দেখ, তোমায় তিন্‌গুণ টাকা দিচ্চে নাওগে।

সোম। আমি যে নেবনা বলে শপথ করেছি। শেষে কি টাকার জন্যে ধর্ম্ম খাব?—তা কোনমতেই পার্‌বো না।

সুর। এ খতের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; সোমদত্ত এদেশের নিয়মানুসারে একসের মাংস স্বহস্তে ধর্ম্মশীলের বক্ষস্থল হতে কেটে নিতে পারে। (সোমদত্তের প্রতি) দেখ, দয়া করে তিন্‌গুণ টাকা নাও গে—বলতো আমি এখান ছিঁড়ে ফেলি।

সোম। আগে বুঝে পাই, পরে যা হয় কর্‌বেন। আপ্‌নি অতি বিচক্ষণ লোক, আপনার কথাবার্ত্তা অতি উচ্চ; আপ্‌নাকে বিনয় করে বল্‌চি শীঘ্র বিচার আরম্ভ করুন্। ইষ্টদেবের দিব্য বল্‌চ্চি, আমি কারো কোন কথা শুন্‌বো না।

ধর্ম্ম। আমি আন্তরিক বল্‌চি আপনি অনুমতি দিন্।

সুর। তবে আর কি?—তুমি প্রস্তুত হও।

সোম। সাধু! সাধু! ধন্য ধর্ম্মাত্মন্! ধন্য!

সুর। ঋণপত্রে যা লেখা আছে তাই বিচারসঙ্গত।

সোম। ঠিক বলেছেন! কি বুদ্ধিমান! কি বিচক্ষণ! কি সত্যপ্রিয়! প্রবীণদের মধ্যেও এমন দেখা যায় না!

সুর। তবে তোমার বক্ষস্থল উন্মোচন কর।

সোম। খতেও বক্ষস্থল বলে লেখা আছে না মহাশয়?

সুর। হাঁ! এখানে পরিমাণের জন্য তুল আছেতো?

সোম। আজ্ঞা হাঁ! সকলি প্রস্তুত, আদেশের অপেক্ষা।

সুর। দেখ, তোমার কিন্তু একজন অস্ত্রচিকিৎসক আনা উচিত, কেন না অধিক রক্তপাতে এ ব্যক্তি মারাও যেতে পারে।

সোম। খতে কি এমন কিছু লেখা আছে?

সুর। নাই রইল, ক্ষতি কি?—নয় দয়া করেই কল্যে।

সোম। কৈ তা কিছু খতে নাই, তা হলে উল্লেখ থাকতো।

সুর। ধর্ম্মশীলের কি কিছু বক্তব্য আছে?

ধর্ম্ম। বল্‌বো আর কি? আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি। বসন্ত, এস তোমায় একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন করি। মনে করো না যে আমি তোমার জন্যে মারা গেলেম; মৃত্যু আমার এখন আদরণীয়; সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মরা ভাল। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বল্‌তে হবে, নচেৎ এতাদৃশ দুঃখযন্ত্রণা হতে এত শীঘ্র পরিত্রাণ পাব কেন? তোমার প্রেয়সীকে আমার কথা আদ্যন্ত বলো,—দেখ তিনি কি মনে করেন! এসময় তুমি না মনস্তাপ কল্যেই আমার মৃত্যুও সুখের।

বসন্ত। ভাই ধর্ম্মশীল! আমি বিবাহিত; পত্নীকে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি; কিন্তু আমার জীবন, আমার সেই সহধর্ম্মিণী, এমন কি জগৎসংসারকে আমি তোমার সম্বন্ধে তুচ্ছতৃণতুল্য জ্ঞান করি। তোমার নিষ্কৃতির জন্য আমি

সেই সমস্তই এই নৃশংস নরপিশাচের সম্মুখে বলি প্রদান কত্তে তিলার্দ্ধও ভীত বা সঙ্কুচিত নই।

সুর। তোমার পত্নী তোমার মুখে এরূপ ঔদার্য্যের কথা শুন্‌লে বড়ই সন্তুষ্ট হতেন!

বিজয়। আমার পত্নীকেও আমি প্রাণতুল্য ভাল বাসি; কিন্তু তাঁর জীবন দিলে যদি এঁর জীবন রক্ষা হয়, তাতে আমিও পরাঙ্মুখ নই।

বিরাজ। তাঁর অসাক্ষাতে বল্যে তাই রক্ষা!

সোম। এদেশের নব্যেরাতো এই! আমার মেয়ে কাছে থাক্‌লে বনবাস দিতেম তবু এমন লোকের হাতে কখনই দিতেম না;—এদের চেয়ে একজন দস্যুকে দেয়াও ভাল। আর বৃথা বিলম্ব কেন?—আদেশ দিন্ না!

সুর। ধর্ম্মশীলের বক্ষস্থলের একসের মাংস তোমার।

সোম। সাধু! সাধু!

সুর। এবং সেই মাংস তুমি স্বহস্তে কেটে নিতে পার।

সোম। ধন্য! ধন্য! এস, অনুমতি হয়েছে, এগিয়ে এস।

সুর। স্থির হও; আর একটী কথা আছে। ঋণপত্রে বিন্দুমাত্রও শোণিতের উল্লেখ নাই। স্পষ্টাক্ষরে সুদ্ধ "এক-সের মাংস" লেখা আছে; সুতরাং তাই তোমার ন্যায্য প্রাপ্য; কিন্তু সাবধান, সেই মাংস কাট্‌তে যদি এই সদাশয় ব্যক্তির একবিন্দুও রক্তপাত হয়, তা হলে এ দেশের নিয়মানুসারে তোমার তাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দণ্ড স্বরূপ রাজ-কোষভুক্ত হবে।

বিজয়। ধন্য! ধন্য! দেখ রে চণ্ডাল, দেখ!

সোম। এই কি এ দেশের নিয়ম?

সুর। তুমিই তা দেখ্‌তে পাবে। যখন তুমি যথার্থ বিচার প্রার্থনা করেছ তখন অবশ্য যথার্থ বিচারই হবে।

বিজয়। সাধু! সাধু! দেখ্ রে নরাধম, দেখ!

সোম। তবে নয় তিন্‌গুণ টাকা দিয়ে ওকে ছেড়ে দিন্।

বসন্ত। এই নে, তোর টাকা নে। (অর্থ প্রদানে উদ্যত)

সুর। স্থির হও; ও ন্যায্যপ্রাপ্য ব্যতীত কিছুই পাবে না।

বিজয়। বলি বড় বিচার বিচার কচ্ছিলি! এখন!—

সুর। তুমি বিলম্ব কর কেন? মাংস কেটে নাও; কিন্তু সাবধান, যদি একবিন্দুও রক্ত পড়ে বা কেশাগ্রেও একসেরের ন্যূনাধিক হয়, তা হলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

বিজয়। দেখ্ রে পিশাচ, দেখ! দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির! এখন তুই আর কোথা যাবি! এবার হাতে পেয়েছি!

সুর। এত বিলম্ব কচ্চ কেন? তোমার প্রাপ্য নাও।

সোম। আমার মূলধন দিন্, আমি চলে যাচ্চি।

বসন্ত। এই আমি তোর জন্যে রেখেছি, নিয়ে যা।

সুর। না না, তা হবে না! সর্ব্বসম্মুখে ও টাকা অস্বীকার করেছে; এখন খতে যা আছে ওকে তাই নিতে হবে।

বিজয়। সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ!—এ তোরই কথা রে পাজী!

সোম। তবে কি আমি মূলধনও পাব না?

সুর। না—তোমায় মাংসই নিতে হবে, ছাড়বো না।

সোম। তবে আর কথায় কায কি? ওকে ছেড়ে দিন্।

সুর। স্থির হও; এদেশের নিয়ম এই যে যদি কোন অধিবাসীর জীবন নাশে কোন বিদেশীয় স্পষ্টতঃ বা প্রচ্ছন্ন ভাবে চেষ্টা পায়, তাহা সাব্যস্ত হলে সেই ব্যক্তি দোষীর তাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেকের অধিকারী হবে ও অপরার্দ্ধ রাজ-ভাণ্ডারে যাবে এবং অধিরাজের ইচ্ছা হলে অপরাধীর প্রাণ দণ্ডও হতে পারে। তাহাতে কাহারও কোন কথা চলিবে না। আমার বিবেচনায় তুমিও এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীন। তুমিও সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদীর জীবন নাশে চেষ্টা পেয়ে-ছিলে; অতএব অধিরাজের নিকট গলবস্ত্র হয়ে প্রাণদান চাও, তিনি না মার্জ্জনা কল্যে আর কাহারই সাধ্য নাই।

বিজয়। বিনা ব্যয়ে ফাঁসী প্রার্থনা কর্ রে নরাধম! তোর তো আর এখন দড়ী কেনবারও পয়সা নাই।

অধি। প্রার্থনার অগ্রেই আমি তোমায় মার্জ্জনা কল্যেম। অদ্যাবধি ধর্ম্মশীল তোমার অর্দ্ধসম্পত্তির অধি-কারী ও অপরার্দ্ধ দণ্ডস্বরূপ সাধারণ ভাণ্ডারগত হইল।

সুর। ধর্ম্মশীলের সঙ্গে এটাকার কোন সম্পর্ক নাই।

সোম। তবে আমার ধন প্রাণ সকলি নিন্ না কেন? জীবন দানের আবশ্যক?—যখন জীবনের সম্বল নিলেন তখন জীবন নেওয়ার বাকি কি রইল?

সুর। ধর্ম্মশীল কি একে কোন বিষয়ে দয়া কত্তে চান্?

বিজয়। দয়ার মধ্যে দাতব্যে ফাঁসী—এই পর্য্যন্ত!

ধর্ম্ম। অধিরাজ যদি দয়া করে ঐ অর্দ্ধ সম্পত্তির দণ্ড হতে একে ক্ষমা করেন তো আমি পরম আপ্যায়িত হই। আর

যদি এ ব্যক্তি মৃত্যুকালে এর যথাসর্ব্বস্ব নিজ কন্যা ও জামাতাকে দিতে স্বীকার পায় অপরার্দ্ধ ও আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু সেই দানপত্র এই খানেই স্বাক্ষর করে দিতে হবে।

অধি। অবশ্য ও তাই দেবে, নতুবা ওর প্রাণদণ্ড হবে।

সুর। সোমদত্ত, তুমি কি এতে সম্মত আছ?—কি বল?

সোম। আজ্ঞা হাঁ! কিন্তু অনুগ্রহ করে আমায় এখন কিঞ্চিৎ অবসর দিন্; আমার বড় অসুখ বোধ হচ্চে। পরে দানপত্র পাঠিয়ে দেবেন আমি নাম স্বাক্ষর করে দেব।

অধি। তবে তাই যাও; কিন্তু এ কায কত্তে চাও। (সুরলতার প্রতি) অদ্য আমার আলয়ে আহারাদি কল্যে বড় বাধিত হই। [সোমদত্তের প্রস্থান।

সুর। অধিরাজ আমায় ক্ষমা কর্‌বেন; কোন বিশেষ কার্য্য বশতঃ আমায় অদ্য রজনীযোগেই বিদ্যাপুরে পৌঁছতে হচ্চে, সুতরাং এখনি যাত্রা করা কর্ত্তব্য।

অধি। আমি অতি দুঃখিত হলেম যে আপ্‌নার অবকাশ হচ্চে না। দেখ ধর্ম্মশীল, এই ভদ্রলোকটীকে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট কর; এঁরই অনুগ্রহে তুমি আজ প্রাণদান পেলে।

[অধিরাজ, সভাসদ্‌গণ, ও অনুচরবর্গের প্রস্থান।

বসন্ত। মহাশয়! আমরা আজ আপনার অনুগ্রহেই পরিত্রাণ পেয়েছি। এখন এই সোমদত্তের তিন্ হাজার টাকা দিতেছি অনুগ্রহ করে গ্রহণ কল্যে চরিতার্থ হই।

ধর্ম্ম। আর আপ্‌নার নিকট চিরঋণী রইলাম বলা বাহুল্য।

সুর। সন্তুষ্টচিত্তের পারিতোষিকের আবশ্যক নাই;

আপ্‌নাদের উপকারে আমার মনে যে পরিতোষ জন্মেছে তাহাতেই আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত বিবেচনা কচ্চি। তদপেক্ষা অন্য পুরস্কারের আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। এক্ষণে আসি; পুনরায় সাক্ষাৎ হলে যেন মনে থাকে!

বসন্ত। মহাশয়! তবে স্মরণার্থিক কিছু গ্রহণ করুন্; এ ভিক্ষাটী অনুগ্রহ করে দিতেই হচ্চে।

সুর। নিতান্তই না ছাড়েন্ তো ঐ আঙুটীটী দিন্।

বসন্ত। এই আঙুটীটী মহাশয়? এ অতি সামান্য বস্তু; এটী দিতে আমার লজ্জাবোধ হচ্চে।

সুর। তা হোক্, ঐটীই দিন্ আর কিছু চাইনে।

বসন্ত। এটী মহাশয়! দেবার যো নাই! বলেন তো আমি ঘোষণা করে বিল্বনগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অঙ্গুরীয় আনিয়ে দি। এটীর জন্যে আমায় ক্ষমা কর্‌বেন।

সুর। বেস মহাশয়! বেস! আপ্‌নি কথায় যে বড় দাতা দেখ্‌চি! অগ্রে ভিক্ষা কত্তে শিখিয়ে এখন ভিক্ষারীকে কিরূপ উত্তর দিতে হয় তাই শিখাচ্চেন নাকি?

বসন্ত। তবে বলি মহাশয়! এটী আমায় আমার স্ত্রী দিয়েছেন; আমি ইহা চিরধারণ কত্তে প্রতিশ্রুত আছি।

সুর। একথাটী বড় মন্দ নয়! অনেকে এতে ভিক্ষা বাঁচিয়ে থাকেন! আমি কে এবং আপ্‌নাদের কত বড় উপকারী জান্‌লে আপ্‌নার স্ত্রী কখনই এতে বিরক্ত হবেন না—তিনেতো আর উন্মাদিনী নন্! ভাল, তবে এখন আসি।

[সুরলতা ও বিরাজের প্রস্থান।

ধর্ম্ম। ভাই বসন্ত, ওঁকে উটী দাও, আমার কথাটা রাখ।

বসন্ত। তবে বিজয় একবার দৌড়ে যাও, তাঁকে এই আঙুটীটী দিয়ে এস; আর ধর্ম্মশীলের বাড়ী ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে চেষ্টা করো। আমরা এখন সেইখানেই আছি; যাও, শীঘ্র যাও। প্রত্যূষে তখন রত্নাগর যাত্রা কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিল্বনগর—রাজপথ।

(সুরলতা ও বিরাজের প্রবেশ।)

সুর। তুমি অন্বেষণ করে সোমদত্তের বাড়ী যাও, এই দানপত্রখানি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে এস। আমরা আজ রাত্রেই বেরিয়ে পড়বো; তাহলেই তাঁদের এক দিন আগে পৌঁছুতে পার্‌বো। চন্দ্রশেখর এ দানপত্র দেখ্‌লে বড়ই সন্তুষ্ট হবেন।

(বিজয়ের প্রবেশ।)

বিজয়। এই যে মহাশয়! বসন্তবাবু অনেক বিবেচনার পর আপ্‌নাকে এই আঙুটীটী দিয়ে পাঠিয়েছেন, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন্। মহাশয়কে অদ্যরাত্রে অমাদের ওখানে একবার পায়ের ধুলা দিতে হচ্চে—তিনি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

সুর। আঙুটীটী বিশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ কল্যেম্; অনুগ্রহ করে তাঁকে বল্‌বেন যে নিমন্ত্রণ স্বীকার কত্তে পাল্যেম না বলে বড় দুঃখিত আছি। মহাশয়, এই ছোকরাটীকে একবার সোমদত্তের বাড়ী দেখিয়ে দেন্ তো বড় বাধিত হই।

বিজয়। তা এখনি দিচ্চি।

বিরাজ। (সুরলতার প্রতি) মহাশয়, আমার একটী কথা আছে। আমিও ওঁর আঙুটীটী নেবার চেষ্টা দেখ্‌বো?

সুর। বেসতো! তা হলে বড় মজাই হবে! তবে শীঘ্র যাও; আমি সেইখানেই আছি।

বিরাজ। আসুন! আপ্‌নি কি বাড়ী দেখিয়ে দেবেন?

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রত্নাগর—সুরলতার বাটীর উদ্যানপথ।

(চন্দ্রশেখর ও বিলাসিনীর প্রবেশ।)

চন্দ্র। প্রিয়ে! কেমন সুন্দর রাত্র দেখেচ! আকাশে নির্ম্মল শশধর শোভা পাচ্চে; মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোলে তরুরাজি নিঃশব্দে আন্দোলিত হচ্চে। এম্‌নি রাত্রে বিরহ-বিধুর দাশরথী সমুদ্রতীরে অনিমেষনেত্রে লঙ্কাভিমুখে দাঁড়ায়ে সীতার নিমিত্ত নিঃশব্দে রোদন করেছিলেন।

বিলা। এম্‌নি রাত্রে রাধিকা কেশবের উদ্দেশে বনে ভ্রমণ কত্তে কত্তে আপনার ছায়া দেখে ভয় পেয়েছিলেন।

চন্দ্র। এম্‌নি রাত্রে বিলাসিনী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে একজন উন্মত্ত প্রেমিকের সঙ্গে রত্নাগরে প্রস্থান করেন।

বিলা। এম্‌নি রাত্রে সেই উন্মত্ত প্রেমিক কত মিষ্ট কথায় অভাগীর মনপ্রাণ চুরি করেন, আর সে সমস্তই মিথ্যা।

চন্দ্র। এম্‌নি রাত্রে প্রেমের পুত্তলী বিলাসিনী তাঁর প্রেমাধীনকে কতই ভর্ৎসনা কল্যেন, কিন্তু সে মার্জ্জনা কল্যে।

বিলা। রোস কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্চি; নইলে তোমার কত 'এম্‌নি রাত্র' আছে তা দেখ্‌তাম।

(রামের প্রবেশ।)

চন্দ্র। এত রাত্রে কে দৌড়ে আসে হে?

রাম। এমন কেউ নয়!—আমি।

চন্দ্র। এমন কেউ নয়—আমি! বলি, আমিটে কে?

রাম। আমি রাম; দিদিঠাক্‌রুণ ভোরবেলাই এখানে এসে পৌঁছবেন, তাই বল্‌তে এসেছি। তিনি এঠাকুরবাড়ী ওঠাকুরবাড়ী কত্তে কত্তে আস্‌ছেন।

চন্দ্র। তাঁর সঙ্গে আছে কে?

রাম। কেউ না; কেবল তাঁর সহচরী। মশাই! বাবু কি আজ ফিরে এয়েছেন?

চন্দ্র। কৈ না; তাঁর আসবারতো কোন সমাচার পাইনে। এস প্রিয়ে! এখন কর্ত্রীর শুভাগমন প্রতীক্ষা করিগে চল।

(সাত্যকের প্রবেশ।)

সাত্যকে। ভায়রে, নায়রে, ভায়রে না; বাবু মুশয়?

চন্দ্র। কে ডাকে?

সাত্যকে। ভায়রে, নায়রে, নায়রে না; চন্দবাবুক্যা তুমরা দ্যাকচো গা? ভায়রে—

চন্দ্র। এই যে আমি! কেন? ভায়রে নায়রে! বেশ!

সাত্যকে। ভায়রে, নায়রে, নায়রে না; কুথক্যা গ?

চন্দ্র। ভাল আপদ্‌—এই যে!

সাত্যুকে। তাঁকু বলন, বাবুর কাছুথ্যা লোক আইচে, ভোরে তিনি ইখনকে এস্‌বেন।

[সাত্যুকের প্রস্থান।

চন্দ্র। প্রিয়ে, তবে শীঘ্র ভিতরে চল;—আর ভিতরে যাবারই বা আবশ্যক কি? দেখ রাম, সকলকে বলগে কর্ত্রী এলেন বলে। অম্‌নি গায়কদের গান কত্তে বলো!

[রামের প্রস্থান।

আহা! প্রিয়ে, বাপীতটে কৌমুদী কেমন সুখে বিরাজ কচ্চে, দেখ! এস এখানে বসে একটু গান শুনি; এমন নিস্তব্ধ রাত্রে সঙ্গীত বড় মিষ্ট লাগে। প্রিয়ে বসো! (উভয়ের উপবেসন) দেখ দেখি, গগনমণ্ডল কেমন অসংখ্য প্রভাময় রত্নমালায় বিভুষিত! এই সকল নক্ষত্রমণ্ডলে অহর্নিশি স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুধাস্রোত প্রবাহিত হয়। মনুষ্যের অবিনশ্বর আত্মাতেও ঐরূপ সুধাতরঙ্গ প্রবাহিত হয়, কিন্তু যত দিন এই নশ্বর মৃৎপিণ্ডরূপ দেহ তাহাকে সমাচ্ছন্ন করে রাখে ততদিন আমরা সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনতে পাইনে।

বিলা। গীতবাদ্যে আমার হর্ষোদয় হয় না।

চন্দ্র। তুমি নিতান্ত চিন্তাযুক্ত তাই; সঙ্গীতে বনের পশু বশ হয় আর মানুষ হয় না? চঞ্চলমৃগকুলও সামান্য বংশীধ্বনিতে বিমোহিত হয়;—তখন আর তাদের লম্ফঝম্ফ কিছুই থাকে না; প্রথমে স্থির হয়ে উর্দ্ধকর্ণে দাঁড়ায়, পরে তালে তালে নৃত্য কত্তে কত্তে সেই দিকে অগ্রসর হয়। উগ্র

অশ্ব, মত্তমাতঙ্গ কালসর্প পর্য্যন্ত ইহার বশীকরণ শক্তির অধীন। প্রবাদ আছে যে তানসেনের সঙ্গীতে প্রস্তরও দ্রবীভূত হয়েছিল। সঙ্গীতে মন উল্লাসিত না হয় পৃথিবীতে এমন লোক অতি বিরল। যার সঙ্গীতে আস্থা নাই, যে সঙ্গীতরসে বঞ্চিত, সে অতি ভয়ঙ্কর লোক—তার মন প্রেতের আবাস; তার অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই। ঐ কেমন গাচ্চে শোন!

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

নিশা অবসান হেরে উষা আসে সুখভরে,
তথাপি ধরেনা হাসি সুধাকরের সুধাধরে।
অন্তে যার অনন্ত সুখ, অন্তিমে তার হাসিমুখ,
কেনবা হইবে দুঃখ, নশ্বর জীবন তরে।
নাচে গায় নিজ মনে, সুমধুর সমীরণে,
লয়ে পরিমলধনে, বিতরিছে ঘরে ঘরে।
পরসুখে সুখ যার, সদা সুখ সে জনার,
দিবানিশি সম তার, সম সুখ চরাচরে।

(দূরে সুরলতা ও বিরাজের প্রবেশ।)

সুর। ঐ যে আলোটী দেখা যাচ্চে, উটী আমাদের বড় ঘরে জ্বল্‌ছে। ঐ ক্ষুদ্র দীপটীতে কতদূর পর্য্যন্ত আলো হয়েছে দেখেছ; পাপ সংসারে সৎকর্ম্ম এইরূপ দীপ্তি পায়।

বিরাজ। যতক্ষণ চাঁদের আলো ছিল, ততক্ষণ এ আলোটী দেখা যায়নি।

সুর। সুমহৎ কীর্ত্তিতেও এইরূপ সামান্য কীর্ত্তি লোপ পায়। কেমন গান গাইছে শোন!

বিরাজ। এ আমাদেরই বাড়ীতে গাচ্চে।

স্মর। সময়ে সকলি ভাল লাগে, দিনের চেয়ে এখন গান কেমন মিষ্ট লাগ্‌চে দেখ্‌চো!—সকল কাযেরই সময় আছে।

বিরাজ। প্রিয়সখি, নিস্তব্ধরাত্র বলে এত ভাল লাগ্‌চে।

স্মর। সময়ে কাকের স্বরও কোকিলের মত মিষ্ট লাগে; দিনমানে মরালের কলরবের সঙ্গে চক্রবাকের গীত কি ভাল বোধ হয়? সময়গুণেই সকলের গৌরব।

চন্দ্র। ঐ যে কর্ত্রীর গলা শুন্‌তে পাচ্চি; এ তিনি না হন্‌ তো কি আর বলি!

স্মর। আপনার যেরূপ স্বরবোধ, না হবে কেন?

চন্দ্র। আস্তাজ্ঞ হোক্‌! এতদিন বাড়ী খাঁ খাঁ কচ্ছিল!

স্মর। তাঁরা কি এসেছেন? কোন সমাচার পেয়েছন?

চন্দ্র। না এখনও আসেন নাই; প্রাতে আস্‌বেন।

স্মর। বিরাজ, তুমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে সবাইকে বলগে যে আমরা এখানে ছিলেম না, এ কথা যেন কেউ কাকেও প্রকাশ না করে। দেখ্‌বেন, আপনারাও বল্‌বেন না! রাত্র যেন ম্লানদিবালোক বলে বোধ হচ্চে; ক্রমে যে আরো মলিন হলো; রবি মেঘাচ্ছন্ন হলে ঠিক এইরূপ হয়।

(বসন্তকুমার, ধর্ম্মশীল, বিজয় ও অনুচরবর্গের প্রবেশ।)

বসন্ত। রবির অদর্শন কি কমলিনীকে এত ভাল লাগে?

স্মর। কিন্তু রবির মুখে ওকথা ভাল সাজেনা!

বসন্ত। প্রিয়ে! ইনিই আমার পরমবন্ধু ধর্ম্মশীল, এঁরই কাছে আমি চিরবাঁধা।

সুর। আপনার জন্যে যখন উনি জীবন পর্য্যন্তও সমর্পণ করেছিলেন, তখন তো চিরবাঁধা থাক্‌তেই হবে।

ধর্ম্ম। এখন আমিও মুক্ত হয়েছি, উনিও মুক্ত হলেন।

সুর। আপ্‌নাকে আর কি বল্‌বো! পূর্ব্বে আপ্‌নার অলৌকিক কার্য্য শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেম, এখন আপনাকে দেখে যার পর নাই আনন্দিত হলেম।

বিজয়। (অন্তরালে) যথার্থ বল্‌চি আমি সেটী শাস্ত্রীর ভৃত্যকে দিয়েচি, তুমি আমায় বৃথা অনুযোগ কচ্চ।

সুর। কি ও! এর মধ্যেই বিবাদ!—হয়েছে কি?

বিজয়। একটু সোণার জন্যে!—একটা সামান্য আঙটী! তাতে কি গোটাদুই কথা লেখা ছিল "আমায় ভাল বেসো, পরিত্যাগ করো না" এই তার জন্যেই এত হচ্চে!

বিরাজ। দামের কথা লেখার কথা তো হচ্চে না—এখন যার কথা হচ্চে তাই বল। তুমি সেটী আজীবন হাতে রাখ্‌বে বলে ধর্ম্মসাক্ষ্য করে নিয়ে এখন দিলে কাকে? শাস্ত্রীর ভৃত্যকে দিয়েছেন! তা বুঝিছি; সে ভৃত্যের বোধ হয় গোঁপদাড়ী নেই!

বিজয়। এখন সে ছেলে মানুষ বইতো নয়!—এর পর হবে।

বিরাজ। তা আর হবে না, স্ত্রীলোক পুরুষ হলেই হবে!

বিজয়। আমি তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি সেটী সেই ছোক্‌রাকেই দিয়েছি; সে ঠিক তোমার মত মাথায় উচ্চ; পুরস্কার স্বরূপ চাইলে, আমি প্রাণধরে না বল্‌তে পাল্যেম না।

সুর। (বিজয়ের প্রতি) স্পষ্ট বল্‌তে কি, এ তোমারি দোষ; স্ত্রীদত্ত অভিজ্ঞান তুমি অনায়াসে আর এক জনকে দিলে

কি বলে? এই তো ইনি এখানে উপস্থিত আছেন, আমি এঁকে যে আঙুটীটী দিয়েছি, বেস বল্‌তে পারি, উনি সমস্ত পৃথিবীর সম্পত্তি পেলেও তাহা পরিত্যাগ কর্‌বেন তোমার একায ভাল হয়নি; ওর মনে তো দুঃখ হতেই পারে! আমার হলে আমি খেপে যেতাম।

বসন্ত। (স্বগত) আমার হাতটা গেলেও যে ছিল ভাল! তবু বল্‌তে পাত্তেম তোমার আঙুটী রক্ষা কত্তে গিয়ে আমার হাতটী পর্য্যন্ত গেছে।

বিজয়। উনি শাস্ত্রীকে দিলেন বলেই তো ছোঁড়া আমায় ছাড়্‌লে না। তারা বিস্তর পরিশ্রমও করেছিল; আর দুজনেই আঙুটী নেব কোট ধরে বস্‌লো।

সুর। নাথ! কোন্ আঙুটীটী তাকে দিয়েছন? বোধ হয় আমারটী নয়?

বসন্ত। আর মিথ্যা বল্যে কি হবে? দোষ তো হয়েইচে; থাক্‌লে তো আমার হাতেই থাক্‌তো।

সুর। আপনার হাতকেও বিশ্বাস নাই, আপনার মনকেও নাই! সেটী না পেলে কিন্তু এখনি অনর্থ হবে! যতক্ষণ না পাই আপনার সঙ্গে আর আমার কথা নাই।

বিরাজ। আমিও তাই বল্‌চি। সেটী না এনে আমার সঙ্গে আর কথা কয়ো না!

বসন্ত। প্রিয়ে! যদি তুমি জান্‌তে কাকে, কার জন্যে ও কিসের জন্যে সেটী দিয়েছি, এবং তাও কত অনিচ্ছা-পূর্ব্বক, তা হলে তুমি কখনই এমন অভিমান কত্তে পাত্তে না।

সুর। আপনিও যদি সে আঙ্টীর গুণ বা আমার প্রেমের অর্দ্ধেক মর্ম্মও বুঝ্তেন, অথবা নিজের ভদ্রতা জান্তেন, তা হলে কখনই তাহা হস্তান্তর কত্তে পাত্তেন না। এমন অবোধ কে আছে যে তাকে দেবার যো নাই বলে বুঝালে বুঝে না? বিরাজ ঠিক্ ঠাউরেছে; নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোককে দিয়েছেন; তবে এখন আর আমার বেঁচে সুখ কি?

বসন্ত। না প্রিয়ে!—তা নয়! ও কথা মনেও স্থান দিও না। আমি ইষ্টদেবের দিব্য করে বল্‌চি, সেটী সেই শাস্ত্রীকেই দিয়েছি। তিনি তিন্ হাজার টাকাপর্য্যন্ত অস্বীকার কল্যেন—কিছুতেই ছাড়লেন না—তা আর কি করি। তবু প্রথমে দিইনে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান্; মনে কর দেখি যিনি আমার বন্ধুর প্রাণদান দিলেন তাঁকেও আমি অকাতরে অস্বীকার করেছিলেম। কিন্তু পরে বন্ধু অনুরোধ কল্যেন, আর রাখ্তে পাল্যেম না। তখন লজ্জা, ভদ্রতা ও কৃতজ্ঞতা পরতন্ত্র হয়ে অগত্যা সেটী পাঠিয়ে দিতে হলো। প্রিয়ে, আমায় ক্ষমা কর; এতে আমার কোন অপরাধ নাই; তথায় উপস্থিত থাক্‌লে তুমি তখনি নিজেই দিতে বল্‌তে।

সুর। সেটী আমার অতি প্রিয় বস্তু; সুতরাং এখন সেটীও যার, আমিও তার। দেখো সাবধান! সে শাস্ত্রী যেন এদিকে না আসেন; কখন রাত্রে বাড়ি ছাড়া হয়ো না; আমাকে সহস্র চক্ষে রেখো; অন্যথা হলেই সে শাস্ত্রীর সঙ্গে চলে যাব।

বিরাজ। আমায়ও যেন কখন একলা ফেলে যেও না। সাবধান! আমিও তা হলে সেই ভৃত্যের সঙ্গে চলে যাব।

ধর্ম্ম। আমিই এ পোড়া বিবাদের কারণ।

সুর। আপ্নি এতে দুঃখ কর্বেন না; আপ্নার দোষ কি?

বসন্ত। প্রিয়ে, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি কিছু ইচ্ছাপূর্ব্বক করিনি। তোমার দিব্য বল্চি, এমন কায আর হবে না!

সুর। বেস! বেস! কেমন দিব্য হচ্চে দেখেছ! আমার দিব্যে তো ওঁর বড় ক্ষতি!

বসন্ত। না প্রিয়ে, আমার কথাটাই শনো; আমি ইষ্ট-দেবের দিব্য বল্চি, এমন কায আর হবে না!

ধর্ম্ম। একবার এঁর জন্যে দেহ বাঁধা দিয়েছিলেম, এবার প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত আছি। দেবি, এবার এঁর কথার অন্যথা হয় তো আমি তার দায়ী।

সুর। দেখবেন! তবে আপনি এঁর দায়ী। ওঁকে এইটী দিন্; আর পূর্ব্বেরটীর চেয়ে যত্ন করে রাখ্তে বলুন্।

ধর্ম্ম। এই নাও বসন্ত; শপথ করে বল যে এটী প্রাণান্তেও হস্তান্তর করবে না।

বসন্ত। কি আশ্চর্য্য!—এ যে সেইটীই দেখ্চি।

সুর। সেইটীই তো! তিনি কাল রাত্রে এখানে এসে যে আমায় দিয়ে গেছেন্।

বিরাজ। সেই বেঁটে ছোক্রাটী, শাস্ত্রীর ভৃত্য না কে, কাল রাত্রে এখানে ছিল, সেও আমায় এ আঙ্টীটী দিয়ে গেছে।

বিজয়। একি দিন দুপুরে ডাকাতি নাকি? তোমাদের যে দেখ্চি কিছুই অসাধ্য নাই!

স্বর। ছি, অমন কথা বল্‌বেন না! আপনারা যে একবারে সকলে অবাক্ হলেন দেখ্‌চি। বিদ্যাপুরের রঘুনাথ শিরোমণির এই পত্রখান অবসরমত পড়ে দেখ্‌বেন তাহলেই জান্তে পার্‌বেন যে শাস্ত্রীই বা কে আর বিরাজই বা কে? চন্দ্রবাবু জানেন আপ্‌নাদের সঙ্গেই আমরা যাত্রা করি আর এইমাত্র এসে পোঁছেচি—এখনও বাড়ীর ভিতর যাইনি। (ধর্ম্মশীলের প্রতি) আপ্‌নার আগমনে আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়েছি, আমাদের কাছে আপ্‌নারও সুসংবাদ আছে। এই পত্রখানি পড়্‌লেই সব সবিশেষ জান্তে পার্‌বেন। আপ্‌নার তিনখানি জাহাজ সহসা বিস্তর দ্রব্যসামগ্রী সমেত নিরাপদে বন্দরে ফিরে এসেছে। কি করে যে আমি এপত্র পেলাম, তা আপ্‌নার জানবার আবশ্যক নাই।

ধর্ম্ম। আমার আর মুখে কথা সরে না, আমি দেখে শুনে অবাক্ হয়েছি।

বসন্ত। প্রিয়ে, তুমিই সেই শাস্ত্রী, আর আমি তোমায় চিন্তে পারিনে?

বিজয়। তুমিই কি সেই ভৃত্য যে আমাদের সর্ব্বনাশ কত্তে বসেছিল?

বিরাজ। সর্ব্বনাশ করবার মানস ছিল, ক্ষমতা ছিল না।

বসন্ত। শাস্ত্রীবর এখন আপ্‌নিই আমার স্ত্রীর সর্ব্বময় কর্ত্তা, যখন আমি ঘরে না থাক্‌বো তখন আপনিই সেই আঙুটীটীর গুণে হেথায় অবস্থান কর্‌বেন।

ধর্ম্ম। দেবি, আপনি আমার জীবন ও জীবিকা উভয়ই

দান কল্যেন; এপত্র পাঠে আমি বেস জান্তে পাচ্চি যে আমার সকল জাহাজগুলিই নিরাপদে ফিরে এসেছে।

স্থর। (চন্দ্রশেখরের প্রতি) আপনি কেমন আছেন?— আমার ভৃত্যের কাছে আপনারও সুসংবাদ আছে।

বিরাজ। আর আমিও সেগুলি এঁকে বিনামূল্যে দেব। এই নিন্; সোমদত্ত আপনার ও বিলাসিনীর নামে এই দান-পত্র করেছেন।

চন্দ্র। আপনারা অনাহারী দীনদরিদ্রকে আজ অমৃত ভোজন করালেন।

স্থর। এখন প্রায় প্রভাত হয়ে এল; আমার বেস বোধ হচ্ছে আপনারা এখনও সম্পূর্ণ প্রত্যয় যান্ নাই। চলুন্ অগ্রে বাড়ীর ভিতর যাই; পরে যেমন যেমন জিজ্ঞাসা কর্‌বেন সমস্ত ভাল করে খুলে বলবো।

বিজয়। তবে তাই চলুন;—

জীবিত যদিন রব, রাখিব যতনে,
তোমার অঙ্গুরী প্রিয়ে! করি প্রাণপণে।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

চিৎপুররোড ২৮৫ নম্বর বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।